

মূর্চ্ছনা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ওঁ

মূর্চ্ছনা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ, ১৪১৩

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-১০

ধর্ম্মার্থ শুল্ক ঃ—পঞ্চান্ন টাকা

মাশুলাদি স্বতন্ত্র

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

মুদ্রণ-সংখ্যা ৩,০০০ (তিন হাজার)
প্রকাশক—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী
অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, রামাপুরা,
বারাণসী-২২১০১০, দূরভাষ ঃ (০৫৪২) ২৪৫২৩৭৬

প্রিন্টার ঃ—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী,
অযাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
ডি ৪৬/১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী

ঃ পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান ঃ

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০ (উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম
পি-২৩৮, সি-আই-টি রোড, কাঁকুড়গাছি,
কলকাতা-৭০০০৫৪ ● দূরভাষ-২৩২০-৮৪৫৫

অযাচক আশ্রম
"নগেশ ভবন", ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং

অযাচক আশ্রম
পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম
২০বি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)
দূরভাষ ঃ (০৩৮১)২২২৮৩০৫

অযাচক আশ্রম
রাধামাধব রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ ঃ (০৩৮৪২) ২২০৩৩৩
"সাধন কুঞ্জ" ঃ হীরাপুর, ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড ● দূরভাষ-০৩২৬ ২২০৩২২৮
দি মাল্টিভারসিটি
পোঃ—পুপুন্‌কী আশ্রম, জেলা—বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিনকোড ঃ ৮২৭০১৩
ডাকে নিতে হইলে ২৫% অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

"মন্দির"-এর গানগুলির অধিকাংশই চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের রচনা। কতকগুলি পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। মন্দিরের কিছু গান বাংলা ১৩২৯ সালে কমলাসাগর-নিবাসী যোগেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় "গানের বই" নাম দিয়া প্রকাশ করেন।

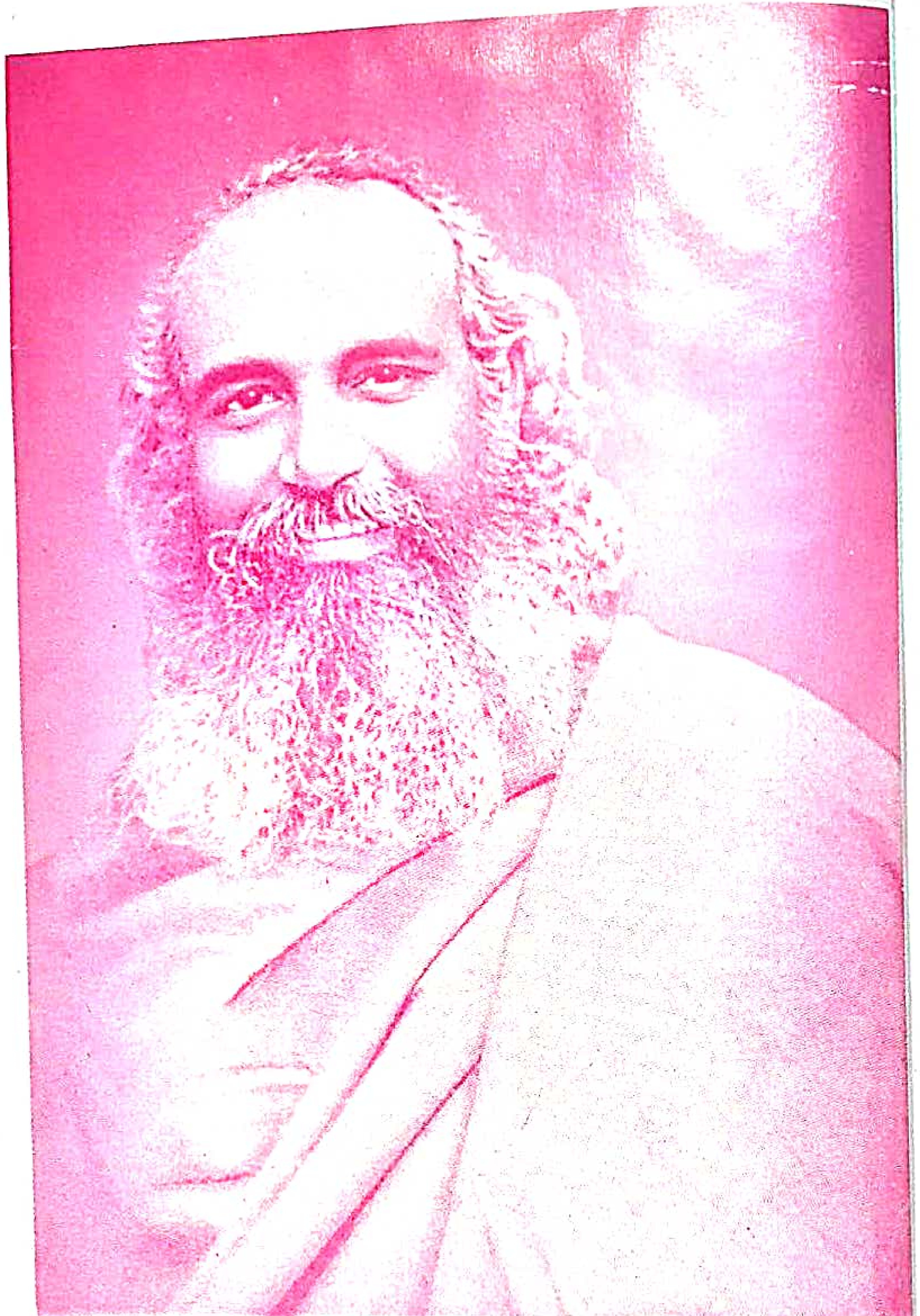
"মূর্চ্ছনা"র গানগুলি অধিকাংশই বাংলা ১৩৬৭ সাল হইতে ১৩৭৪ সালের মধ্যে রচিত। "প্রতিধ্বনি" মাসিক পত্রিকার ১৩৬৭ সালের শ্রাবণ সংখ্যা হইতে ১৩৭৪ এর পৌষ সংখ্যায় এগুলির দুই একটী ছাড়া সবই প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণ ১৩৭৭ সালে প্রকাশিত হয়।

রেলষ্টেশানে লোকের ভিড়, কুলীর মাথায় মাল চাপিয়াছে, কুলি মাল লইয়া ছুটিতেছে, হঠাৎ কবির মাথায় গান চাপিল। পকেট খুঁজিয়া যে কাগজ পাইলেন, কবি তাহাতেই সঙ্গে সঙ্গে গানটী লিখিয়া ফেলিলেন। তারপরে ছুটিলেন কুলীর খোঁজে। কবি স্বরূপানন্দের অধিকাংশ গান এই ভাবেই রচিত। যাহা মনে আসিল, দ্রুতগতিতে তাহাই লিখিলেন, যাহা লিখিলেন তাহাই ছাপান হইল, সংশোধন বা পরিবর্ত্তনের দায়-দায়িত্ব নাই। দুই একটী বিরল ক্ষেত্র ছাড়া, ইহাই স্বভাবকবি শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের রচনার একটী আশ্চর্য্য বিশেষত্ব।

"প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশকালেই "মূর্চ্ছনা"র অনেক সঙ্গীত সুরময় হইয়া জনসমাজে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রতি বৎসর পৌষ মাসে অনুষ্ঠিত স্বরূপানন্দ-সঙ্গীত-সম্মেলনগুলি তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে পাইয়া আমরা আনন্দ বোধ করিতেছি।

মূর্চ্ছনা তৃতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় সংস্করণের হুবহু পুনর্মুদ্রণ। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস মূর্চ্ছনা তৃতীয় সংস্করণও প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের ন্যায় বিদ্বোৎসমাজে সমাদৃত হইবে। কিমধিকমিতি পৌষ, ১৪১৩

নিবেদক
সন্ন্যাসিনী সংহিতা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়



অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ওঁ

মূর্চ্ছনা

(১)

গানে গানে আজ ভরিয়া দিব এ
গগন-খানি,
অন্তর-মাঝে শুনিয়াছি প্রভু
তোমার বাণী॥

কেহ নাহি পর, কেহ নাহি দূর—
সবারে লইয়া প্রেমে ভরপূর
হব আমি রত তব নামগানে;
সকল প্রাণী
হবে মোর প্রিয়, নাহি ছোট, বড়,
মানী, অমানী॥

নিঃস্বেরে দিব বিশ্বাধিকার
দুর্ব্বলে দিব বল,
অঞ্চল ভরি' সম্বল দিব
যারা নিঃসম্বল,
ঘুচাব তমসা কাটি' তাহাদের
চোখের ছানি॥

(২)

গানের নেশা করল আমায়
আত্মহারা,
গান সে ত' নয়, দিব্য ভাবের
ঠিক্ ফোয়ারা॥
আপনি উচ্ছ্বসিয়া
ছোটে গান কল্লোলিয়া,
অফুরন উৎসারিত
পুণ্য ধারা,
জানি না এর পিছনে
কার ইশারা॥

আমারে কর্‌ল পাগল,
আমারে কর্‌ল অধীর,
আমারে কর্‌ল মাতাল
সুশীতল স্নিগ্ধ এ নীর,
ভাঙ্‌ল আমার সকল শিকল,
ভাঙ্‌ল কারা;
হিসাব-নিকাশ তুচ্ছ ক'রে
কর্‌ল আমায় মাতোয়ারা।
বিপুল এই বিশ্বমাঝে
তাই ত' আমি সৃষ্টিছাড়া॥

(৩)

তোমার সাধের বাঁশরীখানারে
ছোঁয়াও আমার মুখে,
দিয়া মন-প্রাণ গাহি' তব গান
মাতিব পরম সুখে॥
তুমি কল্যাণ, তুমি সুন্দর,
তুমি অনুপম, তুমি নির্ভর,
তুমি যে গোপনে বাসা বাঁধিয়াছ
আমার নিভৃত বুকে
তোমার আমার বিচ্ছেদ-কথা
কহে শুধু নিন্দুকে॥
শুনি দিবারাতে তোমার বাঁশীতে
তুমি গাহ মোর নাম,
মুরলী আমার হাতে তুলে ধর—
পুরাব মনস্কাম;
তোমারে বাঁধিতে কাঁদিতে কাঁদিতে
গেয়ে যাব অবিরাম—
গেয়ে যাব তব মহিমা-বিভব
মধুনাম অভিরাম,
আমারে টানিয়া লহ গো তোমার
মহাসঙ্গীত লোকে॥

তোমারি ত' গান আমার কণ্ঠে
উছলি' উঠিতে চায়,
আপত্তি কেন হায়!
দাও দাও বাঁশী, ব'স এসে হাসি'
একেবারে সম্মুখে।।

(৪)

ইমন্

গদ্যগন্ধি আমার পদ্য গান
ছোঁয় যেন প্রভু তোমার চরণ খান।।
কল্পনা-ছবি আঁকিতে জানি না হায়,
অন্তরে মোর দুঃখ নাহিক তায়;
আশ্রয় যদি পাই হে পদ-ছায়ায়,
তবেই জানিব নিজেরে ভাগ্যবান্।।

গদ্যে পদ্যে ছন্দে ভগ্নভাষে,
দিবারাতি তব স্মৃতি যদি হৃদে ভাসে,
সুখে দুখে নিশ্চিন্তে কিম্বা ত্রাসে
তোমার কথাটি যদি মোর হৃদে আসে,
ধন্য মানিব আমার ক্ষুদ্র প্রাণ।।

পুণ্য মানিব মানব-জন্ম মম
মহা-অরণ্যে ক্ষুদ্র গুল্ম-সম
একবার যদি জানাইতে পারি নমঃ
তোমার চরণে হে মোর মহামহান্।।

(৫)

বিশ্বের মহাসঙ্গীত-মাঝে
আমার কণ্ঠখানি
ডুবিয়া যাইবে, সে কথা ত' আমি জানি।
তবু মোর মন হরষে মগন,
গেয়ে যাব তব বাণী॥

ভাব-তরঙ্গে কত যে রঙ্গে
তোমার আবির্ভাব,
সানন্দে আমি করি বন্দনা,
নাহি জানি লাভালাভ;
তব মধুকথা কথাই ত' নহে,
তোমারি ত' হাতছানি
ভাবে ও ভাষায় রাগ-রাগিণীতে
করে কত কাণাকাণি॥

ডুবিয়া যাইতে চাই,
যেখানে তোমার একটুকু স্মৃতি,
এক কণা প্রেম পাই,
এর চেয়ে বড় সুখ আর কিছু
আমার জীবনে নাই;
কে শুনিল মোর কণ্ঠের গান,
কেবা অনাদরে করে অপমান;
পরের কথার ভাল ও মন্দ
কিছু নাহি আমি মানি॥

(৬)

(ঝাঁপতাল)

প্রভাত বিহগকুল কূজনে করে আকুল,
আমি তার ক্ষীণ অনুধ্বনি;
গগন জুড়িয়া গান কাড়িয়া লইল প্রাণ,
উথলিল গুপ্ত সুরধনী॥

লোহা ও পারদরাশি
হরষে উঠিল হাসি',
নাচিল উদ্দাম তালে মাটি ও পাথর,

বাসুকীর শতফণা
আরম্ভি' দুরন্তপণা
এক ক'রে দিল গিরি, দরি ও সাগর;
বজ্রময় ঝঞ্ঝামাখা সাঁঝে
দুর্গতি ও দুর্য্যোগের মাঝে
জাগিয়া উঠিল মহা-আনন্দের খনি।
আমি তার ক্ষীণ অনুধ্বনি॥

মৃত্যুমাখা আনন্দের গন্ধকের ধোঁয়া
কোথা হ'তে নিয়ে এল অমৃতের ছোঁয়া,
ধ্বংস-ত্রাসে আতঙ্কিত
সর্পিল-ভ্রুকুটি-ভীত
দুর্ব্বল জানিয়া গেল আপনা-আপনি
সহস্র দুঃখের মাঝে কে পরশমণি।
আমি তার ক্ষীণ অনুধ্বনি॥

(৭)

কথার বাঁধুনি গাঁথিয়া কবিতা
রচিতে চাহি না ভাই,—
কর্ম্ম আমার পরমানন্দ,
কর্ম্মই শুধু চাই॥

ভাব-গম্ভীর দিব্য চেতনা
কর্ম্মে আমার দেবে প্রণোদনা,—
অন্তর-জোড়া প্রেমের সাধনা
বিস্তৃত সব-ঠাঁই,—
বাহু-বেষ্টনে নিখিল ভুবনে
বক্ষেতে যেন পাই॥

মিষ্টি-মধুর কাব্য রচনা
কেবল কর্ম্ম দিয়া,
কর্ম্মের পর কর্ম্ম কেবল
সযত্নে সাজাইয়া
পুষ্পিত হবে মহাগৌরবে
আমার পূজার থালি,
ক্ষুদ্র-বৃহৎ কর্ম্মই হবে
আমার পূজার ডালি।
কর্ম্মের মাঝে ধর্ম্ম লভিয়া
সার্থক হ'য়ে যাই,—
এই মোর সাধ; তাই আনন্দে
কর্ম্মের গীতি গাই॥

(৮)

অনেক রাগিণী শিখিনি রে ভাই,
একটী রাগিণী গাই;
একের মাঝেই অনন্ত কোটি
বিশ্বেরে যেন পাই।
সমান আমার ভিতরে বাহিরে,
ব্যবধান কিছু নাই॥

উচ্চ ও নীচে বিভেদ টানিয়া
একটী প্রাণেও বেদনা হানিয়া
অখণ্ড মোর সঙ্গীতে যতি-
ভঙ্গ নাহি রে চাই॥

যত দেবদেবী ঋষি-মুনি-গণ
একটী হইয়া যাক্,
সকল শাস্ত্র সাগরে মিলিয়া
অখণ্ড হ'য়ে থাক্;
ভেদবুদ্ধির সম্প্রদায়ের
নাহি রে কোনো বালাই॥

বেণু, বীণা আর শানাই, রবাব
একত্র গায় গান,
বিশ্বজনের
জুড়াক্ তাতেই প্রাণ;
গোলাপ ও যূথী, মাধবী, মালতী
সব-সৌরভ-সমুদ্র মথি'
একত্র হ'য়ে অনন্ত রতি
পরমেশ্বরে পাই।
নাহিক বিরাম, পরম আরাম।
প্রেমেতে প্রাণ মজাই॥

বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ
সবার সত্য এক,—
অকপট প্রাণে হৃদয়-পরতে
স্বর্ণাক্ষরে লেখ্;
মানুষে মানুষে পরম মিলন,
প্রেমের অরুণে মহাজাগরণ,
ইহাই সত্য,—মানুষে মানুষে
ভেদ নাই, ভেদ নাই॥

(৯)

কবি ব'লে কেহ গাহিবে না মোর যশ
এতে মোর প্রাণে নাই এক কণা ব্যথা,
আত্ম-প্রসাদে লভেছি তৃপ্তি-রস,
কর্ম্মে আমার সারা জীবনের কথা।
ক্ষুদ্র-বৃহৎ কাজের মধ্য দিয়া
বিশ্ব-পরশ লভেছে আমার হিয়া,
দীন-দুঃখীরে বাহু-পাশে জড়াইয়া
বিস্তার মোর ঘটিয়াছে যথা তথা।
দূর পাহাড়ের ঘন-অরণ্য-মাঝে
বেণুবনে ঐ আমারি বংশী বাজে,
কঙ্করময় বন্য নদীর তটে
অভ্র-কণায় আমারি চিত্ররাজে,
স্থির আকাশের মেঘময় ছবিখানা
প্রতিবিম্বিত যার বুকে ষোল আনা
সে গোস্পদের সলিল-খণ্ড-মাঝে
আমারি শান্ত সুধীর মূর্ত্তি রাজে,
বিজলি-চমকে আমারি ত' চপলতা॥
দ্যুলোকে ভূলোকে পুলক-প্রকাশ মোর
ঘুচাইয়া দিতে সবার ঘুমের ঘোর,
সবারে লইয়া করিয়াছি যত কাজ
তারি মাঝে মোর সকল সার্থকতা॥

(১০)

নূতন দিনের গান
গাইব আমি, তুই কিরে ভাই
শুন্‌বি পেতে কান?

চিরন্তনের পুরাণ ভাষা
জাগ্‌বে হয়ে নূতন আশা,
নিত্য নূতন উদ্দীপনায়
জাগাব তোর প্রাণ।

চঞ্চলতার মিথ্যা মায়া
সম্বরি' অনিত্য কায়া
ছায়ায় ঘেরা মেঘের কোলে
দিবে দীপ্তি দান,
দীর্ঘদিনের বঞ্চিতেরা
অর্জ্জিবে উত্থান।।

(১১)

আমার কয়টী গান
তোদের শুনাব, এই আশাতেই
আকুল ছিল রে প্রাণ।।

তরুণ-মধুপ-মৃদু-গুঞ্জনে
প্রভাত-লগনে সান্ধ্য-গগনে
গুণ্ গুণ্ করি' অফুট-ভাষণে
তুলিতাম কত তান।।

বাহিরের কাজ ডাকিয়া লইল মোরে,
ঘর ছাড়ি' আমি ছুটিলাম কোন্ ভোরে;
কেহ না জানিল কোথায় গেলাম,
কোন্ তরুতলে নিশি যাপিলাম,—
কোন্ দেশ হ'তে কোন্ অভাবীরা
আমারে দিল রে টান।
গান ছাড়ি' কত সুকঠোর কাজে
নিজেরে করিনু দান।।

অর্দ্ধ শতক গেল পার হ'য়ে
গীতি-নির্ঝর ছিল যে শুকিয়ে,
সহসা একি রে জীবনের তীরে
বহিছে বারি উজান,
কত দেশ হ'তে বহি পলিমাটি
আবার ডাকিল বান।।

এবার আমার গানের সঙ্গে
আয় রে গাহিবি তোরা
ভাসিয়া হোলির প্রেম-তরঙ্গে
সকল ভুবন-জোড়া,
নিজেরে দানিয়া আনন্দ-রস
বিশ্বেরে প্রেমে কর্ রে অবশ,
আমার, তোমার, সবার সকল
ঘুচিয়ে দে ব্যবধান,—
একের মুক্তিটুকুর মাঝারে
সবার পরিত্রাণ॥

(১২)

কিশোর নয়ন-যুগ মোর
পূরব-গগন পানে চাহিয়া থাকিত রে
না হইতে নিশীথিনী ভোর॥

জাগিবে কি ভগবান্
পরম মূর্ত্তিমান্
অরুণ-কিরণ জিনি'
মহান্ জ্যোতির্ম্মান্'
দিকে দিকে নিজ হাতে
করিবে কি নির্ম্মাণ
পরমা প্রীতির স্নেহ-ডোর?
ছিন্ন ও ভাঙা-চূরা,
ক্ষিণ্ণ, ক্ষিপ্ত, গুঁড়া,
সবারে টানিয়া আনি'
বাঁধি' দিবে জোড়?

হিংসা ও ঈর্ষ্যার করি' অবসান
প্রাণহীন প্রস্তরে দিবে প্রাণদান?
ভুলায়ে স্বার্থ-রতি
সবারে করিবে ব্রতী
ঘুচাইতে দুঃখীর নয়নের লোর?
চিরকাল ধ'রে যারা
অসহায় পথ হারা,
দিন নাই, রাত নাই,
কাঁদিছে অঝোর?

(১৩)

ত্রাসের ভিতরে কেটেছে আমার
অর্দ্ধ শতক কাল,
ত্রাসের ভিতরে কেটেছে দিবস-রাত;
সন্ত্রাসহীন স্বচ্ছ মধুর
আজিকে নবপ্রভাত॥
তুমি যে হিংস্র; তুমি যে দয়াল,
তুমি যে রুক্ষ, তুমি যে রসাল,
তোমার রুদ্র মূরতির মাঝে
দেখিনু অকস্মাৎ।
তোমার ইচ্ছা করিব পূর্ণ
করিয়া জীবন-পাত॥

ধূম্রজালের মাঝখানে ঐ
আগুনের কুণ্ডলী,
চারিদিকে শুধু ছড়াইয়া আছে
মরা মানুষের খুলি;
কত দুঃখীর দীর্ঘশ্বাস,
কত জীবনের ভাগ্য-বিনাশ,
বিলাপ করিয়া গাইয়া যাইছে,
ঝড়ো বাতাসের ধূলি;
তার মাঝে আমি দেখিয়াছি তব
চির-কল্যাণ হাত॥

(১৪)

কে শুনালে গান, ওগো
কে শুনালে গান?
সবলে কাড়িয়া নিলে প্রাণ,
জীবন-নদের বারি ভাটায় বহিতেছিল,
সহসা সে বহিল উজান॥

অন্ধ-তমসা-ভরা হতাশা রাশি,
কোথায় চলিয়া গেল জোয়ারে ভাসি',
পূর্ণিমা-জ্যোছনায় সারা প্রাণ ভ'রে যায়,
ব্যথিত হৃদয়ে জাগে সুখের হাসি,
কে দিলে এ রূপায়ণ জুড়ি' সারা দেহ-মন
কে আমারে বারে বারে করিছ আভান?

বাহিরে থাকিয়া ডাক, না কি ভিতরে
লুকাইয়া আছ তুমি প্রাণের পুরে?
ভিতরে বসিয়া গাও, তাহারি সুরে
ঝঙ্কৃত কত শত তান?
যতই পশিছে কাণে, মন মোর নাহি মানে,
সুমুখে কেবলি ছুটি, সদা-আগুয়ান,—
নিজেরে করিব তব পায়ে বলিদান॥

(১৫)

কোন্ মহাকবি
গেয়ে গেছে সেই গান,
যে গানে জাগিল
প্রাচীন ঋষির প্রাণ?
যে গানে লভিল সুপ্ত চিত্ত
চির-জাগরণ, সিদ্ধি নিত্য,
অতীত যে গানে বর্ত্তমানের
লভিল নবোত্থান,
যে গানে একটী বীজের মাঝারে
বিশ্বের উদ্যান।।

অজানা অচেনা
সেই মহাকবি আজ
আমার কণ্ঠে
কর হে, কর বিরাজ,
আমার কণ্ঠে
হও হে রাজাধিরাজ,
আমার কণ্ঠে
পর হে নূতন সাজ,
আমার গানের সুরের সঙ্গে
জানাও হে আহ্বান,
জানাও—"কে আছ পিছনে পড়িয়া,
আগুয়ান্! আগুয়ান্।।"

(১৬)

অন্ধকারের পরপার হ'তে
দেখেছি তোমার হাসি,
লক্ষ যোজন দূর থেকে আমি
শুনেছি তোমার বাঁশি।।
তাতে ত' আমার পুরে নাই মনসাধ;
দেখিয়াছি আমি, জানিয়াছি আমি,—
রহিবে শুধু প্রবাদ।
তোমার মোহন মূরতিটুকুরে
ফুটাও সবার মনের মুকুরে,
সবাই তোমারে লইয়া মাতুক,—
আমি এরই প্রত্যাশী।
হও গো সবার প্রাণের বন্ধু
অন্ধ তমসা নাশি'॥

দিগ্‌দিগন্তে তোমার প্রেমের
পুণ্য মহিমা গান
যুগযুগান্তে জুড়াক সবার প্রাণ,
দূরদূরান্তে ফুটুক কুসুম
সুরভি ও অম্লান।
মধুপ-পুঞ্জ তুলিয়া গুঞ্জ
মিলুক সকলে আসি'
সবাই লুটুক অমৃত-ভাণ্ড
অক্ষয় অবিনাশী॥

(১৭)

অন্ধকারের পরপার হ'তে
আমি যে দেখেছি তারে,
যারে দেখিবারে এই ধরণীতে
আসিয়াছি বারে বারে॥
দেখার আগেই দেখা হয়েছিল,
সে কথাটী মোর মনে নাহি ছিল,
তাই মিছামিছি ঘুরে মরিয়াছি
তমসা নদীর পারে,
সহসা স্মৃতি জাগিয়া উঠিল
গায়ত্রী-ঝঙ্কারে॥
ওঙ্কার আর গায়ত্রী গানে
মাতিয়া উঠিল প্রাণ,
সকলের তরে এ জীবন দানে
শুনিলাম আহ্বান,
মুক্তির মেঘ-গর্জ্জন গাহি
চলি দুর্গম পথ মোর বাহি,
রুদ্ধ দুয়ার করিব মুক্ত,
সংসার-কারাগারে
হাতে পায়ে পরি' লৌহ-নিগড়
পড়িয়া থাকিবি না রে॥

(১৮)

অন্ধকারের পরপার হ'তে
আলোক উঠিল ভাসি;
দেখিলাম হরি তোমারি মুখের
নির্ম্মল মধু-হাসি॥
মরুভূমি-সম ঊষর হৃদয়ে
প্রেমের প্লাবন গেল যেন ব'য়ে,
শ্যামল সুষমা বুকে ধরে লয়ে
পুষ্পিল তরু-রাশি,
শত-শতাব্দী সঞ্চিত যত
রুক্ষ হতাশা নাশি'॥
কুজ্ঝটিকার আড়াল হইতে
বিশ্বাস দিল দেখা,
কৃষ্ণ-কঠোর প্রস্তর মাঝে
যেন সুবর্ণ-রেখা,
পুলকে পূর্ণ হইল এ প্রাণ,
ধ্বনিয়া উঠিল তব গুণ-গান,
আমার কণ্ঠ হইল সহসা
তোমারি হাতের বাঁশী,
এক মহানাম বাজিতে লাগিল
সকল ধ্বনিরে গ্রাসি॥

(১৯)

প্রণব-কুসুম আজি ফুটিল বনে,
সবাই জাগিল অলি-গুঞ্জরণে॥
ছিল রাত কি নিঝুম
ভাঙ্গিল সবার ঘুম
ঊষার অরুণ-ভাতি-উচ্ছলনে॥
দিকে দিকে শোনে নাম
প্রাণ-মন-অভিরাম
তুচ্ছ করিল বাধা-বিঘ্ন-গণে,
ধন্য মানিল এই নর-জীবনে।।

(২০)

প্রণব-কুসুম আজি উঠিল ফুটি'
গুঞ্জরে অলিকুল সকলে জুটি।
একটী ফুলের মাঝে
বিশ্বের ফুল রাজে,
হরষে সবাই সেথা পড়িছে লুটি॥
মাখিয়া পরাগ-রাশি সারাটি গায়ে
বিশ্রাম করে সেই ফুলেরি ছায়ে,
এক মহামন্ত্রে হৃদয়ের যন্ত্রে
বাজিয়া উঠিল গান লক্ষ কোটি॥

(২১)

ফুটিল গহন বনে প্রণবের ফুল
বর্ণে গন্ধে তার নাহি সমতুল॥
বিচিত্র তার শোভা,
দেখিতে কি মনোলোভা!
অনন্ত ভ্রান্তের ভাঙ্গিল রে ভুল॥
শত কোটি মন্ত্রের বিভেদের দ্বন্দ্ব,
ঘুচাইয়া দিল মহা-গায়ত্রী ছন্দ,
শাখা-পল্লব সহ পেয়েছি রে মূল॥

(২২)

আমার সাধের বীণাখানি আজি
ওঙ্কার-গীতি গায়;
কে শুনিবি গান,
আমার নিকটে আয়॥
যার যত আছে কোটি জনমের পাপ,
যার যত আছে ত্রিতাপের সন্তাপ,
একটী নিমেষে হয়ে যাবে সব মাফ,
পাবনী গঙ্গা ঐ যে রে বয়ে যায়
কল্পতরুর কলুষ-হরণ
ছায়াময়ী জ্যোছনায়॥

ভুলিয়া যাইবি অশেষ দুঃখরাশি,
বিষণ্ণ মুখে ফুটিবে বিমল হাসি,
মহাওঙ্কার দিলে ঝঙ্কার
মৃতেরাও প্রাণ পায়॥

(২৩)

শ্রান্ত ক্লান্ত বিপথ-ভ্রান্ত
পান্থগণে
দেখাইব পথ প্রণব-মন্ত্র
গুঞ্জরণে॥

ঘন-তমিস্রা কণ্টক ভরা অরণ্যানী
ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল যার জীবন-খানি,
তারে বিলাইব নূতন ধর্ম্ম,
হাতে তুলি' দিব নূতন কর্ম্ম,
নাচাব, হাসাব সঞ্জীবনীর
সঞ্চারণে॥

ভয় নাই, ওরে ভয় নাই, শোন্
অভয়-বাণী,
দূর ক'রে দে রে শত জনমের
যতেক গ্লানি,
জপি' ওঙ্কার মধু-ঝঙ্কার
গাণ্ডীবে তোর দে রে টঙ্কার,
মিথ্যার মায়া উড়াইয়া দিয়া
ফুল্ল মনে
একের মাঝারে মিলাইতে হবে
বিশ্বজনে॥

(২৪)

শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিল
তব অখণ্ডনাম,
তুমি যে দয়াল অনন্ত-গুণ-ধাম॥
দিকে দিকে দিলে ভরসার রাশি,
সকলের মুখে ফুটাইলে হাসি,
পতিত অধম রহিল না কেহ,—
পূরিল মনস্কাম;
তোমারে পাইয়া সবাই ধন্য,
প্রাণ-মন-অভিরাম!

নিরবধি কাল বাসনার জাল
বদ্ধ করিল যারে,
দিয়া হাতছানি মুক্তির বাণী
শুনাইলে তুমি তারে;
রহিল না কেহ পর,—
সবাই সবার পরমাত্মীয়,
সব দেশ তার ঘর;
মুখরিত হ'ল হরিনাম-গানে
পল্লী-নগর-গ্রাম॥

বাহিরে তোমারে অপরূপ দেখি,
ভিতরে তুমি যে এক;
শত বিচিত্র বিকাশের মাঝে
তুমি ত নহ অনেক।
হৃদয়ের প্রতি নিক্কণে শুনি
একটী মধুর নাম,
আপনা আপনি গুঞ্জরি' ওঠে,
নাহি জানে বিশ্রাম॥

প্রণব-মন্ত্রে হৃদয়-যন্ত্রে
নব-উচ্ছ্বাস জাগে,
মরমে মরমে নববসন্তে
মলয়-মারুত লাগে;
প্রতি রোমকূপে তুমি কর গান
শীতলি' তপ্ত দেহ-মন-প্রাণ,
নিঃশ্বাসে আর প্রশ্বাসে কল-
কল্লোল অবিরাম॥

(২৫)

বহুজন থাকে বহুরে লইয়া মাতি।
হে এক! তুমি যে
আমার নিত্য-সাথী॥
বহু দেবতায় বহু প্রতিমায়
রুচি যে নাই,
একের মাঝারে কোটি বিশ্বের
মিলন চাই;
এক মোর পথ, এক মোর রথ,
এক মতি, এক গতি,—
এক মোর লাগি' নিখিল ভুবনে
রাখিয়াছে কোল পাতি'॥

একের মাঝারে ডুবিয়া যাইতে চাই,
এক নিয়া আমি চির-দিবা-যামী
সুখে কাটাই,
একের মহিমা, একের গরিমা,
একের অণিমা, একের লঘিমা,
অসীম একের কোটি কোটি সীমা,
একেই পাই,
বিচিত্র এই সৃষ্টির মাঝে
এক নাম এক জাতি॥

(২৬)

যেদিন তোমারে
একের মাঝারে পেনু,
সেদিন তোমার নানা মূরতির
বহুতা ভুলিয়া গেনু॥
এক নিয়া মোর সুরু হ'ল পথ,
একেই ডুবিল যত মনোরথ,
কাণ পাতি আমি শুনিলাম শুধু
একেরি মোহন বেণু॥

প্রতি ইন্দ্রিয়ে সহস্র রস
করিনু আস্বাদন,
একটী নামেই হাজার পরশ।
হাজার উন্মাদন,
পাথর-কাঁকর হ'য়ে গেল ফুল
সৌরভে আর বর্ণে অতুল,
ধূলি মুঠি ধরি—তাই হ'য়ে গেল
নিখাদ স্বর্ণ-রেণু॥

(২৭)

ধন্য আমি, হে পুণ্যনাম,
পেলাম দরশন।
সংশয় সন্দেহ আদির
ঘটল নিরসন॥
একের মাঝে নিখিল তত্ত্ব
অতীত ভবিষ্যতের সত্য,
এক নিমেষে মধুর হেসে
হ'ল উদ্‌ঘাটন,
ভাবতে গেলে অবাক্ লাগে,
অঘট্য-ঘটন॥

সকাল সন্ধ্যা, দুপুর, নিশীথ,
গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ কি শীত,
সকল সময় একটী নামের
পীযূষ-আস্বাদন,
আমার সাথে লক্ষ পরাণ
আনন্দে মগন॥

(২৮)

একেরে কেন করিলি হেলা,
দশেতে দিয়া মন,
জীবন কি শিশুর খেলা?
অযতনের ধন?

ভুলিয়া যা রে হাজার জনে,
একেরে ধর প্রাণে ও মনে;
যাঁহারে নিয়া সফল হবি,
তাঁহারি শ্রীচরণ
হাজার বাতি জ্বালি' আরতি
করিয়া নে বরণ॥

যা-কিছু আছে একেরে দিয়া
জমা রে নেশা একেরে নিয়া,
একের লাগি' নিশীথ জাগি'
কর প্রেম-সাধন,
একের মাঝে করিয়া দে রে
নিজেরে নিমগন॥

(২৯)

একেরে বাসিলে ভাল,
বিশ্বের সবারে
পাবি রে পাবি রে তুই
বক্ষের মাঝারে॥
একেরে করিয়া অবহেলা
রাতি বৃথা যায়, যায়
অবেলার বেলা,
রহিল না মনোরম,
সন্ধ্যা ও ঊষাগম,
পড়িলি মরুভূ সম
জলহীন পাথারে॥

বহুরে ভুলিয়া তুই
একের চরণে আয়,
কেন রে সুদুর্ল্লভ
জনম বহিয়া যায়?
আজে-বাজে নানা কাজে
তোরে কি কখনো সাজে
নিয়ত নিরত রহি
রচিতে কারাগারে?

(৩০)

বহুবার গাহিয়াছি যে মধুর গান,
সেই গান গাহিবারে চাহে মোর প্রাণ॥
কত দেশ, কত জাতি,
কত যে ধর্ম্ম-পথ,
কত আদর্শ-বাদ,
কত যে ভিন্ন মত,
সকলের মাঝখানে
আছে এক চির-সৎ,
আছে এক পুরুষ-প্রধান;
তাঁহারে জীবন আমি
করিব যে দান॥

নদ-নদী চলে সব সাগরে;
কার আছে কত জল,
কে নীরব, কে উছল,
হিসাব-নিকাশ তার কে করে?
সাগরে যে ভালবাসে
সে-ই মহাপ্রাণ॥

দ্বন্দ্ব-কলহ সব ছাড়িয়া,
সবারে লইব কোলে
জিনিয়া মধুর বোলে,
ছুটে যাব কাছে
আশু বাড়িয়া;
সবারে শুনাব মোর
প্রেম-আহ্বান॥

(৩১)

যুগে যুগে যাঁরা পরের জন্য
নিজেরে করিল লয়,
ভুলো না তাঁদের মহা-সুধন্য
চরণ-চিহ্ন-চয়॥

ভুলো না তাঁদের পরম শ্লাঘ্য
আত্মসুখের সুবৈরাগ্য,
ভুলো না তাঁদের মমতা-মাখান
প্রীতিতে ভরা হৃদয়॥

চাহিল না যাঁরা মান-সম্মান,
করিল আত্মলোপ,
ব্রত যাঁহাদের শুধু প্রাণদান,
রাখিল না যশোলোভ;
ভুলে গেল কিনা পৃথিবীর লোক
তার তরে নাহি এক তিল শোক,
নাহি অন্তরে এক কণা ক্ষোভ,—
শমনে করিল জয়,
হাসিতে হাসিতে মৃত্যু বরিতে
হ'ল যাঁরা নির্ভয়॥
উচ্চকণ্ঠে নিজেদের নামে
চাহে নাই জয়-রব,
আত্মদানের আনন্দে তাঁরা
লভিয়াছে বৈভব,
অক্লেশে করি' এ জীবন দান
নিঃসংশয়ে করিল প্রমাণ
এ ধরণীখানা পরম পুণ্য,
নহে রে শূন্যময়॥

(৩২)

আগে যারা গেছে চলে,
আমার কুড়ান কুসুমের মালা
দিলাম তাদের গলে॥

আমার বকুল রজনীগন্ধা
হয়ত গন্ধে দীন,
তথাপি আমার ক্ষুদ্র হৃদয়
নহে কভু প্রেমহীন;
কুঞ্জে কোকিল হয়ত গাহে না গান,
তথাপি নীরবে গুঞ্জরে মোর প্রাণ;—
সকল অভাব করিব পূরণ
দু'-ফোঁটা চ'খের জলে॥

মহাকবি ব'লে যশো লভিবার
কামনা নাই,
কেবল যদি গো নিজের মাঝারে
সবারে পাই।
এক কণা ভালবাসা
পুরাইবে মোর আশা,
গোষ্পদে আমি গড়িব সাগর
অশান্ত কুতূহলে॥

(৩৩)

ধন্য তাঁহারা পুণ্য-জীবন
অগণিত কোটি জীবগণে
করিল যাঁহারা হরষে মগন
বাঁধি' হৃদে প্রেম-বন্ধনে॥

ভুলাইল দুখ, ভুলাইল ব্যথা
শুনাল দিব্য-জীবন-বারতা,
শিখাইল দিতে প্রাণ-বলিদান
ধরায় সৃজিতে নন্দনে
আপন-বক্ষ-শোণিত-ধারায়
সিক্ত করিয়া দেহ-মনে॥

তুচ্ছেরে যাঁরা করিল মহান্,
নগণ্যে দিল মহাসম্মান,
অজ্ঞানে দিল সুমহৎ জ্ঞান,
থামাইল চির-ক্রন্দনে,
পূর্ণ করিল নিঃস্ব জীবন
অমৃতের নিঃস্যন্দনে॥

(৩৪)

সত্য, ধর্ম্ম, ন্যায়ের লাগিয়া
করিল জীবন দান,
ধন্য তাঁহারা এজগতে মহাপ্রাণ।
তাঁদের পুণ্য নামে জয় দাও,
গাও বন্দনা-গান॥
নিজের স্বার্থ তুচ্ছ করিয়া
আদর্শ দিল বিশ্ব ভরিয়া,
ব্যথিত চিতের দুঃখ হরিয়া
ঘুচাইল অপমান;
মুছাল সবার আঁখির অশ্রু
যাঁহাদের অবদান॥
নিঃস্বেরে দিল বিশ্বাস আর
ভক্তি হৃদয়-ভরা,
শক্তি সাহস দিল দুর্ব্বার,
শিখাইল ভাঙাগড়া,
জীবে জীবে দিল ব্রহ্মানুভূতি,
দিল প্রাণে প্রাণে অপরূপা প্রীতি,
মনুষ্য-দেহ ধরিয়া বাড়াল
মানুষের সম্মান,
কুহরিত কর তাঁদের বাণীতে
বিশ্ববাসীর কাণ॥

(৩৫)

যে পথে চলিয়া তারা হইল অমর,
ওরে মন, সেই পথ ধর॥

কথার কুহেলী নহে,—প্রেমের প্রসার
সবার খুলিয়া দিল হৃদয়-দুয়ার,
রহিল না ত্রিভুবনে কেহ কারো পর॥

সবারে ডাকিয়া আন্ প্রাণের পাশে,
সেই ত' আপন জন, যে ভালবাসে।
নিজেরে ভুলিয়া গিয়া
হৃদয়ে হৃদয় দিয়া
জগতের সকলেরে আপনার কর,
ওরে মন, সেই পথ ধর॥

(৩৬)

সাধক, ভক্ত, ভাবুক সবাই
লও হে নমস্কার!
তোমরাই এই ধরার অলঙ্কার॥

তমসা হইতে আলোকের পথে
ছুটিয়া চলেছ অনুভূতি রথে,
নিবারিতে কেহ নারে কোন মতে,
চলিয়াছ অনিবার;
তোমরাই কর সত্য আবিষ্কার॥
অন্ধ মানব নিজেরে লইয়া
বিব্রত হ'য়ে থাকে লুকাইয়া,
জানে না সে একা নহে ধরণীতে
আছে তার অধিকার
নহে সে অনাথ সহায়বিহীন
মাংসপিণ্ড-সার,
তোমরা তাহারে হাতে তুলে ধরি'
সস্নেহে লও বক্ষে আবরি'
তার ভিতরের মহাশিবত্বে
করিয়া অঙ্গীকার,
জাগাতে তাহারে তন্দ্রা হইতে
প্রয়াসো বারংবার॥
ধন্য তোমরা পরের লাগিয়া
সারাদিন আর নিশীথ জাগিয়া
নিজেদের শুধু দিতেছ আহুতি
সাধিতে শুভ সবার,—
নিজের স্বার্থে ত্রিভুবন-মাঝে
কিছু নাহি চাহ আর॥

(৩৭)

বরষ চলিয়া গেল বুঝি রে!
যে আজি নিল বিদায়,
আমি তারি মাঝে হায়
আমার পরাণটীরে খুঁজি রে॥

গেল যে, আসিবে না কি ফিরিয়া?
নাচিবে না তালে তালে
অনন্ত ভাবী কালে
আমার চারিটী পাশ ঘিরিয়া?
চরণে নূপুর পরি'
চিরচারু রূপ ধরি'
কেশপাশে শিখিপাখা গুঁজি রে।

গেল সে, বেদনা নাই,
যদি তারে ফিরে পাই
নববরষের মাঝে অচিরে,
অতীত ও অনাগত
একই করতলগত
এই সান্ত্বনা হবে পূঁজি রে!!

(৩৮)

নব বরষের নব প্রভাতে
কি তুই শুনাবি গান, কার বা কাড়িবি প্রাণ
জগৎ-জনার মহাসভাতে?

স্বার্থের চিরদাস যাহারা,
কি গান গাহিবে বল্ তাহারা,—
ভাষার বাহার মুখে, জ্বলন্ত চিতা বুকে,
প্রাণ যেন নিদাঘের সাহারা;
সকলের সুখ-তরে তোর কি নয়ন ঝরে,
কাঁদিস্ কি সকলের ব্যথাতে?

নিজেরে ভুলিয়া গিয়া
কাঁদে কি রে তোর হিয়া,
পরকে আপন কি রে করিলি?
হতাশ-মলিন যারা
বুকে ঠাঁই পেল তারা,
সকল বেদনা-রাশি হরিলি?
কেবলি ভাবিলি তুই তাদেরি দুখের কথা
সারাটি দিবস, সারা নিশাতে?

(৩৯)

নূতন প্রভাতে জগৎ-সভাতে
শুনাব নূতন গীতি,
ভুলি' ভেদাভেদ ভুলি' বিচ্ছেদ
সবারে বিলাব প্রীতি॥
ভুলিয়া যাইব কারা ছিল বড়,
কারা ছোট, অজ্ঞাত,
কারা ছিল দীন, হীন, নগণ্য,
কাহারা বা ছিল স্বনামধন্য,
কীর্ত্তিদীপ্ত কারা ছিল আর
কারা ছিল অখ্যাত,
অদিতির ছিল কারা নন্দন,
কার মাতা ছিল দিতি,—
মানুষ নামেই মানুষের হবে
যথার্থ পরিচিতি॥

বিনতা-পুত্র কদ্রু-তনয়
পর আমাদের কেহই ত' নয়,
সবারে লইয়া সকলের তরে
করিব আত্মদান,
জনমে জনমে মরিয়া মরিয়া
লভিব অমর প্রাণ;

যতটুকু আছে যার উপচার
সবটুকু আনি' দিব উপহার,
ভাবিব না কোথা রহিল অমরা
কোথায় রহিল ক্ষিতি,
নির্ভয়ে প্রাণ দিয়া বলিদান
ঘুচাব ভবের ভীতি॥

(৪০)

নব বৈশাখে আয় লাখে লাখে
প্রিয় সন্তান-দল,
ঘনান্ধকার ধরণীরে মোরা
করিব জ্ঞানোজ্জ্বল॥
যত কিছু আছে সম্পদ সব
নিঃশেষে করি' দান
যত নিস্তেজ নির্জীব দেহে
জাগাব নবীন প্রাণ;
অবিশ্বাসীরে দিব বিশ্বাস,
হতাশ হৃদয়ে জাগাইব আশ,
বোধহীন যত কঠিন পাথরে
করিব প্রাণোচ্ছল॥

ভাঙি' অর্গল, ভাঙি' শৃঙ্খল,
ভাঙিয়া যত পাষাণ
কারাগার হ'তে মানবাত্মারে
করিব মুক্তিদান;
বহাব প্রেমের মলয়-পবন,
শুদ্ধ করিব দেহ-প্রাণ-মন,
হাতে হাতে দিব দিব্য কর্ম্ম
পুণ্য-সুনির্ম্মল॥
অলস, অবশ, উদাসীন হ'য়ে
রহিতে দিব না আর,
সবারে আজিকে লাগিতে হইবে
ঘুচাতে ধরার ভার,
সকলের সাথে সবার মিলন
জীবনের হোক্ মহানুশীলন,
বিশ্বের মাঝে বিশ্বনাথেরে
পূজিব রে অবিরল॥
সকলের তরে সকলে মিলিয়া
করিব আত্মদান,
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের মাঝে
রাখিব না ব্যবধান;
অত্যাচারীর উদ্যত অসি
পড়ে যদি আসি' গ্রীবাদেশে খসি',
তথাপি আমরা জীবন-ধর্ম্মে
রহিব অচঞ্চল॥

(৪১)

নববরষের প্রথম উষায়
চাহি নব-জাগরণ
তোমার চরণে নিজেরে করিতে
নিঃশেষে অর্পণ॥
ঘুমন্ত যারা, সুপ্ত-পরাণ
কেমনে করিবে নিজেরে প্রদান?
কেমনে ধরিবে তোমার পতাকা,
কেমনে করিবে রণ?
কেমনে লভিবে মহাদুর্ম্মদ
দিব্য উন্মাদন?
তাই ত' তোমার চরণে সবার
চাহিতেছি জাগরণ!
দিকে দিকে আজ খুলে দাও প্রভো
আলোকের ঋজু রেখা,
একটি প্রাণীও ঘুমঘোরে যেন
না পড়িয়া থাকে একা;
সবাই জাগুক, সবাই উঠুক,
পরমানন্দ সবাই লুটুক,
পরমোল্লাসে রচিয়া তুলুক
আনন্দ-নিকেতন;
একত্র হোক্, সংহত হোক্
বিশ্বের যত মন॥

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

সবারে লইয়া সবার তৃপ্তি,
সবার নয়নে স্নেহের দীপ্তি,
সকলের সাথে সকলের হোক্
পুণ্য মহামিলন,—
অপ্রীতি আর হিংসা করুক
চিরতরে পলায়ন॥

বিশ্ব যখন নিঃস্ব হইল
ভেদ-বিচ্ছেদ নিয়া
তোমার রাগিণী ভরুক সবার
চিত্ত ঐক্য দিয়া;
মিথ্যার সাথে করিয়া মিতালি
বঞ্চনা যারা লভিয়াছে খালি,
সারাটি বরষ করেছে নীরস
দুঃখ উপার্জ্জন,
তাহাদের তুমি হও প্রভো আজ
পরমানন্দ-ধন॥

কোটি কোটি যুগ যাক্ বিতাইয়া
যেন আজিকার দিন
অক্ষয় হয়ে রয়ে যায়, কভু
নাহি যেন হয় ক্ষীণ
অনন্ত ঐ ভবিষ্যতের
সবি যেন হয় আজিকার জের,—
বিন্দু হইল সিন্ধু, চাহি যে
তাহারি উদাহরণ।
জীবনে মরণে ঘুচুক দ্বন্দ্ব,
ঝঙ্কারি উঠি' অমৃত ছন্দ
সবারে শিখাক কেমনে করিবে
আত্মদানের পণ॥

(৪২)

নব জীবনের নব রসায়ন
করিয়া পান
নব উল্লাসে গাও জীবনের
বিজয়-গান॥

মৃত্যুর সাথে লড়াই করিয়া
জিতিব ভাই,
জয়লাভ ছাড়া বাঁচিবার কোনো
পন্থা নাই;
আজি তারি তরে দিব অকাতরে
আত্মদান॥

পিছনে পড়িয়া রহিল যাহারা
চিরটি দিন,
পদ-বিদলিত লাঞ্ছিত যারা
দীনাতিদীন,
তাদের জাগাব, লাগাব কর্ম্মে,
সাহস জাগাব মর্ম্মে মর্ম্মে,
চির-দুর্ব্বলে করিব আজিকে
শক্তিমান,
পৌরুষ—মহাবীর্য্য হইবে
মূর্ত্তিমান॥

অতীতের শত গ্লানি অবসাদ
অসম্মান
তুচ্ছ করিয়া চরণ-তলায়
ধুলি-সমান
রথ-ঘর্ঘরে কাঁপায়ে মেদিনী
চল রে পথ,
সম্মুখে রাখি লক্ষ্য মহৎ
নিত্য সৎ,—
রুক্ষ পাথরে জাগাইতে হবে
নবীন প্রাণ,
দিব্য জীবনে লভিবে মানব
নবোত্থান॥

(৪৩)

জন্মদিনের গাইব রে গান,
গাইব গান,
জাগ্‌বে যাতে লক্ষ যুগের
সুপ্ত প্রাণ॥

অন্ধগণের নেত্র-যুগল
সদ্য হবে দীপ্তি-উজল,
শুন্‌বে বধির সত্য যুগের
ঐক্য-তান,
জান্‌বে সবাই বাঁচার মানে
আত্মদান॥

একের মাঝে সবাই আছে,
সবাই সবার আসবে কাছে,
সবার তরে কাঁদ্‌বে সবার
ব্যাকুল প্রাণ,
প্রেমেই হবে বিশ্বমনের
পরিত্রাণ॥

প্রেমের বলে মুমূর্ষুদের
ঘুচবে ভয়,
প্রেমের বলে বিচ্ছেদেরে
করব জয়,
প্রেমেই হবে দুর্ব্বলেরো
সমুত্থান,
দগ্ধ হবে বিশ্বজোড়া
অকল্যাণ॥

(৪৪)

কে জাগেরে আজ শীতের রাত্রি
অসহ দুঃখ-বেদনা সহি',
সে যে রে আমার জনম-দাত্রী
যাঁর পদধূলে পুণ্য মহী॥
মুখখানি তাঁর মমতা-মাখা,
নয়ন তাঁহার আবেশে ঢাকা,
নামিবে ধরায় তনয় তাঁহার
কোটি বিশ্বের কুশল বহি',—
আসিয়াছে কিনা দেখিতে বাসনা,
রহিয়া রহিয়া দেখিছে চাহি'॥

মহিমান্বিতা তোমার মতন
নিখিল ভুবনে কেহ ত' নাই,
অভিলাষ মোর দিয়া প্রাণ-মন
তোমার পুণ্যকীর্ত্তি গাই;
তুমি অতুলন, তুমি অনুপম,
তুমি অপূর্ব্ব, তুমি মনোরম,
জননী আমার স্নেহের আকর,—
কেমনে তোমার মহিমা কহি?

(৪৫)

শীতের প্রভাতে কুয়াশা ভেদিয়া
মায়ের রক্তে করিয়া স্নান
এই ধরণীর বক্ষে নামিনু
নিয়া এই দেহ, একটু প্রাণ॥
সাতটি দিবস জড়ের মতন
পড়িয়া রহিল ক্ষুদ্র দেহ,
বাঁচিয়া রহিবে, কে জানে তখন?
বিশ্বাস নাহি করিল কেহ,
তথাপি নয়ন তুলিয়া চাহিল,
বাঁচিল, হাসিল, গাহিল গান
নবজীবনের আনন্দ নিয়া
কত উল্লাস, হরষ-বান!
জননি, তোমার করাঙ্গুলির
কোমল পরশে জীবন-বীণ্
ভৈরব রাগে দম্ভোলি নাদে
বাজিয়া উঠিল, যা ছিল ক্ষীণ।
কেবলি ত' তুমি দাও নি প্রাণ!
তার চেয়ে আছে আরো মহান্॥
দিয়াছ আমারে ভীষ্মের পণ
বিশ্বকুশল করিতে দান॥

হেলায় খেলায় জীবন আমার
কিছুতেই মাগো কাটাব না,
জীবনের মহাব্রতের সাধনে
রহিব না কভু আনমনা,
রাখিও তোমার স্নেহের দৃষ্টি,
নূতন জগৎ করিব সৃষ্টি,
ধ্বংসের কল-কোলাহল-মাঝে
নব-চেতনার ধরিব তান,
ভৃঙ্গার ভরি' অমৃতের বারি
বিলাইব,—মোর ব্রত মহান্॥
সে দিন তোমার টাট্‌কা শোণিতে
জন্ম লভিতে করিনু স্নান,
আজিকে আমার রক্তের স্রোতে
লভুক বিশ্ব নবীন প্রাণ॥

(৪৬)

সূতিকা-আগারে বসি' জননী আমার
কি যে মন্ত্র শুনালেন কাণে,
পরাণ ভরিয়া গেল গানে।।
হৃদয় নাচিয়া উঠি'
অধীর আবেগে ছুটি'
চলিল রে আত্মদানে॥

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

কেবল আমারি লাগি'
নহে এ জীবন,
জগতের সকলেই
আমার আপন,
সবারে হৃদয়ে বাঁধি'
সকলের তরে কাঁদি'
জীবন সফল হবে ঐক্যতানে॥

একা একা লুকাইয়া
না করি' সাধন,
সবারে লইয়া মোর
হবে আরাধন,
সবারে টানিয়া বুকে
জাগাব পরম সুখে
সবার লাগিয়া প্রেম প্রতিটি প্রাণে॥

(৪৭)

আমার যে দিন জন্ম হ'ল
সেদিন থেকেই প্রাণ
সবার সেবায় কর্‌নু আমি দান॥

সবার কাজে লাগুক জীবন,
ধন্য হবে জন্ম রে,
সানন্দে কাজ করব সবার,
থাকব না রে মন-ম'রে;
ছোট'র ছোট সাজতে আমার
নাইক অসম্মান॥

বড়-ছোটর বাছ-বিচারে
নাইক আমার কাজ
ভুল্‌ব আমি আজ
সকল শঙ্কা-লাজ,
আমার সঙ্গী থাক্‌বে আমার
জীবন-অধিরাজ,
সবার সেবায় দেখ্‌ব আমি
তাঁকেই সেব্যমান,
সবার মাঝে দেখ্‌ব যে তাঁর
পুণ্য অধিষ্ঠান॥

(৪৮)

জন্মদিনে মায়ের কোলে শুয়ে
তোমারি গান শুনেছিলাম
বক্ষে মাথা নুয়ে॥

সেই যে তুমি গান শুনালে
জানি না হায় কোন্ খেয়ালে
বল্লে আমায়,—"শোন্ রে বাছা কথা,
মায়ের স্নেহে পেলি রে যা,
জগৎ-জুড়ে দিবি রে তা,
ঘুচাবি তুই সবার প্রাণের ব্যথা
এখনি তুই লাগ্‌রে কাজে
জন্মমরণ-দ্বন্দ্ব-মাঝে
পঞ্চভূতের মালিন্য সব ধুয়ে॥"
সেদিন তোমার গানের সুরে
মাত্‌ল আমার প্রাণ,
বইল আমার কৈশোরেতেই
যৌবনে উজান;
যেই দিকে যাই পাই তোমারে,
দিব্য আলোক অন্ধকারে,
ফুটল পুলক তোমায় আমায় ছুঁয়ে॥

(৪৯)

আমার যেদিন জন্ম হ'ল
সেদিন থেকেই জানি
সবার সেবার তরে আমার
ক্ষুদ্র জীবন-খানি॥

নইক আমি সম্প্রদায়ের,
গণ্ডীতে নই বাঁধা,
কণ্ঠ আমার নির্ব্বিচারে
সবার সুরে সাধা,
সবাইকে এই বক্ষে টেনে
জনম ধন্য মানি॥
আমার বুকেই বিশ্বজনের
সকল দুঃখ-গাথা
মর্ম্মে মর্ম্মে তন্ত্রে তন্ত্রে
প্রেম-সোহাগে গাঁথা;
সবার কান্না আমার ভাষায়
লভুক তাদের বাণী॥
সবার তরে জীবন দিব,
তাতেই জীবন লভি'
আমার মাঝে ফুটবে আমার
সত্যিকারের ছবি,
জীবন-দানের আনন্দেতে
বিশ্বভুবন উঠ্‌বে মেতে,
সবাই সবার আপন হবে,
বক্ষে টেনে আনি'
ভুলবে সকল দ্বন্দ্ব-বিভেদ
জগদ্‌ভরা প্রাণী॥

(৫০)

জন্মদিনের গান,
গান সে ত' নয়, আত্মদানের
প্রতিশ্রুতি-দান॥
শ্বাস যতদিন বইবে নাসায়
বিশ্ববাসীর সেবার আশায়
প্রাণের বাতি জ্বলবে আমার
দীপ্ত অনির্ব্বাণ॥
জন্মদিনের আশীর্ব্বাণী
দাও আমারে এই,—
আপন আমার ভুবন খানি
পর কেহ মোর নেই!
ভালবাসায় থাক্‌ব আমি
অনিন্দ্য অম্লান॥

(৫১)

জন্মদিনের গান যে আমার
সুর হারিয়ে গেল রে,
ভুল হ'ল যে গানের রুদ্র তাল!
জন্মভুমির মাটির মাঠে
কি হুতাশন এল রে,
জগজ্জোড়া ঘট্‌ল কি অকাল॥

অন্নপূর্ণা মায়ের হাতে
নাইক অন্ন-থালিকা,
ছিন্ন তাহার বসন-ভূষণ,
ছিন্ন কণ্ঠ-মালিকা,
কার ত্রুটিতে জননী মোর
হায় রে হ'ল এমন নাজেহাল?
পায়ের মাটি পাতাল-তলে,—
এ দুর্দ্দিনে সামলাবে কে টাল?

সন্তানেরা স্বার্থসেবী
ভবিষ্যতে দৃষ্টি নাই,
স্বর্ণমুষ্টি বৃষ্টি হ'ল
পড়্‌ল শুধু ছাই;
গোড়া কেটে গাছের ডগায় জল
ঢাল্‌ল যত অল্পবুদ্ধি মানুষ অসরল,
বাইরে মোরা বড়ই সাধু,
অন্তরেতে খল;
নিজেদেরই কর্ম্মদোষে
লাঞ্ছনা আর অশেষ দুঃখ পাই,
সোনার তরী সাগর-জলে
বিনা ঝড়ে হ'ল রে বান্‌চাল॥

(৫২)

জননী, জন্মভূমি ও বিশ্ব
একটী মায়ের তিনটী অঙ্গ;
তিনেতেই এক, একেতেই তিন,
মহাসমুদ্রে তিন তরঙ্গ॥
জননি, তোমার চরণ-পরশে
চিনিলাম মম জনম-ভূমি,
বিশ্বেরে আমি চিনিনু হরষে
মাতৃভূমির চরণ চুমি',—
তিনের মাঝেই পরমা সিদ্ধি
বিশ্বপতির নিয়ত সঙ্গ॥

জাগাও মা প্রাণে কোটি বিশ্বেরে
মধুমিলনের মহান্ গান,
বিশ্ব হইতে হিংসা দূরিতে
জীবন আজিকে করিব দান;
ক্ষুদ্র জীবন সার্থক হোক্,
পুণ্য হোক্ মা এই মরলোক,
জাগ্রত হোক্ পরাণে পরাণে
দিব্যাদর্শ অতি মহান্।
বিশ্বপতিরে করিয়া প্রণাম
কণ্ঠে গাহিব তব মধুনাম,
মাতিব মাতাব সমর-রঙ্গে
দেখাতে প্রেমের কোটি বিভঙ্গ॥

(৫৩) *

জানা-অজানার হেঁয়ালির মাঝে
নিজেরে সেদিন দেখিয়াছিনু,
আপন ভুলিয়া সকলের কাজে
ইহ-পরকাল যেদিন দিনু॥

সবার লাগিয়া আকুল পরাণ
ভুলে গেল যত মান-অভিমান,
সকলের তরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
নিজেরেই নিজে উন্মাদিনু॥

কেন রে পরাণ এমন পাগল,
কেন রে হৃদয় ব্যগ্র অত?
কেন রে চিত্ত সদাই বিভল,
কে শিখাল এই সেবার ব্রত?
সহসা আমার পড়িল মনে,
একদা কি এক পুণ্য খনে
সবারে লইয়া একই ত' মায়ের
ধন্য গর্ভে ঘুমিয়েছিনু॥

---

* ৫৩/৫৪/৫৫/৫৬ সংখ্যক গানগুলি সবই রিয়াং, কাইফেং, মলসুং হালাম, মিকির, ডিমাছ, মিজো (লুসাই), কুকী (দারলং), জেমি, নাগা প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে কাজ করিবার কালে রচিত।

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

(৫৪)

দূর দুর্গম সীমান্ত হ'তে
আসিয়া দাঁড়ালে সুমুখে মোর,
এখনো কাটেনি ঘুমের ঘোর॥
ভাবিতেছ বুঝি তোমারে দেখিয়া
চিনিতে আমার হইবে ক্লেশ,
অঙ্গে তোমার চীর-বল্কল
তবু চেয়ে আছি নির্নিমেষ।
তোমারে চিনিতে নাহি লাগে হরি
মহাসমারোহ, রাজার বেশ,
দুঃখী, অনাথ, পতিত হ'য়েও
তুমি যে আমার হৃদয়-চোর।
অন্ধকারের অন্ধ নেশায়
মত্ত তোমার চপল মন
তোমারি ত' পানে টানিছে আমারে
সারা দিবারাত—অনুক্ষণ।
তোমার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া
ঘন কান্তারে আসিনু ছুটিয়া,
সব-কিছু মোর তোমারেই দিয়া
ঘুরাব তোমার মনের মোড়;
দুর্ব্বল তব অপটু বাহুতে
সঞ্চারি' দিব বিপুল জোর॥

অতীত গরিমা নাহি তব কিছু
শুধু সম্বল ভবিষ্যৎ,
ব্যর্থ কখনো হইতে দিব না,
গড়িব তাহারে করি' মহৎ;
তব জীবনের ক্ষীণ বারিধারা
গর্জ্জি' উঠিবে সাগরের পারা,
যত জঞ্জাল ঘুচিয়া যাইবে
দেখি' ঊর্ম্মিল জলের তোড়।
"জয় অরণ্য" জয় পর্ব্বত"
লক্ষ কণ্ঠে উঠিবে শোর॥

(৫৫)

উন্নত শিরে দাঁড়াবি রে তোরা
জগৎ-মাঝে,
সবার সঙ্গে লাগিবি রে তোরা
সবার কাজে॥

ওঠ্, জেগে ওঠ্, বাহু-বিস্তারে
সাদরে সবারে বুকে ধরিবারে;
বুঝে দেখ্, ইহা ঘুমিয়ে থাকার
সময় না যে॥

বন-পর্ব্বতে আড়াল রচিয়া
লুকিয়া থাকি'
কি লাভ হইবে আলোক হইতে
আনন ঢাকি'?
কুণ্ঠিত তোরা থাকিবি কেন রে,
কিসের লাজে?

আর্য্য-অনার্য্যের সমুদয়
বিভেদ-রাশি
ঘুচাইয়া আমি ফুটাব তোদের
মুখের হাসি,
তোদের করিব মোর প্রিয়জন,
আপনার চেয়ে পরম আপন,
শত-যুগ-জোড়া অন্ধকারের
প্রভাব নাশি';
দিব রে তোদের দিব্য দৃষ্টি,
নূতন দেবতা করিব সৃষ্টি,
সাজাব তোদের প্রতিজনে আমি
রাজার সাজে,
সাজাব তোদের প্রতিজনে আমি
ঋষির সাজে॥

(৫৬)

দূর-দূরান্ত বনান্তরাল হ'তে
সলজ্জ মুখে সুমুখে দাঁড়াল যারা,
আসে নাই তারা কুসুমাস্তৃত পথে,
পায়নি তাহারা আমাদের কোনো সাড়া॥

জুম-ফসলের দুমুঠা অন্নলোভে
ঝোপ থেকে তারা ঝাঁপাইয়া পড়ে ঝোপে
সর্প-সরীসৃপের পড়িয়া কোপে
প্রাণভয়ে তারা হয়নি আত্মহারা॥

দাবানল যবে আপনি জ্বলিয়া ওঠে,
ঘর-বাড়ী হয় দগ্ধিয়া ছারখার,
হতাশায় তারা ভূমিতলে নাহি লোটে,
শিরে কর হানি' নাহি করে হাহাকার,
পাহাড় হইতে পাহাড়ান্তরে গিয়া
রচি' লয় দ্রুত নব সংসার-ধারা॥

জঙ্গল আর জঙ্গল শুধু জানে,
ব্যাঘ্ররে নিজ প্রতিবেশী ব'লে মানে,
টাক্কল হাতে চিরনির্ভীক প্রাণে
স্থিরপদে রহে সঙ্কটকালে খাড়া॥

তাদের যখন টানিয়া আনিব কাছে
অনেক বিচার-বিবেচনার কি আছে?
দেখাব না পথ যাহাতে তাহারা বাঁচে
মানুষের মাঝে ঠিক মানুষের পারা?
অথবা আমরা কুসংস্কারের মোহে
তাদের জন্য রচিব অন্ধ কারা?

(৫৭)

কি অপরূপ মূর্ত্তি তোমার
হে জননি!
যতই দেখি, মুগ্ধ নয়ন
ধন্য গণি॥

নিদ্রা-ঘোরে ঘোর অচেতন
স্তব্ধ ছিলে মরার মতন,
আজকে তোমার চক্ষে বহ্নি,
মূর্দ্ধে ফণী,
হস্তে তোমার রুদ্র কৃপাণ
উঠ্‌ছে রণি'॥

স্বদেশ আজি জাগ্‌ল। আমার
জন্মভূমি।
বিস্ফোরণের বক্ষে খেলা
করছ তুমি।
দুঃসাহসের জয়-পতাকা
তোমার সর্ব্ব-অঙ্গে আঁকা,—
পুণ্যময়ী মাগো আমার
রত্ন-খনি!
তোমার কাজে জীবন দিব,
মাগো আমার চোখের মণি॥

(৫৮)

আজকে তোমার রূপ দেখেছি
ভারত-মাতা,
হস্তে তোমার দৈত্য-কুলের
ছিন্ন মাথা।।
দুঃখ-দশায় খিন্ন-হৃদয়
যতেক তোমার সন্তান-চয়
তোমার পানেই তাকায় মাগো
তোমায় জেনে পরিত্রাতা।
ভরসা তোমার সবল বাহু,—
দৈব তাদের নয় বিধাতা॥

তোমার মুখের পানে চেয়ে
বক্ষে সাহস কি দুর্জ্জয়
গর্জ্জে হৃদয়-আকাশ ছেয়ে
তুচ্ছ ক'রে মৃত্যু-ভয়;
বর্ষা-ধারায় শোণিত নামে
গাইতে তোমার পুণ্য গাথা,—
নূতন মন্ত্র আত্মদানের
নূতন ব্রতের সে উদ্‌গাতা॥

(৫৯)

দিগ্‌দিগন্তে তাণ্ডবে নাচে
রাক্ষসেরা,
ছুটে এস আজ মানুষের মাঝে
কে আছ সেরা॥
রূপান্তরিত তাদের সবারে
করিতে হবে,
নিত্য যাহারা অশান্তি শুধু
আনিছে ভবে,
নির্ভয়ে করি' এ জীবন দান
মুমূর্ষুগণে দিবে প্রাণদান,
দীপ্ত করিবে তামসী ধরণী
আঁধার-ঘেরা॥

প্রেম বিলাইয়া প্রেমিক করিবে
সর্ব্বজনে,
মমত্ব আর সমত্ব দিবে
সবার মনে,
দিবে সকলেরে প্রাণভরা প্রীতি,
গাহিবে মধুর শান্তির গীতি
দেবতা দানব যক্ষ মানব
কিন্নরেরা॥

প্রেম, শুধু প্রেম সত্য হইবে
সবার মাঝে,
সবাই সবারে আপন জানিবে
সকল কাজে,
সবাই উঠিবে আনন্দে মাতি',
সকলের হবে সবে চির সাথী,
ভাঙ্গিয়া ফেলিবে বিঘ্ন-বাধার
বিষম বেড়া॥

(৬০)

সবাই মিলিয়া পাড়াইছে ঘুম
কে শুনাবে আজ জাগার গান?
কে কহিবে,—"আয় সকলের আগে
আমিই আমারে করিব দান?"

আত্মদানের কত যে ভাষণ
কত বক্তৃতা পশিছে কাণে,
কিন্তু হায় রে, সে অনুশাসন
কাহারো ত' বুঝি পশে না প্রাণে,—
বাহিরে বাতাস গর্জ্জিয়া চলে,
ভিতরে মিথ্যা সেবার ভাণ॥

গাল বাজাইয়া হায় কতকাল
দিকে দিকে শুধু বাড়ে জঞ্জাল!
চোর জুয়াচোর মহা-আনন্দে
স্বদেশ-সেবার গাহিছে গান।
ভেজালের বলে ভেল্‌কীর ছলে
মোদেরে করিবে পরিত্রাণ॥

কোথায় সে বীর, কণ্ঠে যাহার
বাজে বচনের নাই বাহার,
হৃদয়পিণ্ড ছিঁড়িয়া রক্তে
রচিছে মায়ের মুক্তাহার,
নীরব যাহার কর্ম্ম-সাধনা,
উজ্জ্বল যার আত্মদান,
যুগ যুগ ধরি' দেশ-জননীর
সেবাই যাহার পরম-ধ্যান॥

পুত্র-পৌত্র আত্মীয়দের
ভাগ্য-রচনা লক্ষ্য নয়,
স্বগণ-সহিতে হরষিত চিতে
বলি দিয়া চাহে দেশের জয়,—
কোথায় সে বীর স্বার্থবিহীন,
স্বচ্ছ হৃদয় যার অমলিন,
কঠোর দুঃখ সহিতে যাহার
চিত্তে নাহিক বিন্দু ভয়,
বর্ম্ম যাহার নিষ্কলঙ্ক,
শুদ্ধ শুভ্র যার কৃপাণ?

(৬১)

অত্যাচারিতা রমণীর ক্রন্দন
শুনি' যার প্রাণে জাগে না প্রতিবেদন,
ধন্য বিধাতা! সেও করিয়াছে
মানুষ দেহ ধারণ?

কেন লভিল না পশুর জন্ম
যে বুঝে না নিজ মায়ের মর্ম্ম,
নিপীড়িত যবে নারীর ধর্ম্ম
তখনো দেখে স্বপন
হিংস্র পশুরা আপনি করিবে
দংষ্ট্রা-সম্বরণ?

লক্ষ লক্ষ নারীর রোদনে
যখন ধরণী কাঁদে,
তখনও যারা মানুষ ভুলায়
কেবল কথার ছাঁদে,
কেন হে তাদের দিয়াছ উচ্চাসন,
কেন হে তাদের দিয়াছ বিপুল ধন,
জন্মের আগে গর্ভ হইতে
না করি' উৎপাটন?

(৬২)

বিদ্বেষ আর হিংসা দিয়ে
কর্‌বি কি বা লাভ?
ওতে বাড়্‌বে শুধু পাপ॥

কর্‌বি কারে ঘৃণা, ওরে
কর্‌বি কারে দ্বেষ,
দ্বেষাদ্বেষি রেশারেশি—
মুর্খতা অশেষ।
আপন জনে পর ভেবে তুই
ভুগ্‌বি মনস্তাপ?

আজকে যাদের শত্রু ভাবিস্,
আপন তারা তোর,—
এক নিমেষে বুঝ্‌তে পাবি
ঘুরলে মনের মোড়;
বুদ্ধিরে ভাই ঠিক্ পথে নে,
বন্ধুতা কর্ বিবেক সনে,
প্রাণ থেকে তুই দূর করে দে
প্রতিহিংসার ছাপ॥

পশুর মত খাওয়া-খাওয়ি
নয় রে পেশা তোর,
তুই যে মানুষ, জীবের শ্রেষ্ঠ,
প্রেমেই যে তোর জোর;
দেব্‌তা যারা, তাদের যে তুই
যোগ্য পরিমাপ॥
পাপের মাঝেই পাপীর নিধন,
এই কথা নয় ভুল;
পাপ থেকে যে রইল দূরে,
কে তার সমতুল?
প্রাণ গেলেও কর্‌বি না তুই
প্রেমের অপলাপ॥

(৬৩)

জগতের ভিন্ন ভাষা,
কত যে ছিন্ন আশা,
সকলি হোক্ মিলিত
তোরই ঐ বিরাট প্রাণে;
যে ভাষায় গাস্ না না রে গান,
বিভেদের হোক্ অবসান
সান্ত্বনা-শান্তি-মাখা
মধুময় প্রেমের দানে॥

হিংসায় উচ্ছলিত
বিদ্বেষে উচ্চকিত
সকলের ভ্রান্ত চিত
জেগে এক মহান্ গানে
ভুলে যাক্ বিভিন্নতা,
ভুলে যাক্ অতীত কথা,
ভুলে যাক্ প্রাণের ব্যথা,
মিলে যাক্ ঐক্য তানে॥
"অমিলন সদ্য মরণ,
মিলনেই সত্য জীবন",
অমৃতের পুত্র তোরা
শুনা রে সবার কাণে;
মননের সকল ত্রুটি,
কুকাজের সকল জুটি
ঘুচে যাক্, যাক্ রে মুছে
প্রেমিকের প্রেমের বানে॥

(৬৪)

জননী, জনমভূমি, বিশ্ব—এ' তিন,
এক ওরে এক, নহে তিন, নহে ভিন॥
একের মাঝারে তিন, তিনেতেই এক,
প্রেমের নয়ন খুলি' প্রাণ ভ'রে দেখ্'
থাকিস্ না হিংসার চির-পরাধীন॥

বক্ষ জুড়িয়া যার প্রেম ও আশা,
সকল ভাষাই তার মতৃভাষা,
ভাবটুকু কর্ সার,
ভেদ-বোধ পরিহার,
"জগৎ জুড়িয়া তোর রহিয়াছে ঋণ",—
এই মহাভাবে ডুবে থাক অনুদিন॥

সবারে মিলায়ে এক মহাবিস্ময়
সৃজন করাই তোর যোগ্য যে হয়,
মানুষ হইয়া ভবে
পশুর মতন রবে,
মানব-জীবনে এই পরিণাম নয়।
পশুরে মানুষ কর্, স্ব-ভাবে আসীন
মানুষের মন হোক্ দেবতায় লীন

(৬৫)

অত্যাচারী অধার্ম্মিকের উৎপীড়নের চাপে
সত্যেরে কি করব অস্বীকার?
তা হবে না হে বিধাতা! সত্যেরই প্রতাপে
মৃত্যু বরং কর্‌ব অঙ্গীকার॥

মরণ শুধু একটী দিনই, একটী দিনের তরে
মৃত্যু-সুধা কর্‌ব যে পান অঞ্জলিটী ভ'রে,
কণ্ঠ বেয়ে শিরায় শিরায় ফুটবে কলস্বরে
মৃত্যুজয়ের উচ্ছল ঝঙ্কার।
মৃত্যুরে যে ভয় করে না,
মৃত্যু কোথায় তার?

মৃত্যু ত' নয় মুছে যাওয়া বিশ্বজগৎ হ'তে,
মৃত্যু ত' নয় চিহ্নবিহীন হওয়া,
নই যে আমি তুচ্ছ হেয় ঘৃণ্য কোন মতে
মৃত্যু শুধু সেই কথাটী কওয়া;
শক্তিমদে অন্ধ হ'য়ে আজকে যারা করছে অবিচার,
আজকে যারা করছে অত্যাচার,
আমার মৃত্যু মৃত্যুদণ্ড তার।

মিথ্যাবাদী সত্যহন্তা প্রবঞ্চনাকারী—
আজ যদিও দলে তারাই ভারী,
আজ যদিও নামজাদা সব মানুষরূপী সহস্র শব
তাদের আজ্ঞাকারী,
তবু তাদের মুছে যাবে উন্মাদ-হুঙ্কার,
তাদের দম্ভ মিথ্যার চীৎকার॥

(৬৬)

সত্য, ধর্ম্ম, ন্যায়ের লাগি' কর্‌ব জীবন দান,
ওরে, কর্‌ব জীবন দান।
মৃত্যু অতি তুচ্ছ আজি করব রে প্রমাণ,—
অসম্মানে কি লাভ রাখি' প্রাণ?

মিথ্যা যখন সিংহাসনে বসে,
মিথ্যা যখন গায়ের জোরে চলে,
মিথ্যা যখন চালায় চাবুক ক'ষে
মিথ্যা যখন আবল-তাবল বলে—
নির্ভয়ে যে প্রাণ দিয়ে দেয়
সেজন ভাগ্যবান্‌,
ওরে সেজন পুণ্যবান্‌।।

নামী দামী সন্তেরা সব প্রশ্রয় দেয় ব'লে
মিথ্যা কি ভাই সত্য হ'য়ে যাবে?
হিসাব-করা ধেনু আমার ভানুমতীর ছলে
দিন-দুপুরে নেকড়ে বাঘে খাবে?
থাকবে না কি এই জগতে সহজ সরল সত্য পথে
মাতৃভূমির, মাতৃভাষার, মাতৃজাতির মান?

(৬৭)

জননীর চোখে অশ্রু ঝরে? না,
রক্ত ঝরে?
বল্‌ বল্‌ মোরে, বল্‌ দয়া ক'রে
স্পষ্ট ক'রে॥

হাসি ফুটাইবি মায়ের আননে
বলেছিলি যবে, কি ছিল রে মনে?
তখন কি কেহ ভেবেছিল, হায়,
ওষ্ঠ মিলাবি সঙ্গোপনে
ভ্রাতৃ-শোণিত পান করিবারে,
তুষিতে দুষ্ট বন্ধুগণে?
কে সেদিন জানে তোরা অকারণে
আগুন জ্বালাবি হাজার ঘরে,
প্রশ্রয় দিবি চির-মিথ্যার
দুষ্টা সরস্বতীর চরে?

মিথ্যার পাপ কাহারে কখনো
করে না ক্ষমা,
অন্যায় আর অবিচার-গুণো
থাকে রে জমা।
আজি ঘর্ঘর তোর জয়-রথ
চলিতেছে বটে কাঁপাইয়া পথ
দলিয়া পিষিয়া নিরীহ নিঃস্ব
দুর্ব্বলেরে,
এর পরিণতি প্রকটিত অতি
হবে রে যে তোর নিজের 'পরে,—
মিথ্যা কখনো সত্য হবে না,
যতই চেঁচাস্ কলস্বরে॥

(৬৮)

যারা এল দিতে হরষিত চিতে
তোর হাতে হাতিয়ার
মানুষ মারিতে নারীরে হরিতে,
বন্ধু তাহারা কার?
মানুষের বুকে মানুষ বসাবে ছুরি,
এর মাঝে কেন এত উল্লাস,
কি আছে রে বাহাদুরী?
কি মহাপুণ্য করিল ধন্য

তোদের এ অনাচার?
কি লাভ হইল কুড়াইয়া শুধু
ইতিহাসে ধিক্কার?
আজিকে আগুন লাগালি যাদের ঘরে,
রহিবে না তারা এই দুনিয়ায়
হয়ত দু'দিন পরে;
নিবানো আগুন হ'য়ে দশগুণ
করিবে রে ছারখার
যুগ-যুগ-জোড়া শান্তির নীড়
তোরই গৃহ আপনার॥

প্ররোচনা দেয় মহাপাতকের
বন্ধু নহে রে তারা;
আজি বুঝিবি না, বুঝিবি যেদিন
হবি রে সর্ব্বহারা।
পাপের সঙ্গী হিংস্র মূর্ত্তি ধ'রে
তোর সম্ভ্রম, তোর সম্পদ
যেদিন নিবে রে কেড়ে,
পশুবল হ'য়ে পশুর অধম
—পরম নির্ব্বিকার—
সাত পুরুষের ভিটেমাটি হ'তে
করিবে বহিষ্কার॥

(৬৯)

নরঘাতকেরা হিংসার তাণ্ডবে
পূর্ণ করিল পৃথ্বীখানারে যবে,
তখন কি তুমি নিদ্রিত ছিলে নিষ্ঠুর ভগবান্?
তখন তোমার ছিল না কি দেহে প্রাণ?
শিশু আর নারী, বৃদ্ধ নিঃস্ব জন
কত যে আকুল করিল হে ক্রন্দন,
রুধিতে না পারি' নৈশ আক্রমণ,
ঘাতকের হাতে করিল জীবন দান,
তখন এদের রক্ষিতে কেন বল
হলে নাক' তুমি এক পাও আগুয়ান্?
শুধু চাও পূজা, শুধু চাও আরাধনা,
দয়া নাহি তব ক্ষুদ্র একটী কণা।
কেন হে কৃপণ অত তব মন,
কেন দাও লাঞ্ছনা,
তোমারি আনন-পানে চেয়ে যারা
সহে শত বঞ্চনা?
কেন তব প্রাণ পাষাণ-সমান,
এদেরি দিতেছ কোটি অপমান,
এদেরি মাথায় বোঝা চাপাইলে
হিম-ও-বিন্ধ্য-গিরি-প্রমাণ?

(৭০)

দুঃসাহসের আজ প্রয়োজন,—
কাপুরুষের ধর্ম্ম নাই; *
ভয়েতে আধমরা যারা
তাদের জীবন যায় বৃথাই॥

আয়রে আজি ছাড়ব রে ভয়,
মৃত্যুরে আজ করব রে জয়,
দর্প-ভরে চল্‌ব পথে
লক্ষ্য রেখে ঈশ্বরে;
ঘরের কোণে থাক্‌ব না আর,
কর্‌ব বিজয় বিশ্ব রে।
আয় ছুটে কে কোথায় আছিস,
যুক্তকরে মাগ্‌ব আশিস—
বিশ্বজনের সুখের লাগি'
হব বিশ্ববাসীর ভাই।
কাপুরুষের ধর্ম্ম নাই॥

---

* এই গানটীতে "কাপুরুষের ধর্ম্ম নাই" এই কথাটুকু বহুকণ্ঠে (কোরাসে) গীত হয়।

স্বার্থ-তরে নয় রে মোদের
আত্মাহুতির আয়োজন,
কেবল নিজের লাভের তরেই
নাইক কোনও প্রয়োজন।
ধন্য হব জীবন ত্যাগি'
সর্ব্বজনের সুখের লাগি',—
আমার মরণ দুঃখহরণ
হোক সকলের, এই ত' চাই।
কাপুরুষের ধর্ম্ম নাই॥

(৭১)

দুঃসাহসের জয়,
গাও, দুঃসাহসের জয়,
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা,—
কাপুরুষের নয়॥
বিঘ্ন-বাধার দর্প-রাশি
ক্ষিপ্র রুদ্র হস্তে নাশি'
মুণ্ড ছিঁড়ে চূর্ণ ক'রে
সঞ্চারি' বিস্ময়
কর, চরণ-তলে লয়।
দূর ক'রে দাও মনটী হ'তে
মিথ্যা জুজুর ভয়॥

পরের মুখের পানে চেয়ে
কেন কাটাও কাল?
পবন বৃথাই চলছে ধেয়ে,
দাও, তুলে দাও পাল।
পাহাড়-প্রমাণ ঊর্ম্মি ভেঙ্গে
চলুক তরী রক্তে রেঙ্গে,
তোমার সাহস রটুক রে ভাই
বিশ্ব-জগন্ময়॥

প্রাণের কোণে এই কথাটি
জাগিয়ে রেখো ভাই,
দুর্ব্বলের এই তিন জগতে
বন্ধু কেহই নাই,—
তার, কোথাও যে নাই ঠাঁই,
ইতিহাসের শিক্ষা দেখ
বড়ই যে নির্দ্দয়॥

(৭২)

ভোর না হইতে নীরবে নিভৃতে
শিয়রে দাঁড়ালে আসি',
প্রায়ান্ধকারে পেনু দেখিবারে
তোমার মুখের হাসি॥

তোমারে দেখিয়া পাইনু লজ্জা,
শয্যা ছাড়িয়া পরিনু সজ্জা।
একি বিচিত্র! ধরিয়াছ অসি
ছাড়িয়া মোহন বাঁশি,
ফুলের বদলে গলদেশে ঝোলে
ছিন্ন মুণ্ডরাশি॥

মানুষ যখন মানুষে ঠকায়,
চালায় প্রবঞ্চনা,
নরশোণিতের তর্পণে চলে
তোমার পূজার্চ্চনা?
নরমুণ্ডের মালায় তখন
তব অভ্যর্থনা?
অকাতরে করি' মানুষ-হত্যা
চলে তব বন্দনা?
মানুষের মন সুন্দর কর,
দ্বেষ ও হিংসা সব অপহর,
তোমার স্নেহের অমোঘ পরশে
স্বার্থ-বুদ্ধি নাশি'
শাশ্বত সুধা পিয়াও সবারে,
প্রেম দাও অবিনাশী॥

(৭৩)

পলকে পলকে ঝলকে ঝলকে
উগারি' রক্তরাশি
হাসিছ অট্টহাসি,
উল্লাস তব মানুষ-মাংস-
অস্থি-মজ্জা গ্রাসি'॥
সৃজিলে যাহারে পরম যত্নে
সৃষ্টির সেই শ্রেষ্ঠ রত্নে,
কি যে আনন্দ লভিছ কে জানে
আপনার হাতে নাশি',
বুকে ক'রে যারে করেছ লালন,
তাহারে দিতেছ ফাঁসী॥
দুর্ব্বল জাতি স্বার্থের প্রতি
অতি-আসক্তি নিয়া
অত্যাচারের খর বন্যায়
দিল দেশ ভাসাইয়া;
কাঁদাল সধবা, কাঁদাল বিধবা,
কাঁদাল কুমারীগণে,
ওহে নিষ্ঠুর বিধাতা-পুরুষ
এই ছিল তব মনে?
নির্ভর-সুখ-সুপ্তি-মগনে
কি লাভ হইল ত্রাসি'?
তোমার পূজার পুষ্পনিচয়ে
কেন ক'রে দিলে বাসি?

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

(৭৪)

হিংসায় যারা মত্ত হইয়া
করিল পরের সর্ব্বনাশ,
বুঝিল না তারা এ যে তাহাদের
নিজেদেরি হায় নাভিশ্বাস॥

সত্যের সদা-সরল পন্থে
ক্ষীর-সমুদ্র যাহারা মন্থে,
নহে গরলের, পীযূষ-ধারার,
তারাই ত' পারে করিতে আশ,
মিথ্যার পথে চলিল তাহারা
সত্যে যাদের অবিশ্বাস॥

কি লাভ হইল কলুষিত করি'
অবলা নারীর শুভ্রতা,
বংশ বাহিয়া নিজ চরিত্রে
অলোপ্য হ'য়ে রহিবে তা;
লুণ্ঠন করি' যে যাহা লভিল,
মিথ্যা সে সব, সবই ডালি দিল;
সহসা একদা বিদেশী আসিয়া
কাড়িবে তাদের মুখের গ্রাস॥

(৭৫)

ভয় ভেঙ্গে দাও অভয়দাতা,
দূর কর সব শঙ্কারাশি,
ভয়ার্ত্ত সব রুগ্ন মুখে
ফুটাও প্রেমের বিমল হাসি॥
রুক্ষ রুষ্ট ধ্বংস-শালায়
পূর্ণ কর আলোকমালায়,
স্তব্ধ কর দৈত্যকুলের
রুদ্র-নাচন সর্ব্বনাশী,
সৃষ্টিরে আজ হৃষ্ট কর,
বাজাও তোমার মোহন বাঁশী॥

দিগ্‌বিদিকে অভয় জাগুক
সর্ব্বজনে ভুলুক ভয়,
মিথ্যাচারীর স্বেচ্ছাচারের
অত্যাচারে করুক জয়,
উড়ুক তোমার নামের নিশান,
বাজুক তোমার প্রেমের বিষাণ,
যাক্, ভুলে যাক্ সকল অতীত
উৎপীড়িত বিশ্ববাসী;
তোমার বলেই হোক্ বলীয়ান্
অপগ্রহের শক্তি নাশি'॥

(৭৬)

দুর্দ্দিন যবে চৌদিকে আসে ঘিরে,
মন অজানিতে লহ যে টানিয়া
অভাগারে ধীরে ধীরে॥

যাদের ভেবেছি বান্ধব, তারা
কেহ নাহি চাহে ফিরে,
প্রত্যাশাতীত লাঞ্ছনা আর
বঞ্চনা দেয় চিরে
অতিবিশ্বাসী হৃদয়-খানার
শোণিত-আধারটীরে,
তখন কেবল তুমিই হে প্রভো
তোমার স্নেহের নীড়ে
মম অজানিতে লহ যে টানিয়া
অভাগারে ধীরে ধীরে॥

শত বরষের একত্র বাসে
আপন হ'ল না যারা,
রণ-হুঙ্কারে গর্জ্জিয়া আসে
বদ্ধ-পাগল পারা,
ক্ষুদ্র শিশুর কণ্ঠ চাপিয়া ধরে,
ভয়ার্ত্ত কুল-ললনার গায়ে
নিমেষে ঝাঁপিয়া পড়ে।
হিংস্রতা দেখি' দুঃখে যখন
ভাসি' নয়নের নীরে,
চুপি চুপি তুমি আস বুঝি প্রভু
হৃদয়ের মন্দিরে?
যার যাহা ছিল দগ্ধ হইল
আদিম হিংসানলে,
নিরীহের দল হইল কোতল
বর্ব্বর পশুবলে।
ছাড়ি' গৃহতল অরণ্যপানে ছোটে,
বেড়াজালে ধ'রি তাদেরে হানিতে
দলে দলে কারা জোটে?
শুধু আতঙ্ক, উৎকট ভয়
ঢাকিল অক্ষিটীরে;
তারি মাঝে তুমি বক্ষে চাপিয়া
ধরিলে বিশ্বাসীরে?

আর প্রাণে ভয় নাই,
জীবনে মরণে তোমারেই যদি
নিয়ত সঙ্গী পাই।
সন্দেহ আর সংশয় মাঝে
তোমার কণ্ঠে অভয় বিরাজে,
তোমার দৃষ্টি নূতন সৃষ্টি
করিবে বিশ্বটীরে,
আর ত' তোমারে হারাব না প্রভো
অবিশ্বাসীর ভিড়ে॥

(৭৭)

গাহিব নূতন ক'রে
বিপ্লব-গান,
কাণ পাতি' শোন্ ওরে
যার আছে প্রাণ।।
ঘুমন্ত ছিল যবে সমগ্র দেশ,
গেয়েছি "মানুষ মোরা, নহি ত' রে মেষ"
না মিটিয়া যেতে তার রাগিণীর রেশ
আদর্শে দিয়া বলিদান
স্বার্থপরেরা হায় হইল প্রধান॥

চোর জুয়াচোর নাচে তাণ্ডব-নাচ,
চরণে সোণার জুতো, মস্তকে তাজ,
নাহি ভয় সঙ্কোচ কুণ্ঠা কি লাজ,
নির্ভয়ে হরিতেছে প্রাণ,
খাদ্যে ভেজাল দিয়া বিষরাশি মিশাইয়া,—
মুমূর্ষু জাতি তার সদ্য প্রমাণ।।
যোগ্য যাদের ঠাঁই ফাঁসীর কাঠে
বসিল তাহারা গিয়া রাজার পাটে,
মানুষের নাম ধরি' মানুষেরে ভাতে মারি'
মানব নামেরে এরা দিল অপমান॥

(৭৮)

মিথ্যা যখন দস্যুতা করে এসে
বক-ধার্ম্মিক মহা-বৈষ্ণব-বেশে,
তখনো কি তুই সহ্য করিবি হেসে?
এ সহিষ্ণুতা বড়ই সর্ব্বনেশে॥
মিথ্যা বলিয়া জানিলি যাহারে মনে
সম্মান তারে দেখাস্ বল্ কেমনে?
মিথ্যা কখনো সত্য হবে না জেনে
কণ্ঠনালীতে ধর চেপে, ধর ঠেসে॥

মিথ্যার সাথে আপোষ করিবি না রে,
প্রতিজ্ঞা কর্ মনে প্রাণে বারেবারে;
সত্যের লাগি' মরিয়া নির্ব্বিকারে
ব্যর্থ করিবি মানুষের বিদ্বেষে,
মানুষ নামের যোগ্য হবার তরে
মানুষের মান রাখিতে সর্ব্ব দেশে।।
ছল-কপটতা দূরে যাক্ চিরতরে,
তুই যে অমর তোর চির-নির্ভরে!
সত্য-সেবায় নিজেরে ধন্য ক'রে
হোমাগ্নি সম জ্বলিবি রে নিঃশেষে॥

(৭৯)

আমার কি বীণা থামিয়া যাবে রে আজ
আমার কি বীণা গাহিবে না আর গান?
আমার হাতের পুঞ্জিত যত কাজ
সকলি কি আজ হয়ে যাবে নিষ্প্রাণ?
দিকে দিকে শুনি মিথ্যার কলরব,
সত্যের নাকি হবে আজ পরাভব;
ন্যায় ও ধর্ম্ম পাপের দেখি বিভব
প্রাণ-ভয়ে নাকি করিবে মহাপ্রয়াণ॥

চোরেরা মিলিয়া বিশ্ব করিল গ্রাস;
নিরীহের প্রাণে সৃজিল বিষম ত্রাস,
দস্যুতা করি মিটে না তাদের আশ,
কৌশল করি' হরিছে সবার প্রাণ,—
এ সময়ে আমি থাকিব কি চুপ ক'রে
মরার মতন আমার শয়ন' পরে?
অস্থি মর্ম্ম সকল করিয়া দান
দধীচি-বজ্র করিব না নির্ম্মাণ?

(৮০)

উদ্যত পৌরুষে জেগে ওঠ্ ভাই,
তন্দ্রার অবসর আর যে রে নাই।।
দিকে দিকে অবিচার, দুর্নীতি, অনাচার,
ঘরে ঘরে আর্ত্তের অক্ষম হাহাকার,
চাহি আজি সকলের নির্ম্মূল প্রতীকার,
সত্যের প্রতিষ্ঠা চাই॥
মিথ্যার সাথে যারা মিত্রতা করিল,
দুখীর মুখের গ্রাস নির্ভয়ে হরিল,
তাহাদের আর ক্ষমা নাই;
সবার সুখের তরে
অকম্প-পদ-ভরে
আয় সম্মুখে ছুটে যাই॥

(৮১)

ধর্ম্ম যদি নাই দিল রে
আত্মাহুতির বল,
তবে, কিসের ধর্ম্ম, বল্?

ধর্ম্ম যদি নাই দিল রে
প্রাণের সৎসাহস,
নাই শিখাল কি প্রকারে
শত্রুরা হয় বশ,
লাভ কি মিথ্যা উচ্চ রবে?
তেমন ধর্ম্মে কি কাজ হবে?
ধর্ম্ম কি রে সেবন করা
মিষ্টি হলাহল?

ঐক্য, সখ্য, পবিত্রতা
নাই যদি রে দেয়,
ধর্ম্ম যদি সর্ব্বনাশা
ধ্বংসে টেনে নেয়,
ধর্ম্ম যদি কেবল তোরে
করেই রে দুর্ব্বল,—
তেমন ধর্ম্ম পালন করে
ভণ্ড, কপট, খল॥

তেমন ধর্ম্মে নাই কোন কাজ,
পরিত্যাগে কোথায় কি লাজ?
দূর ক'রে দে সবল হাতে
কুসংস্কারের মল
ধর্ম্মনিষ্ঠ তারাই যারা,
কর্ম্মে সমুজ্জ্বল॥

শক্তি বাড়ে যার প্রভাবে
সংগ্রামে প্রবল,
শৌর্য্য বাড়ে, ধর্ম্ম ব'লে
জান্ তারে কেবল;
বারণ করে অধঃপতন;
বৃদ্ধি করে ঊর্দ্ধ-গমন,
যথার্থ যে ধর্ম্ম, করে
দুর্ব্বলে সবল
আত্মদানের দেয় সামর্থ্য
দীপ্ত অচঞ্চল॥

কাপুরুষের বংশ বাড়ে
ধর্ম্ম-আরাধনায়,
তেমন ধর্ম্ম বনমানুষে চায়;
সত্য মানুষ উচ্চ মাথে
দ্বন্দ্ব বাধায় মৃত্যু-সাথে,—
ধর্ম্ম শুধু নয় জগতে
দুর্ব্বলেরই বল,
ধর্ম্ম যে ভাই শক্তিমানের
অনন্য সম্বল॥

ধর্ম্ম জাগে ত্যাগের বলে,
ধর্ম্ম নয়কো ছল,
প্রস্ফুটিত কর্ম্ম কুসুম—
ধর্ম্ম পরিমল;
ধর্ম্ম প্রাণের পুণ্য-প্রসার,
ধর্ম্ম হরে দুর্গতি-ভার,
বীর্য্যবানের ওজস্বিতা—
ধর্ম্ম তারই ফল॥

(৮২)

মানুষে মানুষে করিতেছে হানাহানি,
মানুষে মানুষে চলিতেছে বিদ্বেষ।
এ মহাকলঙ্কের নাই কি রে শেষ?

মানুষে হরিল মানুষের সম্মান,
মানুষে নাশিল মানুষের ক্ষীণ প্রাণ,
মানুষে শুষিল মানব-রক্ত রাশি,
বঞ্চিল হায় পরি' মানুষের বেশ!
অভ্র ভেদিয়া ওঠে মানুষের শির,
মানুষ নাকি রে জগতে বড় মহান্;
অবিচার দেখি' কেমনে থাকে স্থির,
কাঁদে না কেনরে তাঁদের মহৎ-প্রাণ?
কেন তারা কেহ ভাবিয়া দেখে না হায়,
নহে ত' জগৎ শুধু পশুদের দেশ!
জেগে ওঠ্ তোরা, প্রকৃত মানুষ যারা,
আত্মদানের উল্লাসে মাতোয়ারা,—
মানুষ কেমনে মানুষের মত হবে,
সেই দিকে তোরা দিবিরে অভিনিবেশ,
পশুত্ব হ'তে মুক্ত করিতে সবে
হতে হবে আজ নিজেদের নিঃশেষ॥

(৮৩)

মৃত্যুর মুখামুখি দাঁড়াইয়া কারে দেখি
ঘাতকের হিংস্র ভূষায়?
নির্ম্মম-শত্রু, তবু নয় শত্রু,—
শুনি তব নাম যেন গায়॥

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

সে ত' নয় মরণের অপদূত,
যদিও সে হিংসায় অদ্‌ভুত;
তার মাঝে তুমি আছ;
অক্ষি-পলকে নাচ
সুন্দর মধুমাখা জ্যোৎস্নায়॥

কত রূপে দেখা মোরে দিলে হে,
নয়ন-মানস কেড়ে নিলে হে,
এবার তোমার স্নেহ
করি' মোরে অবলেহ
বুঝি মোর প্রাণটুকু শুধু চায়॥

(৮৪)

মৃত্যুর সাথে মুখামুখি মোর
যেই দিন হ'য়ে গেল,
দেখিলাম তুমি অনিন্দ্য-সুন্দর,
মরণের মাঝে অমৃতের নির্ঝর॥

কে বলে তোমারে স্নেহলেশহীন?
কে বলে নিষ্করুণ?
তোমার ভিতরে আলিঙ্গনের
পিপাসা চির-তরুণ।
দূরে থাকিবারে দিবে না আমারে,
তাই ত' ভয়ঙ্কর
রুক্ষ রুদ্র ধূলি উড়াইয়া
তুলিয়াছ মহাঝড়॥
ছড়ায়েছ মোরে বিশ্বের মাঝে,
এখন চাহিছ কাছে,
দেরী আর তুমি সহিতে পার না,
শমন লাগালে পাছে।
সে আমারে তব কাছে নিতে চায়,
তাই সে হিংস্র কৃপাণ বাড়ায়
কিন্তু আমি যে দেখেছি তোমারে,
লভিয়াছি নির্ভর,
তোমার বক্ষে ইহপরকালে
আমার বসত-ঘর॥

(৮৫)

মরণ কেবল নামেই ভয়ঙ্কর,
মৃত্যু আছে ব'লেই সৃষ্টি
অপূর্ব্ব সুন্দর॥

মৃত্যু দিয়ে আড়াল ক'রে
নিজের স্বরূপ রাখলে ধ'রে,
কাট্‌লে আড়াল অমনি দয়াল
স্নিগ্ধ মনোহর।

জন্ম মৃত্যু রহস্য দুই
একের পায়ে বাঁধা,
দুই জনেরই সুরের সাধন
এক তারেতে সাধা,
এক জনাতে যুক্ত দুজন
সমান শক্তিধর॥

দূর হ'য়ে যাক্ আমার আঁখির
জন্ম-মৃত্যু-ধাঁধা
দূর হ'য়ে যাক্ সকল দ্বন্দ্ব,
সকল ভেদ ও বাধা,
একের মাঝে হোক্ সমাধি
শাশ্বত নশ্বর॥

(৮৬)

মরার আগে একটী কথা
যাই রে বলে,
মরার মতন নাই কিছু সুখ
এই ভূতলে॥

মরার মতন মরতে হবে,
তবেই জীবন সফল হবে;
লাভ কিছু নাই মরার অধম
পড়ে থাকায় বাঁচার ছলে॥

জীবন যাহার লাগ্‌ল না হায়
কারো কাজে,
মরণ যে তার বৃথাই হ'ল,
হ'ল বাজে;
জীবন মরণ সবই বিফল,
সব একাকার চখের জলে॥

মৃত্যুর আর ভয় করি না
একটী কণা,
আত্মদানের যজ্ঞে হব
শুদ্ধমনা;
দিনগুলি মোর আর কিছু নয়
নিত্যপূজার পুষ্প-নিচয়,
ধন্য হবে অঞ্জলিতে
আত্মাহুতির বেদীর মূলে॥

(৮৭)

জীবন মরণ তুচ্ছ করিয়া
মৃত্যুরে আমি করেছি জয়।
মৃত্যুতে মোর কোথায় ভয়?
লক্ষ ভুবন যাঁহার সৃজন
তাঁহাতে করিয়া সব অর্পণ
শান্ত আমার হয়েছে রে মন,
নিজেরে করিয়া তাঁহাতে লয়।
অনন্ত মোর হয়েছে জীবন—
জন্ম-মরণে সমন্বয়॥

কোটি কল্পের মহাবিপ্লব
নিমেষের মাঝে মোর অনুভব,
মহান্ সৃষ্টি তুলিয়াছে শির
সম্মুখে দেখি' মহাপ্রলয়॥

(৮৮)

জীবন যদিই ফুরাইয়া যায়,
ফুরাইয়া যায় বেলা রে!
চিরতরে তোর
ফুরাবে কি ভাই খেলা রে?

দেহের মরণে মরে না আত্মা
জাগ্রত রহে প্রাণ;
তপস্যা যদি হয় রে অনির্ব্বাণ,
দিকে দিকে তার কুশল-প্রভাব
করিবে সৃষ্টি নব নব ভাব,
জীবে জীবে হবে
প্রীতি-আনন্দ-মেলা রে!!

আত্মার পরে করি' নির্ভর
মরিয়াও হওয়া যায় রে অমর,
মরণ ত' শুধু ঘুম থেকে জাগা,—
মৃত্যুরে কর হেলা রে।
জন্ম-মৃত্যু শুধু ছেলেখেলা,
দেহ ত' মাটীর ঢেলা রে॥

(৮৯)

আজকে যদি
দিন ফুরিয়ে যায়,
ওরে, করবি কি হায় হায়?
শরীরটাই ধ্বংস হবে
আর কি হবে তায়?

বিশ্বজনের সুখের তরে
ধরলি এ জীবন,
কাজ—করলি মরণ-পণ,
এর মাঝেতেই জীবন-ব্রত
করবি উদ্‌যাপন।
দিনের মেয়াদ ফুরায় যদি,
তোর কি প্রত্যবায়?

রইলি ক'দিন এই শরীরে
তাই গুণে কি লাভ?
ওরে—ভাবেই আবির্ভাব!
ভাবছাড়া যার দীর্ঘজীবন,
রইল সে ত' পশুর মতন,
বইল কেবল গাধার বোঝা
হদ্দ নিরুপায়।
মৃত্যু দেখে সম্মুখেতে
কান্না তারই পায়॥

পরের সেবায় আনন্দ তোর,
তুই ত' ভাগ্যবান্,
ওরে—তুই ত' পুণ্যবান্!
জীবন কিম্বা মৃত্যু ওরে
দুটাই তোর সমান।
জীবন মরণ বিস্মরিয়া
উল্লাসে কর পূর্ণ হিয়া,
তোর মত আর ধন্য জনম
কার হবে ধরায়?

(৯০)

আমি যদি মরে যাই আজ বিকালে
কালকেই হয়ে যাব বিস্মরিত,
অমর হবার তরে করা মেহনৎ
মিথ্যা শ্রম, ইহা সত্যই ত'।।
তার চেয়ে ভাল কাজ প্রাণটা দিয়া
ভালবাসা-সমুদ্রে ডুবানো হিয়া,
প্রেমের পীযূষে প্রাণ রহিবে জীয়া,
মৃত্যুর ভয়ে কেন হব রে ভীত?

অতীতে কে চিনিত রে? ভবিষ্যতে
নাই বা চিনিল কেহ, কি হবে তাতে?
হৃদয় আনন্দে বিচিত্র ছন্দে
পুজিল পরমপ্রভু প্রতি প্রভাতে,
এতেই পরাণ মোর প্রফুল্লিত,
ধন্য হইনু আমি কাটায়ে দিবস-যামী
তাঁহার চরণে চিত-সমর্পিত॥

(৯১)

আমি যদি আর কভু নাহি কহি কথা রে,
চুপ ক'রে যাই চিরতরে,
তথাপি আমার বাণী ছুটি' যথা তথা রে
বিকশিবে প্রতি ঘরে ঘরে॥
কণ্ঠ আমার হায় তারি কাছে যেতে চায়,
দুঃখ যাহারে নিতি দহে,
আমার নিজের তরে নহে,
বিশ্বের সকলের প্রতি পল-বিপলের
কুশলের তরে কথা কহে,
অনুতাপ, সন্তাপ, অভিশাপ, অপলাপ
যাহাদেরে জাপটিয়া ধরে
তাদেরি লাগিয়া আমি কাঁদি রে দিবস-যামী
জ্বালায় জ্বলিয়া যারা মরে॥

অমলিন পন্থার নিদেশ করিয়া দান
আমি চাহিয়াছি দিতে সবারে নবীন প্রাণ,
মুকের কণ্ঠে দিতে ভাষা,
হতাশ হৃদয়ে দিতে আশা,
অবসাদ-খিন্নের মিটাতে ভুলের জের
কর্ম্ম দিয়াছি ভ্রমনাশা,
ছোট-বড় সবাকার না করি' জাতি-বিচার
নিয়াছি স্নেহের বুকে ধ'রে
অপরাধী ঘৃণ্য, না গণি' নগণ্য
টানিয়াছি প্রসারিত করে॥

(৯২)

জীবনের দীপ নিবিয়াই যদি যায়,
তাতে কি বা আসে যায়?
আমার জীবন আমার মরণ
তাঁরই বন্দনা গায়॥

ছিঁড়িয়াই যদি যায় রে বীণার তার,
থামিবে না তার অদম্য ঝঙ্কার,
দিকে দিকে কত আছে সজ্জিত
লক্ষ তরব তার,
অনুরণনের তরঙ্গ-তাল
কেবলি বাড়িয়া যায়;
যাঁরে নিয়া প্রাণ করিতেছে গান,
তাঁর সীমা কে বা পায়?

আরম্ভ নাই আমার গানের,
বিরাম নাহিক তার,
আদি ও অন্ত অনন্ত নিয়া
গাহি মহা-ওঙ্কার;
বিশ্বের যত সত্যের সুর
আমার গানেরে করে ভরপূর,
এ-গানেই যত অতীতের ঋষি
হৃদয় খুঁজিয়া পায়,
এ-গানেই যত ভবিষ্য যুগ
পূর্ণ হইতে চায়॥

(৯৩)

মৃত্যুরে আমি
করিব না কোনো ভয়।
দেহের মরণে তোমার চরণে
লভিব আমার লয়॥
লয় মানে নহে আমার বিনাশ,
তোমাতে মিশিয়া হব অবিনাশ,
দেহের পতনে তোমাতে আমাতে
ঘটিবে সমন্বয়॥
অসীমে সসীম যাইবে মিলিয়া
প্রেমের দুয়ার যাইবে খুলিয়া,
পাইব তোমারে সব-কিছু দিয়া,—
এই ত' আমার জয়;
আলোক হইবে স্বরূপ আমার
চির-আনন্দময়॥
ঘুচিবে সকল শ্রান্তি, ক্লান্তি,
জীবনের যত বিবশ ভ্রান্তি,
আমাতে ফুটিবে তোমারি কান্তি
পরম-জ্যোতির্ম্ময়
তুমি মিশে যাবে আমার সঙ্গে,
আমি হব তোমাময়॥

(৯৪)

কৃতান্তে আমি করিব না ভয়,
এই করি আজি পণ।
মৃত্যুর সাথে দিব আমি মহারণ॥

সবাই যাহারে বাসে শুধু ভয়,
সংগ্রামে তারে করিব যে জয়,
শুধু প্রেমবলে শক্তি তাহার
করিব অপহরণ,
বুকভরা স্নেহে টানি' হৃদি-গেহে
করিব চির-আপন॥

মৃত্যু নহে ত' ধ্বংসই শুধু
জীবনের সে যে দূত!
হলাহলে ঘেরা অমৃতের মধু
ভাবিতে কি অদ্‌ভুত!
বাহিরের আঁখি-নিমীলন, সে ত'
ভিতরে উন্মীলন!!

(৯৫)

এখনি যদি মিটিয়া যায়
জীবন-ভরা খেলা,
নিষেধ আমি করিব কেন তাতে?
দুর্লভ এ জনম-লাভ
কর্ম্মের এ মেলা,—
ছিল কি কিছু আমার নিজ হাতে?

অরুণ সবে জাগিল যবে
তরুণ আঁখি খুলি'
কে দিল তুলি চোখের ঠুলি,
কে দিল তারে বুলি?
কে দিল মুখে অমোঘ ভাষা,
কে দিল বুকে বিপুল আশা,
কে দিল তার ললাটে মাখি'
তোমারি পদধূলি?
নির্ভয়ে সে গরজি' চলে
জাগায় প্রাণ সদল-বলে,
সে ত' কেবলি তুমি, হে বলী;
আছিলে ব'লে সতত সাথে সাথে!

নিজে ত' আমি করিনি কাজ,
করিলে তুমি সব;
আমার নামে কেন হে আজ
যশের কলরব?
চেয়েছি আমি বারে বারে
গোপন পদ-সঞ্চারে
ছুটিয়া যেতে দ্বারে দ্বারে
আঁধার-ঘেরা বিষাদ-ভরা রাতে;
আমি যা-কিছু করার আগে
তোমারি দেখি করুণা জাগে,
জ্যোছনা হাসে বিজলী-রাগে,
পরশ তব সবার মাথে মাথে॥

(৯৬)

আমার জীবন পরের তরে
নিজের জন্য নয়,
তবে, কিসের মৃত্যুভয়?
বিশ্বজনের কুশল-কামী
ঝড়ের মতন ছুটব আমি
মর্ত্ত্য দেহের পতন হবে
পরম পুণ্যময়,
এক জনমে লাখ জনমের
ঘটবে সমুচ্চয়॥

মৃত্যুভয়ে কাতর হ'য়ে
ঘরের কোণে থাকা
কভু, বীরের ধর্ম্ম নয়।
সৎসাহসে সত্য কাজে
করব জীবন-লয়
বিশ্বজোড়া লক্ষ জনের
রুখ্‌ব বিপর্য্যয়॥

(৯৭)

আত্মদানের রক্ত-ধারায়
নিত্য করি' স্নান
ওরে, উল্লসে মোর প্রাণ॥

দুঃখ-বিপদ যতই আসে
চিত্ত আমার ততই হাসে,
দিগ্‌-দিগন্ত উচ্ছ্বসিয়া
জাগ্রত হয় গান,
সপ্তকে সুর নৃত্য করে
বিচিত্র তার তান॥

পরের জন্য জীবন দেওয়া—
তার যে কেমন সুখ,
বুঝবে কি সে আত্মসুখে
দুরন্ত যার ভুখ্?
জীবন দেওয়া জীবন পাওয়া,
আত্মবলি প্রাণের হাওয়া,
জীবন বাঁচে জীবন দিলে,
ধন্য পুণ্যবান্
সেই ত' সফল ত্যাগেই যাহার
আনন্দ মহান॥

(৯৮)

জীবন ত' মোর দেবার তরে
রাখার জন্যে নয়,
তার যে সকল সার্থকতা
আত্মদানেই হয়।
তুচ্ছ কাজে ক্ষুদ্র স্বার্থে
করব না এর লয়,
দ্বন্দ্ব দ্বিধা কুণ্ঠা লজ্জা
করব আমি জয়
মর্ত্ত্য দেহের মৃত্যুতে মোর
নাইক কোনও ভয়॥

চূর্ণ ক'রে অস্থি, মাংস,
চর্ম্ম, মজ্জা, মেদ—
আমার, নাইক তাতে খেদ—
নিঃশেষে সর্ব্বস্ব দিয়ে
ভাঙ্গব সকল ভেদ;
উচ্চ-নীচ সবাই এসে
প্রাণভরা আনন্দে হেসে
সবাই সবার আপন হবে
বিশ্বজগন্ময়॥

(৯৯)

মৃত্যু! তোরে তুচ্ছ ক'রে
চলব আমি পথ,
রক্ত-ধারায় স্নান ক'রে মোর
ছুটবে বিজয়-রথ॥

অতীত কিম্বা ভবিষ্যতের
নাই পরোয়া আজ,
নাইকো ভীতি, নাই ভাবনা,
নাইক কোনো লাজ।
জয় করাতেই সিদ্ধি আমার
ভয় আজিকে করব রে কার?
চুপটী ক'রে কেমন ক'রে
রইব স্থাণুবৎ?
আজকে কে তার হিসাব নেবে,
কার কি মতামত?

মৃত্যু রে আয় পায়ের তলায়
গেণ্ডুয়ারই মত
আঘাত প্রত্যাঘাতে তোরে
করব্ রে বিক্ষত,—
আদর্শবান্ বীরকে যে তুই
কর্বি দণ্ডবৎ॥

(১০০)

দেনা-পাওনার হিসাব মিটাব
মুখামুখি দাঁড়াইয়া,
মৃত্যু রে তোরে সম্মুখে দেখি'
বিন্দু কাঁপে না হিয়া॥

তোর যা নেবার কেড়ে নিয়ে যা রে
কেন রে হুমকি দিস্ বারে বারে,
আমার যা-কিছু বিশ্ববাসীরে
নিঃশেষে সব দিয়া
আমি শুধু আছি রিক্ত মুক্ত
একাকী নিজেরে নিয়া॥

শুনি' হুঙ্কার শুনি গর্জ্জন
স্তম্ভিত মোর নাহি হয় মন,
লিপ্ততাহীন চিত্ত আমার
সানন্দে তোরে দেবে মহারণ;
জানিস আমি যে অমর হয়েছি
প্রেমের পীযূষ পিয়া?

(১০১)

খর তরবারি দেখি' শিরোপরি
চিত্তে যাহার নাইকো ভয়,
জগতে অমর সেই ত' হয়॥

সদা করি' ভয় অবনত হয়,
যে যবে প্রবল তারি কথা কয়,
স্বাধীন বিবেক ধূলে পড়ে' রয়,—
মানুষ নামের যোগ্য নয়।
সবে জানে তারে কাপুরুষাধম,
ঘোষে অপযশ জগন্ময়॥

মৃত্যুরে জানি' অমৃত-দুয়ার
অক্লেশে বুকে ধরে বারবার
মরণ কি আছে তার কভু আর?
সে যে রে শমনে করেছে জয়!!

(১০২)

জীবন-ভরা করার মত
করি নি কিছু কাজ,
তথাপি মোর মরিতে ভয়
নাহিক কিছু আজ॥

তোমারি হ'য়ে তোমার তরে
ছুটেছি যত কত-না ক'রে,
বিফল যদি হইয়া থাকি
নাহি ত' কোনো লাজ॥

আমি ত' হরি তোমারি গড়া,
তোমারি হাতে রচনা-করা,
আমার সারা দেহ ও মনে
তোমারি দে'য়া সাজ।

(১০৩)

আজি কেন এই সরস প্রভাতে
সে দিনটী পড়ে মনে,
যেদিন কেহই রহিবে না মোর সনে?
আত্মীয়তার মিছা পরিচয়
ছুঁড়িয়া ফেলিতে নাহি হবে ভয়,—
যে ছিল শরীরে, আজ দেহে নাই,
তারে আর কে বা গণে?
নিজেরে ঘিরিয়া রহিবে যেদিন
সকলেই প্রাণপণে?

পুত্র, কন্যা সখা, সখী ব'লে
কি রবে কুটুম্বিতা,
কে কার বন্ধু, কে কাহার প্রিয়,
কে ছিল কাহার পিতা?
দেহ-অবসানে কে কাহারে মানে,
কে চাহে সেদিন ফিরে কার পানে?
সবাই রহিবে মত্ত হইয়া
নিজ সংসার-রণে॥

কিন্তু হায় রে! সংসার মোর
বিশ্বভুবন নিয়া,
একা আমি হব
কাহারে বা বাদ দিয়া?
কাহারে ছাড়িয়া যাইব কোথায়?
সবারি লাগিয়া প্রাণ কাঁদে হায়।
সংসার বাড়ে যত দিন যায়,
আমি বাঁধা জনে জনে।
কে বুঝিবে মোর অসহ বেদনা
হৃদয়ের স্পন্দনে?

(১০৪)

সেই দুঃখের দিনে
তুমি ছিলে মোর সাথী,
আমিও তোমারে হৃদয়ে আবরি',
জাগিতাম সারা রাতি॥

দুঃখ শুধুই দুঃসহ নয়,
দুঃখই ছিল ভালো,
আমার অমার তিমিরের মাঝে
ফুটাইত প্রেম-আলো;
আজিকে দুঃখ নাই,—
ভুবন খুঁজিয়া তাই কি তোমারে
কোনোখানে নাহি পাই?
কোথায় লুকালে মোহন মুরলি,
আঁখির বিজলী-ভাতি'?

সুখ-শয্যায় কন্টক-রাশি
একি বিপত্তি হায়!
অবাধ স্বাধীন্ জীবনের মাঝে
পদে পদে শুধু দায়।
দুঃখ এড়ায়ে তোমারে হারানু,
সম্পদে শুধু অভাবই বাড়ানু,
পলে অনুপলে নিষ্প্রভ হ'ল
আমার জীবন-বাতি;—
দুঃখ দাও, দুঃখ দাও,
নিব সব মাথা পাতি'॥

(১০৫)

যে যায়, সে চলে যায়
অবহেলে কুতূহলে হাসিয়া;
আমরা কাঁদিয়া মরি
দিবানিশি আঁখি-জলে ভাসিয়া;

যে যায়, সে চলে যায়,
পিছনে ফিরে না চায়,
শিরে করি' করাঘাত
মিছে করি হায় হায়;
যায়, সে যে উড়ে যায়
গগন-মেঘ-মালায়
মরণেরে কত ভালবাসিয়া॥

চলে যাওয়া জীবনের
নিদারুণ পরিণতি,—
জীবের সসীম লীলা
মহাশিবে করে নতি,
জীবন-মরণ-মাঝে
যেটুকু প্রভেদ আছে
সবটুকু একেবারে নাশিয়া॥

(১০৬)

আসা আর যাওয়া, একি
নিদারুণ খেলা রে!
কি ব্যথা খেলার ছলে
কি জ্বালা হাসির তলে,
বুঝা যায় শুধু সেই
বিদায়ের বেলা রে॥
কেহ ত' ছিল না কারো
পরিচিত জন,
কোথা হ'তে এসে হ'ল
প্রাণেরো আপন;
দেখিতে না দেখিতে যে
অপরূপ সাজে সেজে
শত-সমারোহ-ময়
মিলাইল মেলা রে॥
তারপরে একদিন
অশনি-পাতে
কোথায় চলিয়া গেল
যে ছিল সাথে;
খুঁজিয়া না পাওয়া যায়,
প্রাণ করে হায় হায়,—
যে রহিল, সে ত' শুধু
মাটিরই ত' ঢেলা রে!!

প্রাণ ত' চলিয়া গেল
আপন কাজে
রেখে গেল প্রিয় সবে
সকরুণ কলরবে
কাঁদিয়া মরিতে শত
স্মৃতির মাঝে
"ছিল সে" এ স্মৃতিটুকু
বুকে করে ধুকু ধুকু,—
এদেশে ওদেশে যেন
মিলিবার ভেলা রে!!

(১০৭)

বাস্‌তে ভাল পারলি না তুই,
বৃথাই যে তোর মানুষ নাম।
হিংসা, ঘৃণা, মিথ্যা কেবল
দেয় রে ঘৃণ্য পরিণাম॥
মানুষ ব'লে করিস্ গর্ব্ব?
পশুর স্বভাব কর্ রে খর্ব্ব।
দে, দিয়ে দে সব-কিছু তোর
সর্ব্বজনের সুখ-কাম,
আত্মদানে বাড়্‌বে রে তোর
সত্য মানুষ নামের দাম॥

মানুষ শুধুই নয় রে মানুষ,
সৃষ্টিতে সে সব-সেরা,
দেবত্ব আর ঈশ্বরত্ব
চৌদিকেতে রয় ঘেরা;
ইচ্ছা হ'লে পারে রে সে
দেবতা-ঈশ্বরের বেশে
লক্ষ কোটি আর্ত্তজনের
প্রাণ করিতে পূর্ণকাম;
রক্তমাংস নয় রে মানুষ,
মানুষ প্রেমের পুণ্যধাম॥

মানুষ মানবতার বেদী,
নাই রে তাতে হিংসা-লেশ;
দেবতারও পূজ্য মানুষ,
পুণ্যকীর্ত্তি তার অশেষ;
সর্ব্বজনের সুখের লাগি'
নিত্য নয়ন রয় রে জাগি',
বিশ্বজনার দুঃখ-দূরণ
ধ্যান যে তাহার অবিরাম,
তাই ত' মানুষ সবার শ্রেষ্ঠ,
তাই ত' মানুষ অভিরাম॥

(১০৮)

আপন জনেরে সবাই বাসে রে ভালো,
পরেরে বাসিতে প্রয়োজন হৃদয়ের,
যার মাঝে আছে বিশ্বপ্রেমের আলো,
যার মাঝে আছে উদারতা সাগরের॥
হিমাদ্রি হ'তে আরো বেশী উচু হোক্
ভালবাসিবার বিচিত্র সুখ-লোক,
অতিক্রমিয়া কোটি বিশ্বের সীমা
ছড়াইয়া যাক্ তোর দুবাহুর বেড়॥
ছোট, বড়, উচু, নীচু যে যেখানে আছে,
কবে প্রেমভরে টানিয়া আনিবি কাছে?
চেনা কি অচেনা না করি' কোনো বিচার
ভুলাইয়া দিবি দুখরাশি জীবনের?

(১০৯)

বনফুলের কুঁড়ি রে তুই
ফুটলি বুঝি বনে,
ফুটলি রে ঐ নীল আকাশে,
ফুটলি আমার মনে॥

ফুটলি রে তুই কি আনন্দে,
নিজেই ব্যাকুল নিজের গন্ধে,
তাই কি সুরু প্রেমের খেলা
করলি আমার সনে?
চখ বুজে তাই তোরেই দেখি,
আমার চোখে তোরই আঁখি,
অশ্রু হ'য়ে মুক্তা ঝরে
তাই কি দু নয়নে?
কার চরণের আশা ক'রে
মাটির বুকে পড়িস্ ঝ'রে
কার লাগি' তুই বাসিস্ ভাল
সবার প্রিয় জনে?

(১১০)

গাহে পাখী ললিত কূজন,
জানো কি কাহার আবাহন?
উদার আকাশ জুড়ি'
অবাধে চলিছে উড়ি'
প্রেমহীন ভয়হীন মন;
সুধার কণিকা খসি'
গোপনে হৃদয়ে পশি'
প্রাণ মন করে উচাটন।

এমন সরল আর এমন মধুর,—
তার মাঝে বিরহের বেদনা-বিধুর,
কবে রে, কবে রে হবে হৃদয়-চকোর
অনুদিন অধীর এমন?

(১১১)

পাখী ওই গাহে ঘুম-ভাঙানোর গান,
আমি কি কেবল ঘুমেই রহিব পড়ি?
জাগিবে না মোর সুপ্ত নিথর-প্রাণ,
দিবারাতি দিব শয্যায় গড়াগড়ি?
বেলা থাকিতেই নিদ্রায় পড়ি' ঢলি'
স্বপ্নে ঘুরিনু মিথ্যার অলিগলি,
সবারে ভুলানু কেবল নিজেরে ছলি'
নিজ কল্যাণ একেবারে বিস্মরি'॥
ঘুম, শুধু ঘুম, ঘুমেরই চলিছে খেলা,
রাত চলে গেল, বাড়িতেছে শুধু বেলা,
বুঝিতেছি সব, তবু তবু অবহেলা,
চিরটা জনম থাকিব জীবনে মরি'?
কোথা দয়াময়, রুদ্র তোমার রূপে
মম অন্তরে এস নাথ চুপে চুপে,
অনল জ্বালাও হৃদয়-অন্ধ-কূপে,
শিরে হানো বাজ অবসাদ অপসরি'॥

(১১২)

জাগরণী গীতি, সে ত' মিলনের গান,
যে গানে বিশ্ববাসী
ভুলি' শত দুখরাশি
হবে একমন এক প্রাণ॥
যে গানে ভুলিবে সবে হিংসা ও ক্রোধ,
যে গানে ভুলিবে যত হীন প্রতিশোধ,
যে গানে সবাই মিলি হবে আগুয়ান্
ইতিহাস বিরচিতে মধুর মহান্॥
সেই গান গাব আজি, গাব সেই গান
ভুলি অভিমান আর ভুলি' অপমান,
হৃদয়ে টানিয়া জোরে
বাঁধিয়া প্রেমের ডোরে
করিব বিরোধী জনে জীবন-সমান;
আমার প্রেমের হবে বিজয়াভিযান॥
ভ্রান্তির বশে জীব কুকাজ করে,
জ্ঞানের বিকাশে তাপে জ্বলিয়া মরে,
প্রেমবলে প্রেমোদয়
দূরিবে সকল ভয়,
সমতা মমতা দিবে সাগর-প্রমাণ
জগতে লিখিত হবে নব-অভিধান।

(১১৩)

আমি—গাইব শুধু গান,
যাতে—জাগবে আমার প্রাণ॥
আমি—গাইব তেমন গান
যাতে—জাগ্‌বে সবার প্রাণ,
যাতে—করবে আত্মদান
অতি—ক্ষুদ্র ও মহান্॥
আমি—গাইব প্রাণের গান,
ভুলে—সকল অভিমান,
ভুলে—মিথ্যা যত ভাণ,
ভুলে—অসত্য অজ্ঞান॥
আমি—গাইব মধুর গান,
আমার—কোমল প্রাণের তান,
যাতে—স্নিগ্ধতা অম্লান,
যাতে—বইবে প্রেমের বান॥

(১১৪)

মনের সাধে গাইব রে গান
সন্ধ্যা-সকাল দিন-রজনী,
মিথ্যা ত' নয় চিত্তে শয়ান
সঙ্গোপনে পরশমণি॥

একটু খানি পরশ তাহার
ছড়িয়ে দেবে রূপের বাহার,
মরচে-ধরা লোহার পাহাড়
হবে রে ভাই সোনার খনি।
তুচ্ছ আমার গানের তানে
আনব ডেকে প্রেমের বানে;
দুঃখেতে কর মাথায় হানে,
তাদের আমি কর্‌ব ধনী।
উচ্চ-নীচের নাইক বিচার,
যেথায় যে থাক্ সবাই আমার;
আমি আপন বিশ্বজনার—
হোক্ না পুরুষ হোক রমণী,—
অধম অনাথ দুঃখী জনে
বক্ষে ধ'রে ধন্য গণি॥

(১১৫)

তোমারে বাসিলে ভাল
মরণের ভয়
তোমারি চরণ-তলে
পেয়ে যায় লয়॥

যে তোমারে ভালবাসে
মরণ তাহার পাশে
প্রেম-ভরে ছুটে আসে
অতি সহৃদয়;
মরণ তাহার কাছে
বিভীষিকা নয়॥

তোমার অধর হ'তে
স্নেহের সুধা
মরণ বহিয়া আনে
হরিতে ক্ষুধা,
হরিতে সকল তৃষা,
ঘুচাতে নিবিড় নিশা
মরণ বহিয়া আনে
প্রেমের মলয়
তোমার পরশ-মাখা
ভালবাসা-ময়॥

মরণ আসিবে বলি'
ভয় নাহি মোর—
মরণের কথা শুনি'
বুকে বাড়ে জোর,

জীবন-মরণ মাঝে
শুধু তব প্রেম রাজে,
সমান আমার কাছে
সৃজন-বিলয়॥

(১১৬)

জীবন তাহার নাম—
সতত সংগ্রাম,
সতত সজাগ চেষ্টা,
নাহিক বিশ্রাম॥

অনুদিন অনুক্ষণ
অসত্যের সাথে রণ,
উৎসাহ উদ্যত সদা,
যত্ন অবিরাম॥

নিমেষের তরে নাহি
আলস্যের লেশ,
হাসি-মুখে সহ্য করে
অকথন ক্লেশ,
অতিশয় সঙ্গোপনে
নিবিড় বাহু-বন্ধনে
হৃদয়ে বাঁধিয়া রাখে
পরব্রহ্ম-নাম
অন্তরে দর্শন করে
রূপ অভিরাম॥

সেই ভাগ্যবান জন
নমস্য আমার,
জীবনের ভিত্তিমূলে
নিত্য প্রেম যার,
পিয়া নাম-রসায়ন
যার চিত্ত-তনু-মন
হেরি' শত প্রলোভন
নিয়ত নিষ্কাম॥

(১১৭)

জন্মেছি ভাই মানুষ পরিচয়ে॥
সর্ব্ব কর্ম্মে জাগাও শক্তি
সত্য মানুষ হ'য়ে॥

দুঃখী জনার দুঃখ দূরণ,
অবোধ জনার বোধের স্ফুরণ,
তোমার সকল সাধের পূরণ
এক সাথেতে লয়ে,
চলো রে ভাই ধন্য-জীবন
পূণ্য কেতন ব'য়ে॥

কর্ম্মফলে যেই যেখানে
থাকুক না ভাই প'ড়ে
তোমার চেষ্টা সেই সেখানে
তুলুক মানুষ গ'ড়ে
অনাদৃতে দাও হে সোহাগ,
তুচ্ছ জনে দাও অনুরাগ,
আত্মসুখে হও বীতরাগ,
স্থিতপ্রজ্ঞ হ'য়ে,
আত্মদানের করবে যজ্ঞ
সকল মানুষ ল'য়ে॥

সেই ত’ আসল মানুষ রে ভাই,
নিজের জন্য যার কিছু নাই,
পরের জন্য রচে রে ঠাঁই
নিজেই ক্ষ’য়ে ক্ষ’য়ে;
পরের দুঃখ দূর ক’রে দেয়
নিজেই দুঃখ স’য়ে॥

(১১৮)

মানুষের সাথে মানুষের পরিচয়
প্রেম দিয়া শুধু হয়,
স্বার্থ-বিহীন শুদ্ধতা-লীন
স্নিগ্ধ হৃদে যা রয়,
পুণ্যে যাহার জন্ম, নিত্য
তৃপ্তিতে যার লয়॥

হিংসা-নিন্দা-ঘৃণা-বিদ্বেষে
জর্জ্জরিত এ ধরা
তার মাঝে তোরে বল্ কোন্ দেশে
মানুষ দিবে রে ধরা?
সে দেশ প্রেমের, সে দেশ স্নেহের
মমতায় মধুময়॥

পর নহে পর, সে যে রে আপন,
প্রেম দিয়া যায় চিনা;
কে কার আপন অতি প্রিয়জন,
কে জানিবে প্রেম বিনা?
দিবস রজনী প্রেমানুশীলন
হোক রে সাধনা সারাটি জীবন,
হৃদয়ের তার পরাইবি যদি
খুঁজে আন প্রেম-বীণা,
প্রেম-ঝঙ্কারে গভীর আঁধারে
অরুণ হবে উদয়,
স্তব্ধ হইবে উদ্যত-ফণ
ক্রুদ্ধ লালসা-চয়॥

(১১৯)

মনের কথাটি ঘুরে যায় আশে পাশে
সরল সহজ কবিত্বহীন ভাষে,
তারে ধরি’ আমি শুনাই তোদের
নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে॥

মনে যাহা জাগে সকলের আগে
উষার ললাটে সিঁদূরের রাগে
চকিতে ছড়ায় দশ-দিগ্-ভাগে
অনন্ত মহাকাশে,
দিতে চায় কোটি প্রাণে ঝঙ্কার
অদম্য অভিলাষে
নিজেরে ধরিতে সবার সমুখে,
বাঁধিতে প্রেমের পাশে॥

আমার চিত্ত বিশ্বের মধু দিয়া
নিঃস্বের শত দুঃখরাশিরে
নিতে চায় আবরিয়া,
হৃদয়-রক্ত পরমযত্নে
দিতে চায় নিঙাড়িয়া;
মনের কথাটী কমল-কাননে হাসে,
মনের কথাটী সাগর-সলিলে ভাসে
পূর্ণিমা-অমা জানিয়া সমান
বিমুক্ত উচ্ছ্বাসে॥

(১২০)

শূদ্রেরে তোরা যতই করিলি ঘৃণা,
ততই সাধের জননী তোদের
জগতে হইল দীনা,
ততই হইল সম্পদহীনা,
যুগে যুগে পরাধীনা॥

শূদ্রেরে তোরা জানিলি ক্ষুদ্র ব'লে
চিরকাল হায় রাখিলি চরণে দ'লে,
ব্রহ্ম-বিদ্যা-অধিকার হ'তে বঞ্চিলি কত ছলে
আজি তারি ফলে আপনার ব'লে
কেহ নাহি দেয় চিনা,
গতিহীন জয়-রথের চক্র,
ছিন্ন হৃদয়-বীণা॥

ছোটরে সাদরে বক্ষে তুলিয়া নে রে,
চোখের পলকে শক্তি যাবে রে বেড়ে,
বিরুদ্ধ যত অপদেবতারা নিমেষে যাইবে হেরে,
ভারত-জননী মহিমা-শালিনী
হবে রে সেদিন জগৎ-পালিনী
মহাগৌরব-সিংহাসনে সে
হইবে রে সমাসীনা॥

(১২১)

ছোটরে বুকে টানিয়া নে রে,
তবে ত' হবি বড়!
বিশাল হিমালয় ত' শুধু
অণুরে করি' জড়॥
অনাদরে যে পড়িয়া আছে
ছুটিয়া যা রে তাহারি কাছে,
বড়'র ভয়ে লুকায়ে শির
কাঁপে যে থরথর,
নিজেরে জানি' অতীব দীন
যাহার আশা অতলে লীন,
নয়নবারি ভরসাহীন
ঝরিছে দরদর॥
স্নেহের টানে আনিয়া কাছে
ভরিয়া প্রাণমন
হৃদয়-জোড়া প্রেমের মধু
করিবি বরষণ,—
তবে ত' তার কাটিবে ভয়,
জাগিবে আশা জীবনময়,
তবে ত' হাসি' ছুটিয়া আসি'
যুঝিবে খরতর
করিতে এই জগৎখানা
সুষমা-সুন্দর!!

(১২২)

হৃদ্‌গগনে শুভ লগনে
উদিল আজি চাঁদ।
জোয়ার-জলে বিপুল ঢলে
ভাঙিল যত বাঁধ॥
চাঁদের কণা পরশ পেলে
উছল-কল-কলিত-রোলে
সাগর-বারি উজানে চলে,—
মিছা নয় প্রবাদ॥
স্নিগ্ধ ঐ কিরণ লভি'
অতীত আমি ভুলিনু সবই,
ভুলিনু আমি যা-কিছু ছিল
অন্তরে বিষাদ।
ভুলিনু আমি জানা-অজানা
ভ্রান্তি ও প্রমাদ॥
ঘুচিল মম সঞ্চিত
অতীত যত ব্যথারাশি,
বিগত হ'ল লাঞ্ছিত
বিফলতার উপহাসি,
পূরিল মম গোপনে-পোষা
স্বগত যত সাধ॥

পাইনু কণা, পাইনু সব,
লভিনু আজি এ কি বিভব!
ছোট কি বড় প্রতিটি কাজে
এ কি অমৃত স্বাদ॥

(১২৩)

তুমি বুঝি থাকো আকাশের নভোনীলে,
তুমি বুঝি থাকো সাগরের ঐ তীরে,
রূপান্তরিয়া আপনারে তিলে তিলে
কতবার তুমি কাছে আস ধীরে ধীরে॥
কখনও চিনি, কখনো চিনিতে নারি;
কখনো জানিনা, কখনো জানিতে পারি;
বিচিত্র তুমি বহুরূপী বলিহারি!
প্রতিবার তুমি কেড়ে নাও মনটীরে।
কতবার তুমি কাছে আস ধীরে ধীরে॥
তাই ভালবাসি পাহাড়ের উচু শির,
তাই ভালবাসি সাগর-সরিৎ-নীর,
তাই ভালবাসি বেলাভুমি জলধির,
তাই ভালবাসি চলোর্ম্মি বারিধিরে।
এ ভালবাসায় কাছে আস তুমি ধীরে॥

তাই ভালবাসি বনানীর নীরবতা
মৌঞ্জী-মেখলা রচি' দেবদারু যথা
জপিছে প্রণব সংযত করি' কথা,
শাদা-কালো মেঘে চারিদিক রাখে ঘিরে
চুপি চুপি আস কত কাছে কত ধীরে।
তাই ভালবাসি আলো ও আঁধার সব,
নিজ নিজ ভাষা যেখানে হ'ল নীরব,
পাই যে তোমার অবিরল অনুভব
অন্ধকারের গাঢ় আবরণ চিরে,
ধরা দাও তুমি ধীরে ধীরে, অতি ধীরে॥

(১২৪)

ঈশ্বর, তুমি দুর্ব্বলে দাও বল,
সব গেছে যার, হও তুমি তার
সঞ্চিত সম্বল।
কিছু নাহি যার হও তুমি তার
অখণ্ড মহাবল॥
বিশ্বাস হায় হারাল যারা,
হ'ল যারা আশা-ভরসা-হারা,
সবার বক্ষে আশার বহ্নি
জ্বালাও অচঞ্চল।

ভগবান্! তুমি ভাগ্যহীনেরে ডাকো,
তোমার স্নেহের পরশে তাহারে ঢাকো,
জাগাও তাহার চির-চেতনায়
সত্য সুনির্ম্মল,
জাগাও তাহার লুপ্ত আশায়
দীপ্তি সমুজ্জল॥

মনমরা যত হতাশা-মলিন
নিজেরে ভাবিয়া অযোগ্য দীন,
নিজেরে জানিয়া হীনাদপি হীন
নিজেরে হানিছে নিজে,
বুঝিতে পারে না, ভাবিতে জানে না
করিছে কুকাজ কি যে,
তাদের কুমতি নাশি'
বুকভরা প্রেমে কাছে টেনে আনো
বিদূরি' পাতক-রাশি'
পীযূষ পিয়ায়ে তোলহে জীয়ায়ে
জীয়নে-মরার দল,
দূর কর যত গরলের জ্বালা,
দূর কর হলাহল॥

ধরণী খুঁজিয়া আপনার জন
পাইল না যারা কেউ,
দুঃখ-সাগরে গণে অগণন
সীমাহীন শুধু ঢেউ,
তাহাদের কাছে আনো,
তোমার বক্ষে টানো,
ভুলিয়া শঙ্কা উদ্যমে হোক্
কর্ম্ম-সমুচ্ছল,
লক্ষ ভুবন জুড়িয়া করুক
আনন্দ-কোলাহল॥

(১২৫)

তোমাতে আমার বিশ্বাস দাও,—
তোমারে জানিয়া সত্য,
জগতের যত সুমহৎ কাজে
নির্ভয়ে হব মত্ত॥
তুমি আছ মোর বলের উৎস-
একথা বুঝায়ে দাও,
হৃদয়ের যত দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব
নিজ হাতে মুছে নাও;
দূর ক'রে দাও শঙ্কা,
বাজায়ে বিজয়-ডঙ্কা
তোমারি সেবায় বিকাইয়া দিব
জীবন তোমারি দত্ত॥

ছলনা হইতে রক্ষহ বারে বারে
নাহি যেন পড়ি সংশয়ান্ধকারে;
বিশ্বাস দিবা-আলোকের মত
দেখাইয়া দিক্ মোর পথ যত,
বিশ্বাস মোর দীন অভিযানে
জাগাক্ অভিনবত্ব,
ক্ষুদ্র তুচ্ছ কাজে যেন পারি
লভিতে মহামহত্ত্ব॥
জগতের যত সুকঠিন কাজে
নির্ভয়ে হব মত্ত,
জগতের যত সাধারণ কাজে
জাগাব অভিনবত্ব,
জগতের যত প্রাণহীন কাজে'
প্রাণ পাবে মহাসত্য,
জগতের যত সুমহৎ কাজে
নিজেরে বিলাব নিত্য॥

(১২৬)

বিশ্বাস দাও প্রতি নিঃশ্বাসে
শোণিতের তালে তালে,
বিশ্বাস দাও মেরু-মজ্জায়,
বিশ্বাস দাও নয়ন-কোণায়,
ধূর্জ্জটি সম জ্বলদ্‌বহ্নি
বিশ্বাস দাও ভালে॥

বিদূরি' অবিশ্বাসের আঁধার
বিশ্বাস দাও বক্ষে আমার,
বিশ্বাস যেন সুধা জ্যোছনার
সারা দেহ-মনে ঢালে,
প্রতিটি কর্ম্মে, প্রতি মুহূর্ত্তে,
চরণের প্রতি চালে॥

বিশ্বাস দাও হৃদয় ভরিয়া,
বিশ্বাসে মোরে লহ হে গড়িয়া
বিশ্বাস যেন না হারাই আমি
অনন্ত ভাবী কালে॥

বিশ্বাস-বলে নিঃস্বেরা সব
করিবে বিশ্বজয়,
অবিশ্বাসীরা হইবে নীরব,
নিরাশা পাইবে লয়,
শত বেদনায় মথিত হৃদয়
উল্লাসে হবে উচ্ছ্বাসময়
পদাঘাতে দিবে করিয়া ছিন্ন
দুর্ভাবনার জালে;
উড়াইয়া দিবে বিষাদের মেঘ
পাপের পঙ্গপালে॥

(১২৭)

নিঃশ্বাস যদি নিঃশেষ হ'য়ে যায়,
বিশ্বাস যেন তথাপি মোরে না ছাড়ে,
আশ্বাস যদি ধূলে গড়াগড়ি খায়,
প্রাণ চাহে যেন তোমারেই বারে বারে॥

সকল আশার ভিত্তির মূল যদি
ঝঞ্ঝার তোড়ে উপাড়িয়া যায় হরি,
উৎপীড়নের দাবানলে নিরবধি
জীবন্তে যদি দগধিয়া আমি মরি,
তবু যেন তব মধুময় নামখানি
অন্তরে মোর উৎসাহ দেয় আনি',
ভ্রান্ত চপল জটিল কামনা যেন
এক চুল মোরে টলাইতে নাহি পারে॥

তোমার মতন আপন আমার নাই,
বিশ্বাসে যেন প্রত্যয়টুকু পাই;
জীবনে মরণে পতনে অভ্যুদয়ে
তুমিই থাকিও সত্য এ সংসারে,
আমার যা-কিছু সবি ত' তোমারে ল'য়ে,
তোমারি রাগিণী আমার বীণার তারে॥

(১২৮)

দুর্ব্বল জনে বিশ্বাস দাও হরি,
বিশ্বাসে রাজে বিশ্বের যত বল।
বিশ্বাসে দাও সবার চিত্ত ভরি',
বিশ্বাসে হোক্ ত্রিলোকের মঙ্গল॥

অবিশ্বাসের তপ্ত শ্বাস টানি'
জীবে জীবে বৃথা করে হায় হানাহানি,
কাহারো কর্ণে পশিল না তব বাণী,
মিছাই করিছে দুদিনের কোলাহল,
মিথ্যা দ্বন্দ্বে প্রমত্ত হ'য়ে হায়
আকণ্ঠ পান করিতেছে হলাহল॥

বিশ্বাস করি তোমার অভয় নামে
দুর্ব্বল যেন ভুলে যায় সব ভয়,
ভ্রূক্ষেপ নাহি করে দক্ষিণে বামে,
তোমার সেবায় আপনারে করে লয়,
সম্মুখে যেন চলে বীর-বিক্রমে,
অবহেলে মরি' মৃত্যুরে করে জয়,
সে যেন একথা নির্ভুল ভাবে জানে
তোমার পূজার সে যে গো পুষ্পদল॥

(১২৯)

তোমাতে আমার বিশ্বাস যেন
প্রাণান্তে নাহি টলে,
এই প্রার্থনা তোমার চরণ-তলে॥

শত কোটি বার এই ধরণীতে
আসিয়াছি একা দুঃখ গণিতে,
এবার এসেছি সবার সহিতে
সবার পুণ্য-ফলে,
নিজে আসি নাই, সবাই টেনেছে
কত তপস্যা-বলে॥

সবাই সবার লাগিয়া পাগল
সকলের তরে ফেলে আঁখিজল,—
আসিয়াছি শুধু এ পুণ্যছবি
ধরায় দেখিব ব'লে॥

প্রেম বিতরিতে দুখ বিদূরিতে
পুলক জাগাব সকলের চিতে,
স্বার্থের বলি অক্লেশে দিতে
শিখাইব কুতূহলে,
বিশ্বাস-রূপ প্রদীপটী যদি
অন্তরে সদা জ্বলে॥

(১৩০)

বিশ্বাসের বলে বলীয়ান্,
হও রে ধীমান্॥
বিশ্বাসে জাগিবে শক্তি,
বিশ্বাসে লভিবে মুক্তি,
বিশ্বাসেই বিশ্ববাসী
হবে বীর্য্যবান্॥

অবিশ্বাস করি' নিজে
হ'লে ক্রীতদাস,
বিশ্বাসের বলে ছিন্ন
কর বদ্ধপাশ,
বিশ্বাসে লভিয়া প্রাণ
হও কর্ম্মে আগুয়ান্,
নিজে লভ ত্রাণ, বিশ্ব
কর পরিত্রাণ॥

(১৩১)

বিশ্বাসের বলে বিশ্ব
করিব বিজয়,
দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মোর তরে নয়॥

দিগন্তের বিভীষিকা,
খাণ্ডবের অগ্নিশিখা,
সকলি করিব তুচ্ছ,
রহিব নির্ভয়॥

যত বাধা বিঘ্ন রাশি
অবহেলে যাব নাশি',
করিব আতঙ্ক যত
পদ-তলে লয়॥

(১৩২)

অবিরাম ঝরে তুহিনের কণা
শোণিত জমিয়া যায়,
হৃদয়-যন্ত্র অবশ হইয়া পড়ে,
জীবনের মহীরুহেরে যখন
মৃত্যুর অজগর
প্রবল পেষণে কেবলি চাপিয়া ধরে॥

বিদ্যুৎ-সম উজ্জ্বল হ'য়ে আসি'
কে হে তুমি খর-খড়্গ-আঘাতে নাশি'
সকল আপদ সকল বিপদ
সকল মৃত্যু-ভয়
একটী তুড়িতে হতাশারে কর জয়?
কে তুমি হে, দীন জীর্ণ শীর্ণ
দুর্ব্বল অভাগারে
স্নেহ ভ'রে দাও, প্রেমে টেনে নাও
বিশাল বক্ষোপরে?
হৃদয় যখন অবশ হইয়া পড়ে॥

আকাশে অশনি গরজে ভীষণ
পদতলে চলে ভূমি-বিদারণ,
পর্ব্বত-নদী, নগর-পল্লী
ভেঙ্গে চুরে একাকার,
শত বরষের সযতনে গড়া
উপবন ছারখার;—
কে তুমি জাগাও যৌবনরূপে
নূতন উদ্দীপনা,
কে তুমি জ্বালাও জীবন-প্রদীপে
নব-বহ্নির কণা,
কে তুমি হে শত ধ্বংসের মাঝে
আবার লও হে গ'ড়ে,
হৃদয় যখন অবশ হইয়া পড়ে?

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

(১৩৩)

চারিদিকে যত জঞ্জাল জমে গেল—
সে ত' শুধু আমি তোমারে ভুলেছি ব'লে,
দশ দিক্ জুড়ি' ঝঞ্ঝা নামিয়া এল—
সে ত' শুধু প্রভু মোরে জাগাবার ছলে॥

তোমারে ভুলিয়া থাকিতে চাহিনু যত,
ততই ত' তুমি আসিয়াছ মোর কাছে
বুঝাতে চেয়েছ—"কেহ নাহি মোর মত"
"এমন আপন আর কোথা বল আছে?"
বুঝাতে চেয়েছ—"ভুলে সংসার-মায়া
আমার বক্ষে আয় রে ছুটিয়া আয়",
বুঝাতে চেয়েছ—"দেখিয়া অসার ছায়া
কেন প্রাণ তোর প্রলুব্ধ হ'য়ে যায়?"
বুঝাতে চেয়েছ—"আমিই নিকট তোর,
বক্ষে টানিয়া রাখিব আমারি বলে॥"

তাই তুমি মোরে বিষম বিপদ দিয়া
বার বার কাছে নিতেছ আকর্ষিয়া,
তাই তুমি মোরে দুঃখ-বেদনা দিয়া
জোর করি মোরে লইতেছ আপনিয়া,
কিছুতেই মোরে পর হ'তে দিবে না ক'
তাই জাগ্রত প্রহরীর মত থাক,
অক্ষি-তারকা অনিমেষ তব জ্বলে
চরণ আমার বিপথে যেন না চলে,
করুণা দেখিয়া যদি কভু আঁখি জলে
ভাসিতে ভাসিতে পরাই তোমার গলে,
যে মালা গেঁথেছি জীবনের প্রতি পলে
হৃদয়-সরসী-সঞ্জাত শতদলে॥

(১৩৪)

নিজেরে করিব নিঃশেষে দান
এই হোক্ আজি পণ,
এই মহাব্রত করিব পালন
আজীবন আমরণ॥

চন্দন যথা নিজেরে ক্ষয়িয়া
পরমদয়িতে লয় আপনিয়া,
আমিও তেমন নিজেরে খোয়ায়ে
লভিব পরম ধন,
আমার প্রাণের প্রভুরে পাইব
আমাতে চির-লগন॥
সুখ সুখ করি' কাঁদিয়া মরিয়া
লাভ কি আর,
পরম প্রভুর চরণ যে মোর
সুখ-আগার,
নিজেরে বিলায়ে পরম হরষে
কৃতার্থ হব পরম পরশে,
ধন্য হইবে মোর তনুমন,
ধন্য হবে নয়ন॥

(১৩৫)

মানুষের দেহ পেয়েছি রে ভাই,
মানুষের পেনু মন,
এর চেয়ে বড় ভাগ্য কি আছে?
ধন্য নর-জীবন॥

এই দেহ ধরি' যত অবতার
খুলিল সবার মুক্তির দ্বার,
এই দেহ ধরি' মুনি-ঋষিগণ
করিল কত সাধন॥

এমন জীবন হারায়ে হেলায়
বৃথায় বৃথায় দিন কেটে যায়,
দুঃখের কথা লজ্জার কথা
আছে কি তার মতন?

এ জীবন বৃথা কাটিতে দিব না।
কটা দিন আছে? করে যায় গণা।
সফল করিব সাধন করিয়া
আয় আজি করি পণ॥

(১৩৬)

হও রে নিজে আনন্দময়,
আনন্দ বিলাও রে সুখে।
বিষাদে নিমগ্ন যারা
আশা জাগাও তাদের বুকে॥

নিজের মনের শান্তি দিয়া
সবাইকে লও আবেষ্টিয়া
তোমার শান্ত স্নিগ্ধ হিয়া
সবার যেন হিয়ায় ঢোকে;
ভুলায় যেন সবার সকল
দুঃখ যত এ তিন্‌লোকে॥

সবার প্রাণে জাগাও শক্তি,
সবার হাতে বিলাও মুক্তি,
সহজ সরল সবল ভক্তি
ঘুচিয়ে দিক্ সকল দুখে,—
সরব কর দীর্ঘ দিনের
দুঃখে অবশ নীরব মুখে॥

দাও ঘুচিয়ে সকল জনার
পাওনা-দেনার হিসাব-রাখা,
বন্যাতে সব যাক্ ভেসে যাক্
জাগুক পরাণ ঘোমটা-ঢাকা,
তুলুক মাথা নির্ভয়ে সে,
সবার মাঝে দাঁড়াক এসে,
আনন্দেরি প্রেম-পরশে
ব্যর্থ অতীত যাক্ না চুকে॥

(১৩৭)

যৌবন, চিরযৌবন, তুমি
আরাধ্য প্রিয়তম,
চিরজাগ্রত রহিও আমাতে
ওহে প্রাণমনোরম॥
শরীর আমার প্রবীণ হইতে পারে,
মনের তাহাতে কিবা আসে যায়?
দিন যায়, বল বাড়ে।
শীতের প্রভাতে বসন্ত বারে বারে
হিমানী-সিক্ত কুয়াসার মাঝে
উষ্ণ মলয় ছাড়ে,
ঘুচে যায় মম মৃত্যুর ভয়
ঘুচে যায় বিভ্রম।
যৌবন, তুমি সত্যই মনোরম।
দুঃখ বেদনা ভয় দেখাইল যারে,
তার কাছে তুমি ছুটে যেও
বারে বারে,
আশ্বাস দিও নিঃশ্বাসে তব,
বিশ্বাস দিও তারে,
ভরা বর্ষার বিশ্রী বাদলে
দীপকের ঝঙ্কারে,
সকল দুঃখ ক'রে দিও উপশম।
যৌবন, তুমি মনোজ্ঞ মনোরম॥

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

(১৩৮)

মহদ্‌ব্রতের দীক্ষার লাগি'
চিত্ত ব্যাকুল তোর,
জেনেছিস্ তুই দীক্ষায় বাড়ে জোর॥
জেনেছিস্ তুই ব্রত নিয়ে পথ চলা
জীবনের এক পরম ভাগ্য—
মহতী শিল্পকলা,
দীক্ষায় ঘোচে মনের জড়তা
নয়ন-তমসা ঘোর॥

কিন্তু রে বাছা, দীক্ষাই নহে সার,
কঠিন কঠোর কর্ম্ম-সাধন
রহিয়াছে পরে তার,
চাষ করিবে না লইল যে বীজ,
তার মাটি-জোড়া কণ্টক-সীজ
বাবলা ও নাটা আর চোর-কাঁটা
কৃষি করে ছারখার,
বীজ-বপনের হাজার প্রয়াস
বৃথা হয় বারবার॥
অতএব আর দেরী না করিয়া
লেগে যা কর্ম্মে উঠিয়া পড়িয়া,
ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত-সাধনের
কপ্‌নীতে লাগা ডোর॥

সুমহৎ কাজে যে চাহে জীবন দিতে
সুদীর্ঘ কাল ধ্যান-যোগ তার
প্রতিষ্ঠা চাই চিতে,
বিরুদ্ধ যত আছে মতবাদ
মনোবলে সব কর্ উৎসাদ,
প্রতিজ্ঞা কর্—ধ্রুবতারা শুধু
হবে তোর চিতচোর॥

(১৩৯)

মোর আঙিনায় আশ্রয় নিল যারা,
শত বিপদেও ভুলিবে না মোরে,
হইবে না পথহারা,—
তাহাদেরে আমি টেনে তুলে নিব,
সকল ক্ষতির পূরণ করিব,
মাটি থেকে তুলে বক্ষে ধরিব,
করিব না কাছ-ছাড়া,
বরষিব সারা দেহ-মন-প্রাণে
স্নেহের অমৃত ধারা॥

তাহাদেরে আমি ইহপরলোকে
তৃপ্তি করিব দান,
জীবনে তাদের আলোকে পুলকে
বহাব প্রেমের বান;

এমনি দিব রে টান,
চূর্ণ হইবে, জীর্ণ হইবে অসত্য অজ্ঞান,—
জাগিয়া উঠিবে প্রাণ,
জাগিবে মধুর গান,
নিখিল বিশ্বে সবারে লইয়া
হবে সবে মাতোয়ারা॥
ক্ষয়-ক্ষতি আর ক্ষুদ্র অভাবে
দিস্ না রে তুই মন,
আমি চিরকাল দিয়ে যাব তোরে
কোটি অমূল্য ধন;
ভুলিস্ না তুই কে তোর আপন,
কে যে তোর ধ্রুবতারা॥

(১৪০)

ওরা মোরে চাহে নাই ব'লে
ওদেরে উপেখি' আমি যাব কোন্ ছলে?
আপনার ভাল কিসে নাহি জানে ওরা
চরণ থাকিতে তাই হ'ল সবে খোঁড়া;
থাকিতে যুগল বাহু
অমিয় হরিল রাহু,—
তাই ব'লে উহাদেরে ফেলে দিব জলে?

উহাদের লাগি' মোর কাঁদিছে পরাণ,
তাই আমি ভুলিয়াছি মান-অভিমান,
তাই ত' সাপের মালা পরিয়াছি গলে,
নিয়াছি বাছিয়া তাই শুধু হলাহলে॥

ছোট-বড় বিচারের না রাখি' বালাই,
বিষেরে অমৃত করি' বিলাইয়া যাই,
কাম-কালকূট পিয়া
জগতে একটি হিয়া
অবিবেক-তাড়নায় যেন নাহি টলে॥

(১৪১)

কোটি মন, কোটি প্রাণ
লভিবে মিলন,
আমার গানের সুরে
সেই আলাপন,
আমার গানের তানে
সেই আবাহন॥

সেই সুমধুর তানে
উচ্ছ্বসিত বাণী
অনন্ত বিশ্বের ডাকে
দিয়া হাতছানি,
ধ্বনিয়া উঠিছে নাদ—
"কাহারে দিব না বাদ"
সবারে লইয়া মোর
তপ-আয়োজন।
সবারে লইয়া মোর
ব্রত-উদ্‌যাপন।

আমার গানের সুরে
শীঘ্র যেন জাগে
বসুধার বক্ষ লগ্ন
অভাবীরা আগে;
রত্ন ওরা, নাহি জানে
নিজ মূল্যায়ন,
তাই ত' সহিছে শত
দুঃখ অগণন॥

ছোট-বড় ভেদাভেদ
চিরতরে ভুলি',
সবারে সাদরে আমি
নিব বক্ষে তুলি'।
আপনার জনে ভরা
নিখিল ভুবন;
আমি, ওরা, তুমি, তারা,
সবাই আপন॥

(১৪২)

হব নববলে বলীয়ান।
জীবন যাবে না বৃথা
কেবলি কহিয়া কথা,—
প্রতিজ্ঞা করিব মহান্॥
অমৃতের আরাধনা
দিব ছাড়িয়া,
জীবন গড়িয়া নিব
অমৃত দিয়া,
সত্যের সুধারাশি
মিথ্যার বিষ নাশি'
চিরযৌবন মোরে
করিবে প্রদান
শাশ্বত সুন্দর
উজলায়মান॥

দিকে দিকে জাগাইব
প্রেমের ভাতি
দেশে দেশে জ্বালাইব
প্রাণের বাতি,
দুর্ব্বল অক্ষমে
টানি' বাহু-সঙ্গমে
ঘুচাব অবিশ্বাস,
আত্মাবমান,
গড়িয়া তুলিব তারে
মানব-প্রধান॥
দিব আশাহীন চোখে
আলো আশারুণ,
চিরতরে যাবে চুকে
দৃশ্য করুণ;
মানুষের মত তারা
সোজা করি' শিরদাঁড়া
বিশ্বের বুকে হবে
দণ্ডায়মান,
করি' কাজ সুকঠোর
নিখিল জগত-ভোর
অক্লেশে বিতরিবে
কত অবদান॥

(১৪৩)

দুর্ব্বল দীন জনে টানি' বাহু-বন্ধনে
করিব আপন ওরে, করিব আপন॥
নববরষের দিনে এই মোর পণ।
দূরে দূরে ছড়াইয়া পরিচয়হীন
কত কোটি নরনারী হতাশাবিলীন,
সবারে ডাকিয়া আনি'
প্রেমের পীযূষ দানি'
নবযোগসাধনায় করিব মগন॥

নববলে বলীয়ান্ করিয়া তাদের
ঘুচাইব অতীতের দৈবের ফের,
ঘুচাইব গ্রহকোপ
নিরাশার হবে লোপ
লভিবে সবাই পুনঃ নবীন জীবন॥

ভুলে যারা ছিল নিজ মহামহিমায়
ভিতরের পানে তারা ফিরে যেন চায়,
দেখি নিজ রূপরাশি
আননে ফুটিবে হাসি,
রচিবে মধুর এক নূতন স্বপন॥

(১৪৪)

ভয় ক'রে কাজ কেন তুই করিবি রে,
সকল ভয়েরে এখনি ক'রে দে নাশ;
নির্ভয় প্রাণ চির-উন্নত শিরে
মৃত্যুরে রাখে পদতলে করি' দাস॥
মৃত্যুর ভয়? সেই ত' ভয়ের সেরা!
সেই দিক থেকে মনটারে তোর ফেরা,
সে দিনই জীবন হ'ল অপমানে ঘেরা,
করিলি যে দিন মৃত্যু-ভয়ের চাষ॥
মৃত্যু-মাটিতে মৃত্যুর বীজ পেয়ে
মৃত্যুর লতা বাড়িছে ভুবন ছেয়ে,
অহিংসকেরা হিংসার গান গেয়ে
মানুষের মনে সৃজিছে অবিশ্বাস॥
ভীতি-বিহ্বল দুর্ব্বল মন যার,
কেহ নাহি ভবে রবে তার আপনার,
অকারণে খোলে খাপ থেকে তলোয়ার,
অহেতুক আসে নিত্য নূতন ত্রাস॥
অভিধান থেকে মৃত্যুরে কর্ দূর,
অমৃত-নেশায় হয়ে যা রে ভরপূর,
মাতাইয়া তোল্ যত আতঙ্কাতুর,
জাগা রে বক্ষে নবজীবনের শ্বাস॥

(১৪৫)

"চিহ্নবিহীন হ'য়ে যাবি তোরা জগৎ থেকে",—
সবাই আজিকে শোনায় একথা কলস্বরে।
প্রয়োজন নাই কথা বলিবার রেখে বা ঢেকে,—
তোদের বিনাশ প্রচারিছে সবে সাড়ম্বরে।
শুনে শুনে তোরা হইলি বিকল ভ্রান্তমতি,
আত্ম অবিশ্বাসের তমসা বাড়িছে অতি;—
ভাগ্যের পায়ে বারবার হায় করিয়া নতি
মরার মতন কি লাভ হইবে জীবন ধ'রে?
মহান অতীত ভবিষ্যতের উদ্দীপনা
তোদের পরাণে কেন দিবে না রে, কেন দিবে না?
বহ্নি সদা যে বহ্নিই থাকে হ'লেও কণা,
সাগ্নিক তোরা একথা ভুলিলি কেমন করে?
অমৃত যে তোরা মৃত্যু তোদের নাই রে নাই
তোদেরই মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ী চাই রে চাই,
নির্ভয় হ' রে শত্রুর মুখে পড়ুক ছাই,
অমৃত-পাত্র পান কর্ আজি পরাণ ভ'রে॥
দেব-অসুরের গড়িয়া দ্বন্দ্ব ছলনা-পথে
ভেদাভেদ-বোধ রাখিবি না তোরা কোনও মতে,
বিশ্ব জুড়িয়া অমৃত বিলাবি হাজার হাতে,
করিবি মৃত্যুবিজয়ী সকল বিনশ্বরে॥

(১৪৬)

যেখানে যাহারে দেখিবে, তাহারে
নূতন প্রাণের প্রেরণা দাও,
যত আছে তার বেদনা অপার,
নিজের বক্ষে টানিয়া নাও॥
চিত্তে চিত্তে জাগাও চেতনা,
নব জীবনের বহাও বান,
ভুলাইয়া দাও অতীত বেদনা,
নূতন করিয়া জাগাও প্রাণ,
পরমোল্লাসে তোল হুঙ্কার,
নবীন বেদের মন্ত্র গাও॥

ঝঙ্কৃত কর হৃদয় যন্ত্র
শুনায়ে সবারে অভয়-মন্ত্র,
শুনাও সবারে,—ভয় নাই ভয় নাই;
সবাই যাদের করে অপমান
তাদের দুখের হ'ল অবসান,
তোমাদের বুকে মিলিবে তাদের ঠাঁই;
ঘুচাও তাদের যত পরাভব,
জাগাও জীবনে নব অনুভব,
হৃদয় বিথারি' দুবাহু পসারি'
তাদের নিকটে ছুটিয়া যাও॥

(১৪৭)

কল-তরঙ্গে ছুটিছে বহ্নিমালা,—
বিশ্ব কি তবে শুধুই ধ্বংসশালা?
বহিছে ঝঞ্ঝা উন্মাদ-কলরবে
আতঙ্কে আর শঙ্কায় মথি' সবে,
তাথৈ তাথৈ ঘিরি' যেন ভৈরবে
শ্মশানের প্রেত নাচিতেছে তাণ্ডবে;
এর ফল কিরে শুধুই মৃত্যু?
কেবলি অসহ জ্বালা?
রূপান্তরের এযে রে নিমন্ত্রণ,
মহাসত্যের নবীন বিবর্ত্তন,
জাগিয়ে তুলিতে দিব্য নবজীবন
চির-উজ্জ্বল এযে রে বরণ-ডালা!

(১৪৮)

কে দিলরে ডাক
আমার কাণের কাছে,
কে কহিল,—"দে রে
যা-কিছু নিজের আছে"—?
"পরের লাগিয়া সঁপিয়া জীবন
কর্ সুশীতল দেহ-প্রাণ-মন,
পরের লাগিয়া দহিয়া দহিয়া
মরিয়া ত' প্রাণ বাঁচে!"

"নিজেরে লইয়া দুদিনের খেলা,—
কুয়াশায় ঘেরা ভ্রম;
আত্মসুখে ত' মিথ্যার মেলা!
তার লাগি কেন শ্রম?
মরীচিকা-রাশি মুখে মধু হাসি'
বাজাক না যত প্রলোভন-বাঁশী,
এগিয়ে যা তুই কাঁপাইয়া ভুঁই
না তাকিয়ে তোর পাছে।"

(১৪৯)

(আমি) শুনেছি তোমার গান,
(মম) আকুল হইল প্রাণ,
(তাই) করিলাম পণ ওহে ভগবান্
করিব আত্মদান॥

দিয়াছ যে কত সুখ সম্পদ,
সবি ত' পরের লাগি'
পরেরই ত' তরে দেহ খেটে মরে
সারা দিন-রাতি জাগি';
নিমেষের তরে নিজের লাগিয়া
কাঁদে না ক' যেন মোর এই হিয়া,
সেবায় সবার হব অকপট
রাখিব না কোনো ভাণ॥

অন্যেরা যবে পিছনে পড়িয়া থাকে
আমি যেন সদা আগে আগে চলি,
সাড়া দেই তব ডাকে;
কর চঞ্চল, কর বিব্রত,
কর মোরে আগুয়ান্,—
নিঃশেষে দিয়া নিজেরে আহুতি
আত্মার মম ত্রাণ॥

(১৫০)

তুমি ভালবাস মোরে,
তাই শুনে ডাক জেগে উঠি হরি
অসাড় ঘুমের ঘোরে॥

তোমারি প্রেমের নিদারুণ টানে
হৃদয়-তন্ত্রী বাজে গানে গানে,
তোমারি নামের মধুর রাগিণী
চলে তরঙ্গ-তোড়ে
পরাণের প্রতি পরতে পরতে
কল্পনাতীত জোরে॥

শরীরের প্রতি অণুতে রেণুতে
জেগে উঠি শুনি' গান,
গান সে ত' নয়,—বহি' যায় যেন
অমৃত-সাগরে বান;
শত চন্দ্রমা একত্র মিলি
জোয়ারের জলে হাসে খিলিখিলি
প্রভাতে, প্রদোষে, ভরা সন্ধ্যায়,
নিশীথে, রজনী-ভোরে॥

(১৫১)

পর্ব্বত-কন্দরে বসি' জপি তব নাম,
সে নাম ছড়িয়ে পড়ে দূর-দূরান্তরে;
প্রাণের গোপন কোণে করি যে প্রণাম,
সে নতি প্রসার পায় প্রতি ঘরে ঘরে॥
অন্তরে রাখিয়া তব নাম মধুময়
কর্ম্মকোলাহলে করি' নির্ভয়ে প্রবেশ
তব নামে প্রেমে চিত্ত-মন করি' লয়
কঠোর কর্ত্তব্য করি শেষ;
করি' একা গুন্ গুন্ গাহি সদা তব গুণ
স্ফুলিঙ্গের মত রাখি নিভৃত অন্তরে,
সে নাম ব্রহ্মাণ্ড জুড়ি ছড়াইয়া পড়ে,
দাবানল যথা বন আলিঙ্গন করে॥

তুমিই তোমার নাম করিছ প্রচার
তোমারি প্রতাপে সব হয়,
করিতেছ সুনিপুণ করে ছারখার
সংশয়, সন্দেহ, দ্বন্দ্ব, অবিশ্বাস, ভয়।
গর্জ্জন করিল যারা রুক্ষ প্রতিবাদে
তারাই আমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আজ
মহামন্ত্র সাধে!
কৃতিত্ব কিছুই মোর নয়।
তুমিই নিজের গুণে টানিয়া আনিছ এই
বিশ্ব-চরাচরে॥

যেথা ছিল হাহাকার, সেথায় বীণার তার
মুহুর্মুহু তুলি' তার অনিন্দ্য ঝঙ্কার
কোটি কোটি শূন্য প্রাণ প্রেমানন্দে ভরে,
যেথা ছিল মরুভুমি সেথা তব পদ চুমি'
প্রেমের কুসুম-কলি ফোটে থরে থরে॥

(১৫২)

গগনে উদিল একি চন্দ্র না সূর্য্য?
ধ্বনিয়া উঠিল একি বজ্র না তূর্য্য?
জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় নিখিল সৃষ্টিচয়
অন্ধ তমসারাশি নিমেষে পাইল লয়,
দূর হ'ল দ্বন্দ্ব,
মিলনের ছন্দ
নন্দিত করি' যেন ছড়াল জীবনময়।
দূর হ'ল সংশয়,
দূর হ'ল যত ভয়
জাগিয়া উঠিল একি প্রাণের প্রাচুর্য্য!!
সুরভি গন্ধরাজ কার বন্দনা গায়?
পলাশের ফুলগুলি ঝ'রে পড়ে কার পায়?
মাতাল ঝঞ্ঝা-বায়ু কোথা আপনা হারায়?
দিগন্ত-জোড়া করি মিলন-মাধুর্য্য?
আমার কণ্ঠে শুনি কার কণ্ঠের বাণী
কার রূপে ভ'রে গেল নিখিল ভুবনখানি,
কে আসি কহিল মোরে,—
"বাঁধিব প্রেমের ডোরে
দূরে স'রে চলে যেতে দিব না একটী প্রাণী,
গড়েছি মানুষ আমি সপ্ত-সাগর ছানি,
মানব-জনম মম রচনা-চাতুর্য্য"॥

(১৫৩)

গাবি সেই গান, ওরে
গাবি সেই গান,
যে গানে মিথ্যা দূরে
করিবে প্রয়াণ।

যে গানে মুছিয়া যাবে কালিমা সকল,
যে গানে প্রেমের বান বহিবে প্রবল,
যে গানে অবশ মন হইবে সবল,
যে গানে জাগিবে যত নির্জ্জীব প্রাণ॥

যে গানে সঙ্কুচিত ক্ষুদ্র হৃদয়
অসীম সাগর সম সুবিশাল হয়,
যেই গানে ঝঙ্কৃত প্রেমেরি বিজয়,
যে গানে স্বার্থ লভে চির-নির্ব্বাণ॥

ঈর্য্যায় কুঞ্চিত অক্ষি-কোণে
ভালবাসা দিয়া যাহা বসন বোনে,
চির-দূরে ছিল যারা নিকট হইল তারা,
সবারে করিল প্রেমালিঙ্গন দান॥

বিদ্বেষ-জর্জ্জর চিত্ত মাঝে
নবারুণ-মনোহর স্নিগ্ধ সাজে
স্নেহের রাগিণী দিয়া নাচায় বিরূপ হিয়া,
পরেরে আপন করে,—দৃশ্য মহান্॥
আঁধার আকাশ-ভরা তারকা রাশি
যে-গানে নিমেষে সবে উঠিবে হাসি',
করি' সবে কাণাকাণি কহিবে প্রেমের বাণী
গাহিবে,—"জগতে মোরা সবাই সমান'॥

(১৫৪)

বিঘ্ন-বিপদ! কি তোমার বাহাদুরী?
নিমেষে তোমারে দিব উড়াইয়া
বাম হাতে দিয়া তিন তুড়ী॥

গগনের যত ঘন-ঘটা সব
একটী নিমেষে হইবে নীরব,
শত সূর্য্যের লইয়া বিভব
উঠিবে অভয় প্রস্ফুরি'॥

ভয়ে ভীত আমি হইব না,
পরাজয় বরি' লইব না;
সিদ্ধ সাধনা দিব্য চেতনা
করিয়াছে মোর মন চুরি॥

(১৫৫)

প্রতিটি শ্বাসে প্রশ্বাসে যে
তোমারি চাই অনুভব,
প্রতি নিমেষে নব-সাজে
হবে যে তুমি অভিনব॥

অরূপ তুমি অপরূপে
প্রবেশি' অতি চুপে চুপে
দেহের প্রতি রোমকূপে,
তুলিবে রব সুনীরব,
নিমেষ মাঝে সত্য হবে
চির-ছলনাময় ভব॥

মায়ায় ঘেরা কুহেলী-ভরা
শূন্যময়ী ধরাখানি
পুণ্য হবে, পূর্ণ হবে
শুনিয়া তব মধুবাণী,
লভিয়া তব পরশ-সুখ
উজলি' তার উঠিবে মুখ,
উজাড় করি' ঢালিবে প্রাণ
চরণে তব সুপেলব॥

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

(১৫৬)

বন্ধু খুঁজিলি সারাটি ভুবনে
বন্ধু পাইলি কিরে?
তোর মত দীন অধমের পানে
চাহিল কি কেহ ফিরে?

সম্পদ যার অসীম অপার
স্বজন-বন্ধু মিলে শুধু তার
পতিত অনাথ কে আপন কার?
—ভাসে সে অশ্রুনীরে॥

দিবস-রজনী করিয়া সাধন
লভিবি যেদিন পরম রতন,
হবি রে সবার মনের মতন,
তখন যে তোরে ঘিরে
নাচিবে হাজার আপন জন
গাহিবে রে গান মনোন্মাদন,
সবারে করিয়া প্রেমালিঙ্গন
শীতলিবে প্রাণটীরে॥

হতাশা ছাড়িয়া দিয়া
সাধন করিতে কর্ দৃঢ়পণ
দিয়া তনু-মন হিয়া,
বিশ্বের যিনি পরম বন্ধু
কর্ তাঁরে তোর হৃদয়-ইন্দু,
বিন্দু রে তুই হইবি সিন্ধু
তাঁহারে বক্ষে নিয়া,
অমা-রজনীর হবে অবসান,
অন্ধ-তমসা করিবে প্রয়াণ,
থামিবে সকল তুমুল তুফান
নিশ্চিত, ধীরে ধীরে॥

(১৫৭)

সবাই চাহিছে শান্তি, রে হায়,
নির্ভর নাহি করে।
যা কিছু শান্তি লইছে বিদায়
কেবলি অনির্ভরে॥

নাহি বিশ্বাস, নাহি আশ্বাস,
কেবলি ফেলিছে দীর্ঘশ্বাস
বিবশ পরাণ, হৃদয় হতাশ
কেবলি কাঁদিয়া মরে।
বিষাদ-রাগিণী করি' সুখনাশ
ঘরে ঘরে গুঞ্জরে॥

ভাবিয়া ত' কেহ দেখিল না হায়,
নির্ভর ছাড়া শান্তি কোথায়;
নির্ভর চির-কল্প-পাদপ
অন্তরে দেয় বল,
ভয়-ভীতি দেয় দূরে সরাইয়া,
হাতে দেয় সম্বল,
দুর্দ্দিনে মহাদুঃখের মাঝে
রুদ্র-প্রতাপে চলি' বীর সাজে
যুদ্ধ করিতে দেয় তরবারি
জিনিবারে চরাচরে,
শক্তি যোগায় অন্তবিহীন
চির-রোগ-জর্জ্জরে॥

ছাড়িস্ না তোরা নির্ভর কোন কালে
ভাল কি মন্দ যাহাই থাকুক ভালে;
নির্ভর করি' নির্ভয়ে চল্'
উৎসাহে প্রাণ হোক্ উচ্ছল,
চল্ বিশ্বাসে চির-উজ্জ্বল
বিক্রমে, তালে তালে,
স্তব্ধ করিয়া বজ্র, বন্যা,
ভূকম্প আর ঝড়ে;—
ভাগ্যদেবতা ভয় পায় সদা
শান্ত অগ্রসরে॥

(১৫৮)

মনুষ্যত্ব চায় তোরে আজ
সংগ্রামী সৈনিক,
পর দেখি আজ যোদ্ধারি সাজ
অন্তরে নির্ভীক্॥
বিঘ্নবাধায় ভয় করে না,
প্রলোভনেও মন নড়ে না,
নিজ প্রতাপে আন্দোলিত
কর্‌বে দিক্‌বিদিক্,—
তারেই যে আজ চায় রে জগৎ,
সেই ত' সুধার্ম্মিক॥

দুঃখ-কষ্টে দেয় না আমল,
নির্ভরেরই বল
হাজার উৎপীড়নেও রাখে
দীপ্ত অচঞ্চল,
চায় না কারো অনুগ্রহ,
রণক্ষেত্রে সর্ব্বসহ,
আত্মবলেই তুষ্টমনা
চায় না কারো ভিখ্॥

(১৫৯)

আশার তরিতে আজ পাল তুলে দাও,
অতীতের বিফলতা সব ভুলে যাও॥

করহ কঠোর পণ
তরঙ্গে দিবে রণ,—
কঠিন করেতে চাপি' হাল ধ'রে নাও।
পিছনের দিকে নহে,—সুমুখেই চাও॥

আকাশের ঘনঘটা? কি ভয় তাতে?
আঁধার বড়ই বেশী? কি ভয় রাতে?
আমি যে নিয়ত থাকি তোমারি সাথে,
সে কথাটি কেন ভুলে যাও?
নিজেরে একক ভাবি' কেন ভয় পাও?
অভয়ের সন্তান! ভয় হোক্ দূর,
দ্বিধা-ও দ্বন্দ্বহীন হোক্ প্রাণপুর,
হৃদয়-জাগানো রাগে ধর তুমি সুর,
অভয়েরি শুধু গান গাও,
বাঁচার করিয়া ভাণ মরিয়া রহিল যারা
আজি তুমি তাদেরে বাঁচাও॥

(১৬০)

কে আমারে চাহিয়াছে, কে আমারে উপেখিল,
এ বিচার নহে রে আমার,
যে আমারে চাহে নাই, তারো কাছে ছুটে যাই
প্রয়োজন পড়ে যত বার॥
সে জানে না, আমি জানি তারি সুরে আছে বাঁধা
হৃদয়-বীণার মোর তার।
সে বীণার মূর্চ্ছনা ভাবি' যেন অর্চ্চনা
দিব আমি তারে উপহার॥

আমার মরম-কথা কেহ বুঝিল না বলি'
দোষ ত' দিব না আমি তার,
প্রাণ-ভরা প্রেমটুকু ঘরে ঘরে বিলাইয়া
বিদূরিব হৃদয়ের ভার॥

তাদেরে ছাড়িয়া মোর চলিবে না একদিন
বুঝিয়াছি সার,
তাই যবে যথা যাই আপন খুঁজিয়া পাই,—
নিকট হইয়া গেছে নিখিল সংসার।

(১৬১)

ভয়-ভাঙানো, ভুল-ভাঙানো,
প্রাণ-জাগানো গান
শুনাও মোরে হে মোর প্রাণের প্রাণ॥
আমার সাথে জাগুক সবে
মাতুক নামের মহোৎসবে,
গাহুক সবাই উচ্চরবে
অভয়ের আহ্বান,
গাহুক মূর্খ অধম অনাথ
সবার পরিত্রাণ॥

দৈন্য-দুঃখে ভুতলশায়ী
পতিত পাপী জন,
হরুক আমার মন,
এদের জন্য দুঃখ আমি
সইব অনুক্ষণ;
তোমার গানে মন মজায়ে
প্রেম জমাব চরণ-ছায়ে,
কর্‌ব আমি সবার তরে
তোমার অনুধ্যান,
টান্‌ব আমি তোমার পানে
সবার মনঃপ্রাণ॥

(১৬২)

নিজেরে খুঁজিয়া মরি অবোধের মত
নিজেরে ছড়ায়ে দিয়ে নিখিল সংসারে,
কত ছুটাছুটি করি এধারে—ওধারে॥
আকাশ বাতাস মথি' করুণ ক্রন্দনে,
কখনো নীরবে শুধু কাঁদি মনে মনে।
নিজেরে কি পাব না কো খুঁজি এ জীবনে?
জনমের পরিণতি শুধু হাহাকারে?

অথচ আমি যে হায় নানা মূর্ত্তি ধরি'
দিকে দিকে রহিয়াছি নিজেরে বিস্মরি';
কভু বুকে টেনে নেই, কভু দূরে সরি,
তরঙ্গ-নিচয় যথা খেলে পারাবারে,
আমাতে আমারি মেলা,
খেলিতেছি কত খেলা
ঊর্দ্ধে, অধে, কাছে, দূরে, মোর চারিধারে॥

অগণিত জগতের কোটি কোটি প্রাণ
আমারি ত' প্রকাশের প্রকট প্রমাণ,
আমিই আমারে ধরি,
আমিই আমারে ছাড়ি,
আমিই আমাতে আসি মিশি বারে বারে,
আমারি লাগিয়া আমি ভাসি আঁখি-ধারে॥

(১৬৩)

আমি যে আমারে ছড়ায়ে রেখেছি
বিশ্বমাঝে
কত বিচিত্র কত সুন্দর
স্নিগ্ধ সাজে॥

বিমুগ্ধ চোখে তাকাইয়া থাকি
নিজের দিকে,
এক নিজেরেই কত বার দেখি,
বলি,—"এটি কে?"
নিজেরে দেখিয়া নিজ বিস্ময়
কভু নাচি উঠে, কভু চিন্ময়,
কভু আনন্দে, কভু বা বিষাদে
আস্বাদনের সাধনাই সাধে
হর্ষে লাজে।

আমারি ত' মাঝে কোটি বিশ্বের
পূর্ণ ঠাঁই,
আমারে ছাড়িয়া কোথাও যে কিছু
নাই রে নাই।
সকলের মাঝে রহিয়াছি আমি
কভু হ'য়ে নাম, কভু হ'য়ে নামী;
শক্তি, শান্তি, সিদ্ধি রূপেতে
বল্ কে রাজে?

(১৬৪)

শৌর্য্য, বীর্য্য, পৌরুষ ছাড়া
কে লভে অভ্যুদয়?
ইতিহাস গাহে চিরকাল শুধু
শক্তিমানের জয়॥

কেন রে অলস, কেন রে অবশ,
কেন রে ভরসাহীন?
দুর্ব্বল যত মূর্খের মত
কেন রে কাটাস্ দিন?
বজ্র-বাহুর উত্থান আজি
কেন সম্ভব নয়?

কেবল কথার জাল
পারে কি বাঁধিতে পঙ্গপালের
তরঙ্গ উত্তাল?
তার তরে চাই চিরবিশ্বাসী
দুর্ব্বার হিমালয়॥

স্বপ্নে রচিয়া কথার হর্ম্ম্য
করিবি কি জয় দেশের মর্ম্ম?
রক্ষা করিবি জাতির ধর্ম্ম.
—এ কি সম্ভব হয়?
শুনিয়া তোদের বচন-মাধুরী
শত্রুর হবে লয়?

(১৬৫)

জাগো যত নিদ্রিত প্রাণ।
নির্ভয়ে নিজ পথে হও আগুয়ান॥

আলস্য নহে আর!
জাগ্রত প্রাণ যার
তার শুধু একটীই ধ্যান,—
সত্যের হবে জয়,
মিথ্যার হবে লয়,
প্রাণ দিয়া করিবে প্রমাণ॥

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

জাগো যত নিদ্রিত শৌর্য্য,
মন্দ্রিত হোক্ শত তূর্য্য,
স্তব্ধ করিতে হবে
মিথ্যার কলরবে,
ব্রত হোক্—এ জীবন দান;
শঙ্কার হোক্ অবসান॥

(১৬৬)

কত কাল তন্দ্রায় রবি রে?
কত কাল চখে মুখে
কপালে কপোলে বুকে
বহিবি মুমূর্ষুর ছবি রে?
নব-জীবনের সাড়া
পেয়ে আজ উঠে দাঁড়া,
বরণ করিয়া নব-ধর্ম্মে,
উচ্ছলে উচ্ছ্বসি'
পরাণে পরাণে পশি'
সবারে লাগা রে মহাকর্ম্মে।
সবারে লইয়া সবে
মহা-ভৈরব রবে
মৃত্যু-জয়ের ব্রতী হবি রে॥

পড়িয়া মড়ার মত
কেন রে ভাগ্যহত
ধরণীর ধূলিতলে গড়াবি?
শুধু বুঝিবার দোষে
জননীর গল-দেশে
শৃঙ্খল কেন হায় পরাবি?
দিবি রে কঠিন রণ,—
এই সুকঠোর পণ
জাগা তোর মরমের গভীরে॥

(১৬৭)

শতবার শত বিপদ-ঝঞ্ঝা আসিবে,
সব কিছু তোর করিতে হইবে জয়।
অন্তরে কেন ভয়?
কুণ্ঠাবিহীন সন্দেহাতীত মনে
একা সংগ্রাম দিবি সহস্র জনে,—
এ নয় রে অভিনয়।
ছাড়িয়া যুক্তি দ্বিধা-সংশয়-জড়িত
বিপদেরে তুই করিবি রূপান্তরিত,
সম্পদ রূপে বিকশি' উঠিবে ত্বরিত,
দ্বন্দ্ব হইবে মিলন-ছন্দোময়॥

অতীতের যারা ধরণী গ্রাসিতে আসিয়া
শিশু নারী আর বৃদ্ধের দলে নাশিয়া
হিংসা-লালসা-অনাচারে গেছে ভাসিয়া,
তাদের পন্থা তোদের পন্থা নয়;
বিশ্ব জুড়িয়া সবারে আপন করিবি,
সবারে সাদরে স্নেহের বক্ষে ধরিবি,
সবার তপ্ত-হৃদয়-বেদনা হরিবি,
এই তোর ব্রত জানিস সুনিশ্চয়॥

আত্মস্বার্থ যত-কিছু আছে মনে
বিশ্বস্বার্থে বলি দিয়া প্রাণপণে
বিশ্ববিকাশে নিজের বিকাশ জেনে
নিঃশেষে তুই নিজেরে করিবি লয়;
তার মাঝ থেকে বিশ্বজনের লাগি'
মস্তক তুলি' সহস্র কোটি ত্যাগী
গাহিবে রে গান সারা নিশিদিন জাগি'
শান্তির সুরে স্নিগ্ধ চির-অভয়।
সবাই সবার হইবে আপন জন,
কেহ নহে দূর, কেহ কারো পর নয়॥

(১৬৮)

দিকে দিকে শুনি দামামার ধ্বনি
রণ-তাণ্ডবে নাচিছে প্রাণ,
ঐ শুনা যায়—"কে আসিবি, আয়,
হেলায় জীবন করিবি দান।"

"উপেখিয়া শত স্বার্থের দাবী
শোণিত-ধারায় আয় কে সিনাবি,
মরণের সাথে করি' কোলাকুলি
জীবনের তুই বাড়াবি মান॥"

"লক্ষ জনের আর্ত্ত বেদনা
হরিবি, এই ত সাধের সাধনা;
শ্রীভগবানের এই আরাধনা
হোক্ তোর চারি বেদের গান।
কর্ম্ম ব্রহ্ম,—বাকী সব মায়া,
বাকী সব শুধু মিথ্যা ভাণ॥"

(১৬৯)

সবারে আপন করি বিশ্বেরে কর ঘর,
নিখিল ভুবনে যেন কেহ নাহি থাকে পর॥
সবাই সবার হোক্ প্রাণ হ'তে প্রিয়তর,
কেহ যেন না বিচারে কেবা ছোট কেবা বড়
সবারে লইয়া সবে
আনন্দ-কলরবে
পূর্ণ করুক এই সসাগরা চরাচর॥
হিংসা ও বিদ্বেষে পূর্ণ এ পৃথিবী
প্রেমের সুরভি দিয়া কবে ভরিয়া দিবি?
স্বদেশ বিদেশ ভুলি'
সবারে বক্ষে তুলি'
কবে রে দেবতা হবে জগতের নারী-নর?

(১৭০)

আমারে চিনি না আমি
এই ছিল অনুতাপ
এই ছিল মনের বেদনা,—
জনমে জনমে হায়!
কেবলি ঘুরিয়া মরি,
নিজেরে কি কভু চিনিব না?

কত সাধ কত আশা,
কত প্রেম, ভালবাসা,
কত দেবতার আরাধনা
করিয়া মরিল মন,
পেলনা স্বরূপ-ধন,
পেলনা সুধার এক কণা॥
সহসা চাহিয়া দেখি
চারিদিকে একি! একি!!
যারে দেখি, সেই ত আপন;
যার পানে তুলি আঁখি
নয় মায়া, নয় ফাঁকি,—
সে যে মোর হৃদয়-রতন;
ছোট বড় ভেদ নাই,—
যথা যাই, যারে পাই,
প্রিয়তম মোর সেই জনা॥

(১৭১)

কর্ম্মে ধর্ম্মে সমন্বয়ের
কথা কে শোনাবে তোরে?
ওরে, সবাই নেশার ঘোরে॥

চির-আচরিত রীতির বাহিরে
বীর ছাড়া কেউ যেতে পারে কি রে?
প্রথার ঠেলায় জনতার ভিড়ে
সবাই চলিছে জোরে॥

চক্ষু থাকিতে সবাই অন্ধ
তাকিয়ে আকাশ-পানে
পদবিক্ষেপ ক'রে যায় শুধু
হট্টগোলের তানে;
ভাবিয়া দেখেনা হায়!
কোথায় ছুটিয়া যায়?
চলিছে কি শুধু সারাটি জনম
ভাসিতে আঁখির লোরে?

জানে না, চলিছে পথে কি বিপথে,
কোথায় লক্ষ্য তার,
মানব-জনম লভিয়া পাইল
কোন্ দায়িত্ব-ভার,
কোন্ প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছিল
জন্মদিনের ভোরে॥

(১৭২)

উছলি' উঠিছে প্রাণ আনন্দে
কণ্ঠে ফুটিছে গান,
আজিকে আমার মুক্তির মাঝে
সবার পরিত্রাণ॥
নিজেরে লইয়া বিব্রত কভু
রহি নাই, তার ফলে
কোটি বিশ্বের জীবকুল আজ
আসিয়াছে দলে দলে,
আমারি ভিতরে প্রবেশিছে তারা
সুগভীর প্রেমে হ'বে মাতোয়ারা,
সবই দীপ্ত, দৃপ্ত মধুর,
প্রসন্ন, অম্লান;—
আমার কণ্ঠে যত গান আছে
সবই যে তাদের দান॥

তাদের মাঝারে নিজেরে পাইয়া
আপনারে আমি গেছি হারাইয়া,
সবার যে আমি, আমার সবাই—
প্রশান্ত প্রজ্ঞান
দূর ক'রে আজ দিয়াছে আমার
সসীমের অভিমান॥

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

(১৭৩)

জীবন গেল বৃথা ব'য়ে,
করিনি প্রভু তোমার কাজ;
ভাবিতে প্রাণে ব্যথা লাগে,
হৃদয়ে বাজে বড় যে লাজ॥
তোমার প্রতি বিমুখ হ'য়ে
যাদের দিকে দিলাম চোখ,
বাড়াল শুধু প্রাণের জ্বালা
বাড়াল তারা কেবল শোক;
তাই কাতরে মিনতি করি
সকলি মোর তুচ্ছ হোক
— তোমারি ঐ চরণ-তলে —
নিজেরে যেন পাই হে আজ॥
তোমার কথা ভুলিয়া গিয়া
নিজেরে হায় হারাইনু,
আজিকে মোর কাঁদিছে হিয়া,
চাহে না কিছু তোমা বিনু,
নিকট হও নিজের বলে
মুছিয়া মোর আঁখির জলে,
টানিয়া লও স্নেহের বুকে
হও হে চির প্রাণাধিরাজ॥

(১৭৪)

জীবন বহিয়া যদি যায়,
তাতে কিবা আসে যায়?
আমি ত' সঁপিয়া দিছি
সকলি ও রাঙ্গা পায়॥
তুমি কভু চাহ নাই নয়ন তুলে,
তাই কি তোমারে আমি যাব হে ভুলে?
যেথা যাই, সেথা পাই,
চাহি কিবা নাহি চাই,
তোমারি ত' সুশীতল শ্রীচরণ-ছায়?
এজীবন তোমারি ত' হাতের গড়া
তোমাতেই নির্ভর বাঁচা কি মরা,
সাগর তরিব ব'লে
নির্ভয়ে অবহেলে
উঠিয়া বসেছি তব নামের ভেলায়॥

(১৭৫)

চলিতে চলিতে যারা
থামিয়া পড়ে,
মোর প্রার্থনা প্রভু
তাদেরি তরে॥

অন্যায় দেখি যারা
ভয়-ভীত হ'য়ে দূরে
করে পলায়ন,
দুরন্ত সাহসের
তাদের প্রাণের পুরে
কর প্রবোধন,
শিখাও করিতে রণ
জীবন রাখিয়া পণ
দুরন্ত দুর্য্যোগে
বিষম ঝড়ে॥

অপগত হোক্ যত
দুর্ব্বলতা,
বিদূরিত হোক্ যত
কাপুরুষতা,
জীবন লভুক তারা
যারা সম্বিৎ-হারা,
মরণের পথে জোর
পাঞ্জা ল'ড়ে
মৃত্যু অমৃত হোক্
তোমারি বরে॥

(১৭৬)

শক্ত মানুষ চাই
মরিয়াও যার
মৃত্যু কখনো নাই॥

হারিয়াও যার নাই পরাভব,
কিছু না হারায় হারাইয়া সব,
নিজেরে তুচ্ছ কখনো ভাবে না
জগতের কোন ঠাঁই॥

আপনি মরিয়া সহস্র জনে
অমৃত বিলায় যারা,
মোর নয়নের
আনন্দ-ধন তারা,
জীবন ধন্য মানিব, তাদেরে
বক্ষে যদি রে পাই॥

(১৭৭)

দুরন্ত দুর্য্যোগে ভয় নাই যার,
(আজি) হ রে আগুসার॥

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

বিহ্বল নয়ানে
চাহিয়া তোরি পানে
সহস্র জনে ঐ
করে হাহাকার,
অসীম দুঃখ হ'তে
চাহে নিস্তার॥

আয় রে অদমনীয়!
আয় দুৰ্ব্বার!
বসিয়া থাকার কাল
নাহি যে রে আর!
লক্ষ জনেরে তুই
করিবি রে পার॥

(১৭৮)

এখনো তন্দ্রা? এখনো স্বপ্ন?
এখনো ঘুমের ঘোর?
এ কি দুৰ্ম্মতি তোর!

অরুণ যখন তরুণ গগনে
রহিল মুদিয়া আঁখি,
তুই না উঠিতে সূর্য্য উঠিবে না কি?
তুই দিলি ঘুম, কত তার ধূম;
দুপুর-বেলায় যামিনী নিঝুম,
কত সম্পদ গেল যে চলিয়া
তবু নাহি হবে ভোর?
জাগিবি তখন—যবে সম্বল
রহিবে নয়ন-লোর?
কে কার মিত্র, কে বা অমিত্র
সাধ্য নাহিক আঁকিতে চিত্র,
ঘরে ঘরে আজ গোপনচারীরা
বাজায় বিষের বাঁশী,
মৰ্ম্মভূমিতে যত ছিল প্রেম
সবটুকু হায় নাশি'।
আজিকে যে ভাই শক্ত হইতে হবে,
কৰ্ম্মের বলে ধ্বংস করিয়া
মিথ্যার কলরবে।
উঠে বোসো আজ, পর রণ-সাজ,
বিলম্ব করি' বাড়িবে অকাজ,
স্তম্ভিত করি' জগদ্‌বাসীরে
দেখা রে প্রাণের জোর॥

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

(১৭৯)

আর কথা নহে, এবার করিব কাজ।
পর হে বন্ধু, পর সংগ্রাম-সাজ॥

কথায় কথায় গেল যে চলিয়া কাল,
কাজ পড়ে রয়, জমে হায় জঞ্জাল!
বাড়ে দলাদলি, বাড়ে শুধু গোলমাল;
কথার কাব্যে কেবলি কথার ভাঁজ॥

যোদ্ধারা হও নীরবে অগ্রসর!
ভয় নাই প্রাণে, ঈশ্বরে নির্ভর,
রণে দুর্ব্বার, জীবনে স্বয়ম্ভর,
পরমুখ পানে চাহিব না যে রে আজ॥

(১৮০)

তুমি যে আছ নিখিল-নাথ,
সে আনন্দে মজিয়া আমি
কোটি ভুবনে যত দুঃখ,
ভুলিয়া থাকি দিবস-যামী॥

তোমারে যারা মানে না হরি,
তাদেরো শুভ কামনা করি,
তাদেরো বুকে করুণা রূপে
ঝর্ণা-ধারে আসিও নামি,
তুমি ত' একা আমারি নহ,
সবারি তুমি জীবন-স্বামী॥

তুমি যে আছ, ইহার চেয়ে
মহৎ সুখ কোথায় আছে?
তুমি যদি না থাকো হে হরি,
সৃষ্টি তবে কেমনে বাঁচে?
প্রতি পলকে ধরিছ রূপ
সুষমাময় কি অপরূপ,
তোমারি দেওয়া নয়ন তব
দিকে বিদিকে দরশ-কামী॥

কখনো মহাভৈরবে
প্রকাশ হও মহান রবে,
কখনো তুমি চির-নীরব,
না জানে কেহ কোথা র'বে।
নিজেরে নিজে প্রকাশ করি'
সবার কাছে তোল হে ধরি',
সবার বুকে প্রেমের বান
বহাও হরি গোপন-প্রেমী।
নিমেষে এক করিয়া দাও
চির-সুদূর নাম ও নামী॥

(১৮১)

কাজ করি আর শুধু তোমারে করি স্মরণ,
সে যে কি আনন্দ গো কি বলি!
সারাটি অঙ্গ, যেন সারা প্রাণ, সারা মন
তোমারি সঙ্গ পায় কেবলি॥
পরি' কর্ম্মীর সাজ করি হে কত না কাজ,
কর্ম্মের চঞ্চল সাধনা
ভিতরে ভিতরে মোর জমায় নেশার ঘোর,
জাগ্রত রাখে উন্মাদনা,
অবিরাম করি কাজ, নাহি ভয়, নাহি লাজ,
কর্ম্ম ধরে না পথ আগলি'॥

সঙ্গীত শুনি সদা কি মধুর!
তোমার পরশ আহা কি মেদুর!
আমার কণ্ঠ-মাঝে তোমারি রাগিণী বাজে,
তোমার কণ্ঠ, সে যে তব সুর
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে মজায় নামের রসে
কুহরিয়া পিককুল-কাকলি॥

(১৮২)

আমি আমার মতন ক'রে
তোমারে ডাকি হে প্রিয়তম।
কিসের লজ্জা, হলাম বরং
সবার মাঝে আমিই অধম?

কাব্য-কলার কায়দা-কানুন
নাই বা আমার রইল জানা,
আকুল প্রাণে ডাক্‌তে তোমায়
তিন ভুবনে কোথায় মানা?
ডাকব তোমায়, তার তরে ত'
পেলাম প্রভু মানব-জনম!

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

তোমায় আপন জেনে ওগো
ছল-চাতুরী দিলাম ছেড়ে,
উলঙ্গ মোর হৃদয় থেকে
সব নীচতা নাও হে কেড়ে,
আপন হ'য়ে আপন কর
প্রেমের ঠাকুর হে অনুপম।

ধন্য তোমার পুণ্য প্রেমে
সুপ্ত জীবন উঠুক জেগে,
নিত্য তোমার অভয় নামে
প্রাণপণে সে থাকুক লেগে,—
নামেই আমার সব সমাধান,
নামেই হবে পন্থা সুগম॥

(১৮৩)

আমার জীবনে যদি তোমার মহিমা কিছু
হয় হে প্রকাশ;
তুমিই ধন্য প্রভু ধন্য।
আমার জীবন হোক্ পূর্ণতঃ তব অভিলাষ,
আমি অতি দীন ও নগণ্য॥

নিজ পৌরুষ-বলে করিব এ ধরাতলে
কোনো বড় কাজ,
এই অভিমান মোর নাহি প্রভু আজ;
তুমি করাইতে চাও, নিজে করাইয়া নাও,
যন্ত্র করহ মোরে গণ্য॥

রিপুগণে বশীভুত করিয়া
তবানুগ্রহ-রথে চড়িয়া
দুর্গম আছে যত নির্ভয়ে চলি' পথ
অতিক্রমিব মহারণ্য।
আমারে গড়িয়া লও—তুমি শুধু খুশী হও,—
কামনা নাহিক মোর অন্য॥

(১৮৪)

শেষ নিঃশ্বাস ছাড়িবার আগে
এইটুকু শুধু চাই,
আমার জীবনে প্রতিটি কর্ম্মে
তোমারেই যেন পাই॥

পদে পদে ভুল, নাহি পার-কুল,
তার মাঝে তব স্নেহ যে অতুল
অনুখন মোরে করিছে ব্যাকুল
বিরাম তাহার নাই;
নিদ্রায় আর জাগরণে হরি
তোমারে যেন না কখনো পাসরি'
উত্থানে আর পতনে তোমারে
পাই হে সর্ব্বদাই॥

আমার জীবনে আমার মরণে
তুমিই থাকিও প্রভু,
আর কেহ যেন আমার উপরে
বিধাতা না হয় কভু;
তোমার তৃপ্তি আমার লক্ষ্য,
আমার কামনা তোমার সখ্য,
কায়-মন-প্রাণে করিয়া ঐক্য
নিজেরে' যেন বিলাই
তোমারি কোমল কমল-চরণে,—
অন্য কামনা নাই॥

(১৮৫)

ভুল ক'রে যদি আমি বিপথে চলিয়া যাই,
তুমি টেনে নাও মোরে তোমার কাছে।
তুমি ছাড়া আপনার কে মোর আছে?

অনলের লেলিহান রসনা দেখিয়া যথা
পতঙ্গ উল্লাসে ঝাঁপাইয়া পড়ে,
সুখের লালচ হায় মানুষের মন তথা
চুম্বকাকর্ষণে বেড়িয়া ধরে,
তব দীন সন্তান চাহিছে পরিত্রাণ,
নিয়ত সে তোমারি ত করুণা যাচে॥

রহ তুমি বামে আর রহ তুমি দক্ষিণে,
অবলে সবল আর কে করিবে তুমি বিনে?
ঊর্দ্ধে কর বিরাজ,
অধোদেশে রহ আজ,
রহ তুমি সম্মুখে, রহ গো পাছে॥

(১৮৬)

ভুল যদি কিছু ক'রে থাকি
এ জীবনে,
ক্ষমা চেয়ে নেব ওগো দয়াময়
তোমার শ্রীচরণে॥

অন্তরে দিও অতুল শক্তি,
হৃদি-ভরা দিও বিমল ভক্তি,
প্রেমে ভ'রে দিও আমার চিত্ত
স্নেহ-সুধা বিতরণে,
আমি যেন পারি ভালবাসিবারে
বিশ্বের প্রতি জনে॥

ভ্রান্তি-প্রমাদ মানুষেই ক'রে থাকে,
তাই ব'লে তাকে বল কে গো বুকে
শাশ্বত ক'রে রাখে?
আকাশের মেঘ দাও উড়াইয়া,
চিত্তের গতি দাও ঘুরাইয়া,
ক্লিষ্ট জীবন সুন্দর কর
তব প্রেম-পরশনে॥

(১৮৭)

আতঙ্কে আর উদ্বেগে কাটে দুর্ব্বহ যত দিন,
এত দুর্ব্বল করিও না মোরে হরি
জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে রহি' চির মালিন্যহীন,
প্রেমভরে যেন তোমারে স্মরণ করি॥
ভীতি-বিহ্বল চিত্তে ডাকিয়া
তোমারে না দেই দুখ,
যখনি ডাকি গো তখনি থাকে গো
অন্তর-ভরা সুখ,
ডাকিতে তোমারে যেন বারে বারে
তৃপ্তিতে মোর কণ্ঠ যায় গো ভরি';
মানুষের ভাষা ভূতলের আশা
সব কিছু আমি যাই যেন বিস্মরি'॥
পারাপারহীন মহাসমুদ্রে
নাহি যেন করি ভয়,
সকল ভীতিরে করিব যে আমি জয়,
ধন্য আমার মানব-জনম
তব নাম আজ মোর প্রিয়তম,
উত্তাল যত তরঙ্গ-রাশি
নাচুক আমারে ঘিরি';
কোন ভয় নাই, পেয়েছি যে আমি
তোমার নামের চির-ভরসার তরি॥

(১৮৮)

তোমারেই যদি শুধু পাই,
নিখিল ভুবনে আর
কিছু নাহি চাই॥

তোমারে পাইলে বুকে
কাটাইব কাল সুখে,
তোমার আননে চাহি'
নয়ন জুড়াই।
তোমার মতন প্রিয়
মোর কেহ নাই॥

তুমি ভালবাস এই
জগদ্বাসীরে,
তাই তাহাদের লাগি
ভাসি আঁখি-নীরে;
তাদের লইয়া সাথে
আনন্দে-দিবা রাতে
তোমার নামের সদা
গুণগাথা গাই॥

(১৮৯)

আমার কেবল একটী কথাই আছে,
প্রকাশ করিয়া কহিব তোমার কাছে,
তোমারে পাইলে প্রেম-হিল্লোলে
পরাণ আমার নাচে॥
দিবস-রজনী নাই,
সব-কিছু ভুলে যাই,
তোমার মাঝারে ডুবায়ে নিজেরে
পরম তৃপ্তি পাই;
জগতের কাছে পরাণ আমার
কখনো কিছু না যাচে॥
তোমাতে আমাতে প্রেমবন্ধন
কাহার সাধ্য করিবে ছেদন?
কামনা বাসনা ব্যর্থ রোদনে
ঘোরে মোর পাছে পাছে॥

(১৯০)

স্বার্থের তরে তোমারে ডাকিয়া হরি
আসল স্বার্থ হারাইতে নাহি চাই,
ক্ষুদ্র স্বার্থ ভূমে যাক গড়াগড়ি
আমি যদি শুধু তোমারেই প্রভু পাই॥

তোমা ছাড়া আর কিছুই লাগেনা ভালো,
তুমি যে আমার অন্ধ নয়নে আলো,
তুমি যে আমার হৃদয়ের স্পন্দনে
অনুখণ প্রেম-আরতির বাতি জ্বালো,
ত্রিদিবের সুধা অকুণ্ঠ প্রাণে ঢালো,
তোমার তুলনা তুমি ছাড়া কেহ নাই॥

তুমি অতুলন, তুমি অনুপম হরি,
ধন্য জীবন তোমার চরণে পড়ি',
কোটি জনমের বাসনা মিলিত করি'
তোমার মাঝারে সবার তৃপ্তি পাই।
হৃদি মন-প্রাণ সকলি পূর্ণ করি'
জাগ তুমি মম মরমে সর্ব্বদাই।

(১৯১)

সংযমে আর আত্মসুখের ত্যাগে
নবীন বিশ্ব করিবি রে তুই সৃষ্টি,
মহৎ যাঁহারা গিয়াছেন চ'লে আগে
তাঁদের চরণ-চিহ্নে রাখিয়া দৃষ্টি॥

একের মতন হয় না অপরে সত্য,
অনুকরণীয় তবু সেই সুমহত্ত্ব,
হীন সুখে আর রহিবি না তুই মত্ত,
বিশ্বে করিবি সদা কল্যাণ-বৃষ্টি॥

বিশ্বের সুখে জন্ম লভিলি মর্ত্ত্যে,
পেলি সব-কিছু দান করিবার সর্ত্তে,
স্তব্ধ করিয়া কামনা-ঘূর্ণাবর্ত্তে
ধ্বংস করিবি জীবের চির-বিনষ্টি॥

(১৯২)

হতাশা বিষাদ সকল করিয়া দূর,
দ্বিগ্বিজয়ের উল্লাসে আজি
হও না রে ভরপুর॥

কণ্ঠে বাজুক ভৈরব রব,
দূর হ'য়ে যাক্ ডর-ভয় সব,
নাচিয়া উঠুক মূর্চ্ছনা দিয়া
চির-অভয়ের সুর,
আশা-উৎসাহে হোক রে পূর্ণ॥
সদা অন্তর-পুর॥

তুচ্ছ করিয়া জীবন-মরণ
প্রাণে প্রাণে হোক নব-জাগরণ,
অবাধ মুক্ত দৃপ্ত চরণ
চলুক সুপ্রচুর;
রিক্ত লভুক পূর্ণ ঋদ্ধি,
তিক্ত হোক্ মধুর॥

(১৯৩)

সকলি তোমারি ইচ্ছা রাখিয়া স্মরণে
করিব তোমারি কর্ম্ম জীবনে-মরণে॥
নিজ তৃপ্তি তরে কভু হব না কাতর,
সুখী করিবারে চাহি বিশ্বচরাচর,
সবার সুখের লাগি
আমি তব অনুরাগী,
তোমাতে লাগিয়া র'ব নিদ্রা-জাগরণে॥
জগতের বিপর্য্যয়-বিলোড়ন মাঝে
তোমারেই নিরখিব নিত্য নব সাজে।
ওহে চিরক্ষেমঙ্কর,
কেন হবে ভয়ঙ্কর?
শঙ্কা কি করিতে হবে সঙ্কট-নাশনে?

তুমি কি তোমার সৃষ্টি রাখিবারে চাও?
স্নেহে প্রেমে সকলের প্রাণ ভ'রে দাও।
হিংসা-বিদ্বেষের জ্বালা
ছড়াইছে বহ্নি-মালা,
করিছে কাতর বিশ্ব প্রচণ্ড দহনে॥
শান্তির সিঞ্চন রূপে নামো প্রভু আজ
প্রবল প্লাবনে প্রতি পরাণের মাঝ,
সবার আপন হ'য়ে
সবারে একত্র ল'য়ে
মাত নব-লীলা-রঙ্গে প্রেম-বিতরণে॥

(১৯৪)

মরমে আমি মরিয়া ছিনু
তুমি বাঁচালে হরি,
বল গো বল কেমনে আমি
তোমারে সুখী করি॥
তুমি ত' কিছু চাহ না মোর কাছে,
তাই ত' দেহ, মন ও প্রাণ
সরমে ডুবে আছে;
কিছু চাহ না কেবলি দাও,
স্নেহ-সোহাগে হৃদি জুড়াও,
স্মরণ করি' পুলক জাগে
কোটি ভুবন ভরি'॥

অসীম দুখ-সঙ্কটে
শ্রীকর বুলাইয়া
নিমেষে তুমি সকল ব্যথা
দিলে হে ভুলাইয়া,
বিপদে তুমি সম্পদ
ভাবিতে চিত গদগদ,
ধন্য আমি হইব দিয়া
ধুলিতে গড়াগড়ি,
লভিয়া আমি পুণ্য হব
চারু চরণ-তরি॥

(১৯৫)

অন্তর-ভরা একটী কথাই,—
যতই গাহি না গান,—
কেমন করিয়া উৎসর্গিব প্রাণ॥
দিবা-রজনীর প্রতি কর্ম্মে
আচরিয়া মোর ধ্যানের ধর্ম্মে
অনুভব করি' মর্ম্মে মর্ম্মে
তব প্রেম সুমহান্
কেমনে করিব তোমার জন্য
আমার জীবন দান॥

কি করিলে তুমি নিঃশেষে মোরে
গ্রহণ করিবে হরি,
অকপটে তাহা বল মোরে খুলি',
বল গো প্রকাশ করি',
সব-কিছু নিয়া আপনারে দিয়া
তৃপ্তি লভিবে তৃষিত এ হিয়া,
মহামরণের মধ্যে বাঁচিয়া
রহিব দীপ্যমান
তোমার চরণ-নূপুরের কোণে
ক্ষুদ্র ধূলি-সমান॥

(১৯৬)

সকলের হিততরে ধরিয়া জীবন
এ জনম করিব সফল,
শুধুই নিজের লাগি করি প্রাণপণ,
সে জীবনে কোথায় কুশল?
সকলের হিতে সবে থাকুক মগন,
সকলের হোক প্রিয় নিখিল ভুবন,
সবাই সবার শুভ করুক মনন,
সবাই সবার হোক্ বল॥

একাকী ঘরের কোণে পড়িয়া থাকি'
সে যে রে জীবনটারে দেখানো ফাঁকী,
বিশ্বসেবায়তনে বিশ্বের জনগণে
বিশ্বপতির সেবা শিখাব কেবল;
ভুলাব মোহের নেশা ভুলাব পাপের পেশা,
শান্ত করিব চিত চিরচঞ্চল॥

বিশ্বনাথেরে ভুলি' বিশ্বে থাকা
সে যে রে জলের বুকে চিত্র আঁকা,
আয় রে যে-ভাবে পারি
মিলে সবে সারি সারি
অগ্রগতির পথে চলিব কেবল;
চল্ আগে চল্ ভাই, চল্ আগে চল্।

(১৯৭)

চিরসুন্দর নিষ্কলঙ্ক কলুষবিহীন হ'য়ে
তোমারি আশিস লইয়া মস্তে
তোমারি পতাকা ধরিয়া হস্তে
বীরপদভরে কাঁপায়ে মেদিনী
চলিব হে নির্ভয়ে॥

খুলিয়া দিও হে অন্ধ চোখের দৃষ্টি
দিগন্ত-পারে দেখিতে তোমার সৃষ্টি,
প্রলোভন যেন নাহি করে জয়
মম দুর্ব্বল ক্ষুদ্র হৃদয়,
কোথাও যেন না ভুল থাকে কিছু
পন্থা-সুনির্ণয়ে।
চিরসুন্দর নিষ্কলঙ্ক কলুষবিহীন হ'য়ে
চলিব হে নির্ভয়ে॥

তুমি উজ্জ্বল, তুমি সুন্দর,
তুমি যে প্রাণের শান্তি,
এই প্রত্যয়ে কদাচ যেন না
উপজে মনের ভ্রান্তি।
তব মধুরিমা দেখিব নয়নে
দিবা-জাগরণে নিশীথ-শয়নে
বিমুগ্ধ বিস্ময়ে।
চিরসুন্দর নিষ্কলঙ্ক কলুষ-বিহীন হ'য়ে
চলিব হে নির্ভয়ে॥

(১৯৮)

সুযোগ তুমি করিয়া দিলে
দুর্য্যোগেরি মাঝে
বিপদে প'ড়ে ধন্য হনু আমি,
বিপদে শুধু নহে ত' দুখ,
পরাণ ভরি' রাজে
তব মূরতি হে অন্তরযামী॥
প্রথমে কত কাঁদিয়াছিনু
না বুঝি' তব লীলা,
বুঝিনি তুমি চরণাঘাতে
জলে ভাসাবে শিলা;
প্রখর তাপে দগ্ধ ক'রে
আমারে তুমি লইলে গ'ড়ে
তুমি যে মম পরমহিতকামী॥
নয়ন মম দেখেনি হায়
তোমারি দুই করে
বর অভয় অনবরত
শেফালী সম ঝরে,
নাহি চাহিতে করুণারাশি
তোমার মুখে ফুটিল হাসি,
লইতে কোলে ঘুচাতে ব্যথা
তুমি আসিলে নামি',
বুঝালে দুখ পীযুষ-পরিণামী॥

(১৯৯)

দীর্ঘ জীবন চাহি না তোমার কাছে,
দাও মোরে শুধু কর্ম্মদীপ্ত প্রাণ।
অল্প কদিন? মন্দ কি তাতে আছে?
যতকাল থাকি রহিব অনির্ব্বাণ॥

পন্থাভ্রষ্ট হব না নিমেষ-তরে,
সদা-সর্ব্বদা রাখিব তোমারে মনে;
বাহিরে মেদিনী কাঁপিবে চরণ-ভরে,
তোমাতে লাগিয়া রহিব সঙ্গোপনে;
ভিতরে নিয়ত রহিব তোমার হ'য়ে
জগতের কাজে এ দেহ করিয়া দান॥

অলস হইয়া জড়পিণ্ডের মত
বাঁচিতে চাহি না বৎসর শত শত,
দু দিন মাত্র? তাতেই রহিব রত
ব্যথা জুড়াইতে যারা ক্ষত-বিক্ষত,
সঁপিব নিজেরে,—রাখিব না অভিমান।
আত্মদানেই হইব ভাগ্যবান্॥

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

সবার কুশলে কুশল হইবে মন,
দগ্ধ হইব যজ্ঞ-সমিধ্ সম,
চিরনির্ভর চিরনির্ভয় হ'য়ে
শক্তি যোগাব সকলের পরাজয়ে,
সবাই লভুক আমাতে পরিত্রাণ;
লভুক পতিত অভিনব উত্থান॥

দীর্ঘ জীবন বাড়াইছে শুধু মায়া
ছড়াইছে শুধু কালের করাল ছায়া,
হ্রস্ব-দীর্ঘ না করি' বিচার কিছু
চালাইব মোর কর্ম্মের অভিযান।
যেদিন ইচ্ছা নাও মোরে কোলে তুলে,
তব ইচ্ছার গাহিব বিজয়-গান॥

(২০০)

পুণ্য হইব তোমার চরণে
মাথাটি রেখে,
আঁখি মুদি যেন তোমার মুখের
হাসিটী দেখে॥

তুমি যে আমার পরম রসাল
এতকাল তাহা বুঝিনি দয়াল,
এখন বুঝেছি শত রকমের
বিপদ চেখে
তাই ত' তোমারে এনেছি আমার
কুটিরে ডেকে॥

তোমার স্নেহের পরশে আমারে
ধন্য কর,
তোমার মনের মতন করিয়া
যতনে গড়,
বর্ত্তমান ও অতীত আমার
তব মহিমায় হোক্ একাকার,
ভবিষ্যতের মোহন ছবিতে
দাও হে ঢেকে
আমার মাঝারে যা-কিছু তোমার
বিরূপ ঠেকে॥

অসুন্দরের সকল কালিমা
মুছিয়া দিয়া
সুন্দর মোরে করহে তোমার
পরশ দিয়া;
চরণ-ধূলার পুণ্য-কিরণ
অকাতরে হরি কর বিকিরণ,
ভিতরে বাহিরে সৰ্ব্ব অঙ্গে
দাও হে মেখে॥

(২০১)

পরমেশ্বর!
তোমারে জানাই নতি,
নাহি যেন টলে নিষ্ঠা আমার
কদাচ তোমার প্রতি॥
সুখে, দুখে, সম্পদে ও বিপদে
ভাটা যেন নাহি পড়ে প্রেমনদে
শত তরঙ্গে কোটি বিভঙ্গে
তোমাতেই বাড়ে রতি,
তোমার চরণ-কোকনদে থাকে
অভঙ্গ মম মতি॥

উল্লাসে যেন পরাণ নাচিয়া ওঠে,
আনন্দে যেন তোমার চরণে লোটে,
তোমারেই যেন করি হে বরণ
জীবনে মরণে পরম শরণ,
তোমারেই জানি কোটি জনমের
একক পরমা গতি,
করুণায় মোরে করিও গ্রহণ
বিশ্বজগৎ-পতি॥

(২০২)

চম্পক-বনে মুগ্ধ মৃগের মত
তব সৌরভ-সন্ধানে মোরে
রাখ হরি বিব্রত॥
শাণিত শায়ক শোণিত ঝরালে শিরে
চাহিব না তার পানে একবার ফিরে,
জীবন গেল কি রহিল না ভাবি'
তোমারি ধেয়ানে রত,
তোমারে লইয়া জীবন-মরণ
হোক্ জীবনের ব্রত॥

ভাবিতে ভাবিতে তোমার কথাই
হ'য়ে যাব আমি "তুমি"
দিব্য শোভায় ভরিয়া উঠিবে
নিখিল মর্ত্ত্য ভুমি,
স্বর্গ-সুষমা পুণ্য-জ্যোছনা
বিতরিবে শুধু অমৃতের কণা,
মোর আমিত্ব তোমার চরণে
হয়ে যাবে চিরনত,
তোমাতে আমাতে অভিন্ন ভাব
রবে চির-জাগ্রত॥
তোমার নামের নেশায় আমারে
পাগল করিয়া দাও,
আমার আমিরে জোর ক'রে কেড়ে নাও,
তোমার বক্ষে পরম লক্ষ্যে
রব লেগে অবিরত॥

(২০৩)

সংজ্ঞা-হারা হ'য়ে যাবার আগে
আমার প্রাণে যেই কথাটী জাগে
তোমায় আজি করব নিবেদন।
শুন্‌বে কি তা হে আরাধ্য ধন?

তোমার গড়া এই পৃথিবী-মাঝে
চাই সবারে দিব্য মহান্ সাজে,
সবাই যেন সবার ভালো কাজে
হর্ষে করে আত্মসমর্পণ,
সবার দুঃখ দূর করিবার তরে
দেয় সকলে স্বার্থ-বিসর্জ্জন॥

আত্মসুখের কপট নিদ্রা ছেড়ে
মহত্তর পন্থাতে যায় বেড়ে,
নিজের কথা ভুল হয়ে যাক সবার,
বিশ্বজনের সেবায় অনুক্ষণ
লগ্ন করুক চিত্ত, আত্মা, প্রাণ,
মগ্ন করুক পুণ্য শরীর-মন॥

(২০৪)

মরার মতন পড়িয়া রহিব,
এ চাহি না দয়াময়।
কঠিন কর্ম্মে কর মোরে নির্ভয়॥

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

আত্মসুখের তুচ্ছ কামনা
নাহি যেন মোরে করে আনমনা,
নিষ্ঠার সাথে নিজেরে বিলাব
নির্ম্মম নির্দ্দয়,
চলিব তোমার প্রদত্ত পথে
নিত্য-অসংশয়॥

জীবনের শত সংগ্রাম আমি
বরণ করিয়া লব,
অতিক্রমিব গিরিসঙ্কট
প্রতিদিন নব নব,
ব্রত যে আমার অগ্রগমন
নাহি মানি' পরাজয়;
সম্মুখে মোর তোমার মূরতি
পরম জ্যোতির্ম্ময়॥

দারিদ্র্য আর দুঃখের মাঝে
বিসরি তোমারে কভু যাব না যে,
আমার আমারে তোমার চরণে
নিয়ত করিব লয়,
তোমার ইচ্ছা আমার জীবনে
হবে উল্লাসময়॥

মৃত্যুরে আমি ধরিব টুঁটিতে,
বাঁধিব তাহারে হাতের মুঠিতে,
মোর মুক্তিতে মুক্তি লভিবে
বিশ্বের সমুদয়
ছোট-বড় জীব যে আছে যেথায়,
সবার দূরিব ভয়॥

(২০৫)

তোমার কাছে গোপন কিছু
রহে না যেন মোর,
একাকী তুমি রহ নিয়ত
আমার চিত-চোর॥

শতেক দিকে না দিয়া মন
তোমারে যেন করি শরণ,
তোমারে নিয়া কাটাই যেন
দিবস-নিশি-ভোর॥

তোমার নামে জীবনখানি
করিয়া দিয়া দান
সতত যেন রসনা করে
তোমারি গুণগান;
সকল-কিছু তোমারে দিয়া
সুখ বা দুখ তোমারে নিয়া,
তাকিয়ে থাকে তোমারি দিকে
মম চিত-চকোর॥
নিজেরে ঢাকি তোমার কাছে,
সে যে গো বড় ভুল,—
তোমাতে যদি গোপন করি,
কোথা পাইব কুল?
আমার যত সরম রাশি
তোমার স্নেহে দাও হে নাশি',
টানিয়া মোরে বক্ষে লহ,
দাও হে তব ক্রোড়॥

(২০৬)

আমার "আমি" ফুরিয়ে গেল
তোমার কাছে এসে।
যেদিন তুমি লইলে কোলে
আমারে ভালবেসে॥

তোমাতে আমি মিশিয়া গিয়া
হইনু "তুমি" তোমারে নিয়া,
যেটুকু ছিল বিরহ-বোধ
আপন হাতে নেশে
করিলে মোরে চির-আপন
মধুর হাসি হেসে॥
এখন আমি আমারে শুধু
তোমারি মাঝে পাই,
সেখানে আমি নাই গো নাই
যেখানে তুমি নাই;
সাগরগামী নদীর পারা
রহিতে নারি তোমারে ছাড়া
আমারে আমি লভি তোমাতে
নবীন পরিবেশে,
আমারে হেরি তোমারি মাঝে
নিত্য নূতন বেশে॥

(২০৭)

কাল-বৈশাখী ঘন গর্জ্জনে
ডাকি কহে "হুশিয়ার!"
"কে দিবি জীবন, এই ত লগন,—
হয়ে যা রে তৈয়ার॥"

"দুঃখ-সাগর মন্থন করি'
লভিবি জ্যোতির্ম্ময়ে,
অমৃত-পাত্র করযোড়ে ধরি',
দাঁড়াইবি নির্ভয়ে।
ভয় নাই, নাই আর;
মৃত্যুর ভয়, আর কভু নয়,—
দূরে যাক্ দুরাচার!
আত্মদানের অগ্নি-শিখায়
ঘুচাবি অন্ধকার॥"

"তিলে তিলে করি নিজেরে বিনাশ
ঘটাবি নিজের বিশাল বিকাশ,
চক্ষু ফুটাবি স্বার্থ-বিলাসী
অন্ধ এ দুনিয়ার॥"

(২০৮)

তোমার চরণে নিজেরে বিকায়ে দিতে
বার বার শুধু প্রার্থনা জাগে চিতে।
আমি যে গো হরি নিজেরে বিসরি
নিজেরি অলক্ষিতে।

নিজ হাতে যদি টানিয়া লওগো হরি
কোমল বক্ষে বাহুবেষ্টনে ধরি'
ধূলি-শয়নের জঞ্জাল-রাশি
ঘুচাইতে আচম্বিতে
ঘুচায়ে আমার সংশয়-ভার
হাজার বিপত্তিতে,
ঘুচায়ে আমার "আমার" "আমার",
সংসার চারিভিতে॥

তোমারে জানিয়া পরম রসাল
তোমারেই দিয়া ইহপরকাল,
কবে যে কেমনে দেহপ্রাণমনে
পারিব সমর্পিতে,
যাব আগাইয়া দিব ডুবাইয়া
তব নাম-সঙ্গীতে॥

(২০৯)

নিজেরে যদি বাঁধিতে পারি
তোমার প্রেমপাশে,
ডুবিয়া মরি জমাতে পাড়ি—
কি তাহে যায় আসে?

জটিল জলাবর্ত্ত যদি
করিয়া ফেলে গ্রাস,
ক্রোধ-কুটিল দেখিয়া নদী
কেন গো হবে ত্রাস?
নক্র-মীন-কুম্ভীরাদি
সকলে যদি হয় গো বাদী,
সাধ্য কি গো তাহারা মোর
নিষ্ঠা করে নাশ?
তোমাতে দিয়া হৃদয়-মন
পেয়েছি আমি পরমধন,
পরম তুমি মরম-মাঝে
প্রতিটি নিঃশ্বাসে॥
প্রেম-কোমল বন্ধু মম
প্রেমের আঁখি দিয়া
করেছে মোরে বজ্রসম
কেবল নিরখিয়া,
তোমার স্নেহ তুলনাহীন
করিল মোরে তোমাতে লীন,
করিল মোরে ভয়-বিহীন
অটল বিশ্বাসে;
তোমাতে আমি আমাতে তুমি
শ্বাসে ও প্রশ্বাসে॥

(২১০)

আমার পূজা চাইনে আমি
বিশ্বজগৎ মাঝে
আমায় তুমি তোমার সেবক কর।
উদ্ধত মোর অহঙ্কারের
মৃত্যু হ'ল লাজে,
দৃশ্যটী মোর চোখের সাম্নে ধর॥
আমার "আমি" তোমার তরে
চিহ্নবিহীন হোক্ অচিরে,
তুমিই তাহার হও হে শরণ,
জাগ্রত নির্ভর;
তোমার চরণ-ধূলায় সে হোক্
শাশ্বত সুন্দর॥
আমার আমার আমার ব'লে
বৃথাই আস্ফালন,
বিষাক্ত হয় অবল হৃদয় মন;
তোমার কাজেই করব হে আজ
আত্ম-সমর্পণ।
নিজের মাঝে থাক্‌ব না আর জড়,
তোমার মাঝেই আমার স্বরূপ
নিত্য-অনশ্বর॥

আমার জীবনটীরে কর
তোমার সিংহাসন,
তোমার হাতের যন্ত্র কর
আমায় অনুক্ষণ;
তোমার আঁখির স্নিগ্ধ দৃষ্টি
নূতন ভুবন করুক সৃষ্টি,
দিগ্‌বিদিকে জাগুক মানুষ
জ্বলন্ত ভাস্বর॥

(২১১)

হে অতীত, তুমি
আত্ম-প্রকাশ কর;
তোমার ভিতরে যা-কিছু মহান্,
সুমুখে খুলিয়া ধর॥
ত্যাগের মন্ত্রে প্রবুদ্ধ করি'
জাতির মর্ম্মখানি
শুনাও তোমার বাণী
অন্ধ অহঙ্কারের বক্ষে
বজ্র-আঘাত হানি';
ঘুচাও তাদের অবসন্নতা
ভয়ে যারা জড়সড়॥

প্রাণ দিয়া আজ প্রাণ করি' লাভ
ঘুচাব সবার প্রাণের অভাব
বিষণ্ন মুখে ফুটাইব হাসি,
জীবনের নির্ঝর
ছুটুক অবাধে রম্য গতিতে
অনিন্দ্য-সুন্দর॥

(২১২)

কবি-প্রতিভার জন্ম হইল
ভক্তির তপোবনে,
একথা কি ভাই
আছে রে তোদের মনে?

কার তরে কার কাঁদিল পরাণ,
তারি অপরূপ রূপ হ'ল গান;
ভক্তি হইল পরম করুণা
পরম শুভক্ষণে॥

জীবে জীবে আছে এক মহাশিব,—
ছাইল মর্ত্ত্য, পাতাল, ত্রিদিব।
সবাই সবার পরম আপন
হইল সঙ্গোপনে,
ভালবাসা রাশি উথলি' উঠিল
প্রেমের বৃন্দাবনে॥

(২১৩)

সারা জীবনের সাধনা
একটী নিমেষে যদি হায় রে উড়িয়া যায়,
প্রাণে কি জাগে না বেদনা?
একটী দিনের ভুলে
মরে যদি ডালে মূলে
জপ-তপ মহামহীরুহ রে
আশার ছলনা শুধু
বৃথা ছড়াইবে মধু
গুঞ্জিয়া কর্ণের কুহরে।
না, না, তা দিব না হ'তে,
মিথ্যারে পরাজিতে
জাগাইব নব-উন্মাদনা॥

ওরে মন দুর্ব্বল!
কেন হবি হতবল?
প্রাণে প্রেম-শতদল ফোটা রে।
ভক্তিতে বিহ্বল
ভৃঙ্গ-কোকিল-দল
তোর চারিভিতে আনি' জোটা রে।
নূতন করিয়া ধর্
ব্যাপিয়া এ চরাচর
মহাসত্যের মহারাধনা॥

(২১৪)

সুর-মূর্চ্ছনা ঝঙ্কারি' উঠি'
কহিছে বারংবার,—
"সকলের আমি নাশিব অন্ধকার।
সকলের আমি দুঃখ হরিব,
ঘুচাইব হাহাকার॥
"কে আছ কোথায় আশাহত প্রাণে,
কণ্ঠ মিলাও আমার এ গানে;
দিব্য জীবন বিলাব তোমারে,
করিব হে উদ্ধার,
ঘুচাইব আমি সকল বেদনা
মুছাব অশ্রুধার॥

"লুব্ধ হৃদয় হইল ক্ষুব্ধ,
না পুরিল অভিলাষ;
যা-কিছু মিলিল, শুধু বাড়াইল
অন্তর-ভরা ত্রাস;
যে-লাভ লভিলে সব-কিছু মিলে,
দুয়ার খুলিব তার;
হও আগুয়ান, হে মহামহান্,
উৎসাহে অনিবার॥"

(২১৫)

বিশ্ব জু'ড়ে সবাই যখন
মুক্ত হবে,
আনন্দে গান গাইব আমি
উচ্চরবে॥

খুল্‌বে সবার বাঁধন-দড়ি,
মিল্‌বে সবার পারের কড়ি,
ছুট্‌বে সবার জীবন-তরি
সগৌরবে
বিঘ্ন-বাধা তুচ্ছ করি'
ভবার্ণবে॥

উচ্চনীচের রইবে না ভেদ,
ভুল্‌বে সবাই সঞ্চিত খেদ,
বিশ্বনাথের স্নেহের কোলে
সমান হবে;
সবাই সবার পরম আপন,
সবাই সবার চিত্তে লগন,
প্রত্যেকেরে প্রত্যেকেই
বক্ষে লবে।
জীবন সবার ধন্য হবে,
পুণ্য হবে॥

(২১৬)

আমার প্রাণের
কথাটী তোমারে কই,
তুমি যে আমার প্রাণের আধার,
জানি না ক' তোমা বই।।

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

যেখানে যা-কিছু
নিরখি নয়ন দিয়া
তোমারে দেখিয়া—
উঠি হরি চমকিয়া,
সোল্লাসে নাচে
সানন্দ মোর হিয়া,
লীলা-নিকেতন
রচি হে তোমারে নিয়া,
প্রতি বস্তুতে
তোমারি পরশ লই;
তোমাতে মিলিয়া
আমি যে তুমিই হই॥

সুখ নাহি পাও
সুদূরে আলাদা র'য়ে,
তুমি সার্থক
তুচ্ছ আমারে লয়ে;
আমি যে তোমার
বক্ষোলগ্ন হ'য়ে
প্রত্যয় লভি—
তুমি ছাড়া আমি নই;
আস্বাদ লভি—
আমি ছাড়া তুমি কৈ?

(২১৭)

দাও গো আমারে
কুণ্ঠাবিহীন প্রাণ,
দ্বিধাহীন নির্দ্বন্দ্ব চিত্তে
করিব আত্মদান॥

মানুষ এসেছে এই ধরণীতে
ধন্য করিতে সৃষ্টি,
বিশ্বজনের কল্যাণ-কাজে
করাতে স্নেহের বৃষ্টি;—
আত্মবলির উল্লাসে তাহা
করিব সুপ্রমাণ॥

মানুষ মানুষে করিতেছে ঘৃণা
সহ্য হয় না আর,
তোমার প্রেমের পরশন দিয়া
ভ'রে দাও সংসার;
অবাধে জীবন বলি দিতে যেন
হয়ে যাই আগুয়ান্
মানুষের কাছে বাড়াইতে প্রভু
মানুষের সম্মান॥

(২১৮)

ঐ দেখ কারা আসিছে প্রাণ দিতে,
যজ্ঞশালায় লাগিয়াছে মহাধূম;
ঐ দেখ কারা জাগিল আচম্বিতে
যদিও এখন নিশীথ বড় নিঝুম॥

দিকে দিকে শুধু তমসার আবরণ,
অবিশ্বাসীর মরণের মিছে ভয়;
প্রাণ দিতে আজ করিয়াছে যারা পণ,
ভয়-ভীত তারা একটী প্রাণীও নয়;
ঐ দেখ প্রতি ললাটে শোভিছে কিবা
বিদ্যুন্ময় উজ্জ্বল কুঙ্কুম॥

ভৈরব রবে গাহিয়া বিভুর নাম
চল চল বীর, উৎসাহে উদ্দাম,
কাঁপায়ে মেদিনী দৃপ্ত চরণ-ভারে
ভেঙ্গে দাও আজ সবার চোখের ঘুম॥

(২১৯)

উজ্জ্বল তব চরণ-কমল
সুমুখে রাখি'
নিখিল বিশ্ববাসীরে আজিকে
সাদরে ডাকি॥

"যেও নাক' দূরে, হ'য়ো নাক' পর,
আমার হৃদয় তোমারি ত' ঘর,
কলুষ হরিয়া দুবাহু বেড়িয়া
রাখিব ঢাকি',
সবারে লইয়া এক হইবার
রবে না বাকী॥"

বাধা-নিষেধের গণ্ডী কাটিয়া
হব অভেদ,
নির্ম্মল ভালবাসার কোথাও
রবে না ছেদ,
সবার হস্তে সবাই পরাবে
প্রেমের রাখি॥

(২২০)

দুর্ব্বার যত ইন্দ্রিয়গণে
করিয়া বশ
দিবানিশি চাহি করিবারে পান
নামের রস॥
তুমি যে আমার, আমি যে তোমার,
এই অনুভূতি হবে অনিবার;
খুলিয়া যাইবে প্রেমের দুয়ার,
হব স্ববশ॥
স্তব্ধ হইবে তুচ্ছ সুখের
হেয় লালস॥
তোমার প্রেমের প্রবাহ আমারে
টানিয়া নিক্
তোমারি চরণে ভুলায়ে সকল
দিগ্-বিদিক্;
তোমাতে ডুবিয়া আনন্দে র'ব,
তোমাতে মজিয়া নিঃশেষ হব,—
এই হোক্ মম জীবনের সাধ,
চাহি না যশ,
অভিমান যেন না আনে আমার
জীবনে ধ্বস॥

(২২১)

সব দিক্ দিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া
সব আশা মোর গুঁড়িয়া দিলে,
করে ধুকুধুকু শুধু প্রাণটুকু,
কি হইত ক্ষতি এটুকু নিলে?
তোমার আশার ভাবণে ভুলিয়া
কত কাজ হাতে লইনু তুলিয়া,
তুমি না সেদিন সারা রাতিদিন
শ্রবণে পশিয়া গুঞ্জরিলে,
তোমার কাজেই সঁপিলে জীবন
তোমার চরণ-দরশ মিলে?
তোমাতে সুচির নির্ভর মোর,
বিশ্বাস মম হারাবে না জোর;
যাহা খুশী কর জীবনেশ্বর,
তুমিই ভরসা সারা নিখিলে॥

(২২২)

নিরাশার ঘন তমসার মাঝে
কুয়াশা ভেদিয়া কিরণ তব
জাগাল সে যে কি মহাশিহরণ,
কি যে আনন্দ, কি অভিনব॥

প্রতি নিঃশ্বাসে কত বিশ্বাস
প্রতি প্রশ্বাসে কত আশ্বাস,
দিকে দিকে শুধু তব প্রেমভাষ,
কত পরিমল, কি সৌরভ!
ফুলে ফুলময় বাসনা-নিচয়
প্রেমে রূপায়িত সগৌরব।

তুচ্ছ ক্ষুদ্র হীনতার রেখা
নিমেষে আমার মুছিয়া গেল;
ত্রিভুবনে আর নহি আমি একা,
তোমারে লইয়া সমুজ্জ্বল।
তুমি আছ কাছে—বিশ্ব আমার,
ফুরাইয়া গেল যত হাহাকার,
শূন্যে মিলিল যতকিছু ছিল
বিষাদ-মলিন হতাশ রব॥

(২২৩)

তোমারে স্মরণ করিয়াছিলাম হরি,
অন্তর সেই আত্মপ্রসাদে ভরা;
দীর্ঘ কালের অমা-তমসায় পড়ি'
পূর্ণিমাময় আজি সমগ্র ধরা॥

টুটিয়া গিয়াছে শ্রান্তি-ক্লান্তি-ভার,
ছুটিয়া গিয়াছে যা-কিছু ছিল অসার,
তোমার দিব্য চেতনার উপহার
ঘুচাইয়া দিল তৃষ্ণা, ক্ষুধা ও জরা,
তোমাতে লভেছি পরিচয় আপনার,
হব না কখনো জীয়ন্তে আর মরা॥

তোমার করুণা, যেন বনফুল রাশি
মলয়-মারুতে ঝরিয়া পড়িছে আসি,
দিগ্‌দিগন্তে জাগিছে মধুর হাসি,
সৌরভে করে ত্রিভুবন মাতোয়ারা,
মুখে অলিকুল নিয়া পরিমল-রাশি
শুনাইছে বাণী স্নিগ্ধ মধুক্ষরা॥

(২২৪)

অনেক কালের অনেক বাসনা
সঞ্চিত করি' মনে
করিলাম দেখা
আজিকে তোমার সনে,
নিঝুম নীরব চুপ হয়ে তুমি
আছ বল কি কারণে?

আমার কাছে কি তোমার কিছুই
বলিবার কথা নাই?
অকারণে আমি বিদেশ-বিভুঁই
শুধুই ঘুরে বেড়াই?
লক্ষ্যবিহীন পাগলের মত
শুধু ছুটি বনে বনে,
কখনো অধীর, কখনো ব্যাকুল
অস্থির খনে খনে?
আমারে ছাড়া কি
তোমার চলিবে দিন?
হওনা যতই উদাসীন তুমি,
যতই করুণাহীন,
তুমি কি আমার নহ আপনার
অতীব সঙ্গোপনে?

(২২৫)

শ্রান্তিবিহীন ক্লান্তিবিহীন
ভ্রান্তিবিহীন প্রাণ,
তোমার চরণে করিব যে বলিদান।
তোমার চরণে আত্মাহুতিই
জীবনের সম্মান॥

জ্বালাও তোমার যজ্ঞ-অনল,
প্রাণাহুতি আমি দিব অবিরল,
জ্বলিয়া পুড়িয়া হব উজ্জ্বল
মিহির শত সমান,
অকপট মম ত্যাগের বিভূতি
রবে চির-অম্লান॥

তোমারেই করি' জীবন-লক্ষ্য
জীবন-মৃত্যু লভিবে ঐক্য,
জানা-অজানায় পরম সখ্য
দিবে তব প্রজ্ঞান
দ্বন্দ্বরহিত সুধা-সঞ্চিত
বহায়ে প্রেমের বান॥

(২২৬)

কি গান গাহিব?
গান গাহিবার নাই সময়।
কঠিন কর্ম্মে
করিয়াছি মোর চিত্ত লয়॥

পঙ্কের মাঝে মগ্ন ভুবন,
মানুষ করিছে মানুষে পীড়ন,
ঘুচাইতে তার দুঃখ-বেদন
ভুলিয়াছি আমি মৃত্যুভয়॥

গতানুগতিক পন্থার করি'
অনুসরণ
ফাঁকি দিয়া কাজ সারিতে আমার
চাহে না মন,
জোড়-তালি দিয়া থেমে যাওয়া মোর
পন্থা নয়॥

গাহিয়াছি গান সুপ্ত আত্মা
নবচেতনায় জাগাইতে,
অলস-তন্দ্রা-মগ্ন মানবে
মহান্ কর্ম্মে লাগাইতে;
আজিকে বুঝি বা ফুরাইল গান
নিজেরে কর্ম্মে করিতে প্রদান;
কর্ম্মেই মোর ব্রহ্ম, তারেই
অর্পণ করি চিন্তাচয়॥

(২২৭)

গান গাহিবার নাই যে সময়
তবু গাহিব রে গান,
যে গানে জাগিবে সকল সুপ্ত প্রাণ।

যে গানে মানুষ পাগল হইয়া
পরার্থে দিবে নিজেরে সঁপিয়া,
দিবে অকাতরে শ্রেষ্ঠ স্বার্থ
নিজ হাতে বলিদান॥

যে গান ঘুচাবে সকল দীনতা,
যে গান মুছাবে সকল হীনতা,
চিরদুর্ব্বল অলসে করিবে
নিজ-বলে বলীয়ান্।
দুষ্কৃত মহাপাপীরে করিবে
শুদ্ধ ও মহীয়ান্॥

গানে গানে আজ পূর্ণ করিব
নিখিল ভুবন খানি রে,
চির-সাধনার সিদ্ধিলব্ধ
শুনাইব মহাবাণী রে
জগতের মাঝে যেখানে যে আছে
ছোটবড় যত প্রাণী রে,
রহিতে দিব না একটীরে নিষ্প্রাণ,
"চল, ছুটে চল" বলিব কেবল
"হয়ে যাও আগুয়ান্॥"

(২২৮)

নবজীবনের নব-রসায়ন
করিয়া পান
বিশ্বমানব-উদ্ধার পণে
গাহিব গান।।

ভীরু দুর্ব্বলে যোগাইব বল,
সাহস শৌর্য্য বিলাব কেবল,
অগ্রগতির মহাসম্বল
করিব দান,
পরমোল্লাসে সকলের কাজে
সঁপিব প্রাণ॥

চক্ষু থাকিতে হারায়ে যাহারা
দৃষ্টি-দীন,
মানব-জীবন লভিয়াও যারা
মূল্যহীন,
তাদের নয়নে ফুটাব দীপ্তি,
তাদের জীবনে বিলাব তৃপ্তি,
বাড়াব তাদের মূল্য, তাদের
বাড়াব মান॥

নবজীবনের নব অভিসারে
আমি যে চাই
নিবিড় আপন করিতে সবারে,—
পর যে নাই!
সকলের তরে কাঁদিবে সবাই,
সবাই ভগিনী সবাই যে ভাই,
সকলের তরে সকলে করিবে
জীবন-দান,
বিশ্ব-মানব-কল্যাণ তরে
এ অভিযান॥

উৎপীড়নের দুঃখ-দৈন্য
করিব দূর,
সহস্র বাধা লক্ষ বিঘ্ন
করিব চূর,
রণ-দুর্ম্মদ উৎসাহে করি'
আত্মদান।
প্রাণের পরতে আগুন ধরিয়ে
জাগাব প্রাণ॥
অত্যাচারিত দুঃখীর মুখে
দিব হাসি,
ফুটাব প্রেমের কুমুদ-কমল
রাশি রাশি,
লাঞ্ছনা হ'তে দিব তাহাদেরে
পরিত্রাণ,
জীয়ন্তে ম'রে থাকার হইবে
চিরাবসান॥

(২২৯)

কেউ কি রে তোরে রাখিবে মনে,
এ দেহ যখন থাকিবে না;
চলে গেলে হায়, কে কারে গণে,
কার কাছে কার থাকে দেনা?

মরণের পরে সিংহাসনের
হবি কি রে ভাই অধিকারী,
তার লাগি তোর ইহ-জনমের
এত রকমের জারি-জুরি?
অজানা কালের সম্ভাবনায়
আজিকার যত বেচা-কেনা?

ভবিষ্যতেরে ভবিষ্যতের
গর্ভে থাকিতে দে না রে ভাই,
বর্ত্তমানেই অভ্যুদয়ের
পরাকাষ্ঠায় পৌছা চাই;
যত দিন আছে এ মর শরীর
আগাইয়া যা রে লক্ষ্যে সুধীর,
কারো কাছে নত করে না রে শির
সত্যযুগের সৎসেনা॥

(২৩০)

যাহা-কিছু আমি অনেক কষ্টে
করিয়াছি আহরণ,
সব-কিছু দিয়া তোমারে যেন গো
করিতে পারি বরণ॥

নিজের বলিয়া কোনও কিছুতে
নাহি রাখি অনুরাগ,
তোমাতেই যেন দেই গো ঢালিয়া
সকল সুখ-সোহাগ
তুমিই আমার চরম লক্ষ্য
রহিও গো আমরণ॥

ঝড়-ঝঞ্ঝাতে চিত্ত আমার
বিকল হইতে পারে
নিজ হাতে তুমি অভিরুচি মত
গড়ে নিও হরি তারে,
তোমার চরণে আমার পূর্ণ
আত্ম-সমর্পণ॥

নাহি চাহি ধন, নাহি চাহি জন,
তোমারেই আমি দিব হে জীবন,
তোমাতেই আমি দিব প্রাণমন,
এই হোক্ মোর পণ,
তুমি হও মম অন্তরতম,
তুমি হও প্রাণধন॥

দুর্ব্বল মন তোমারে চাহিতে
যত অক্ষম হোক্,
স্নেহ-ভরা ডাকে জানাইয়া দিও
কোথা আনন্দ-লোক,
ভুলাইয়া দিও বহ্নি-দহন,
ভুলাইয়া দিও শোক,
তব করুণার পুণ্য জ্যোছনা
খেলুক অনুক্ষণ,
হও প্রিয়জন, হও সুমোহন,
হও হে চির-আপন॥

(২৩১)

জীবনের শেষ প্রদীপ-শিখাটি
নিবিয়া যাবার আগে
দিবানিশি প্রাণ শুধু এইটুকু মাগে,
যা-কিছু আমার সকলি তোমার
সেবায় যেন গো লাগে॥

আমার ক্ষুদ্র বিফল প্রয়াস
পুরায় যেন গো তব অভিলাষ
আমার সকল সফল যত্ন
অনুদিন যেন জাগে
অভিমানহীন চির-অমলিন
অনিন্দ্য-অনুরাগে॥

আছে এ জীবনে যতেক বেদনা
জাগিয়ে তুলুক তোমারি চেতনা,
সব-কিছু হ'য়ে তব আরাধনা
দাঁড়াক্ চোখের আগে
আনন্দ-ভরা উল্লাস-মাখা
দীপ্ত অরুণ-রাগে॥

(২৩২)

দুর্ব্বল জনে কর বলদান,
নির্জ্জীবে দাও প্রাণ।
ভ্রষ্টবুদ্ধি কুৎসিতে দাও
চরিত্র অম্লান॥

সত্যসন্ধ সংযত কর,
পতনোন্মুখে বুকে টেনে ধর,
সৎসাহসের প্রেরণায় হোক্
হতাশার অবসান,
নিজবলে তার ঘটুক জগতে
অপূর্ব্ব উত্থান॥

জনে জনে আজ ডাকিয়া শুনাও
অমোঘ বজ্রবাণী;
জীবনের যার যত অপরাধ,
সত্য মিথ্যা যত অপবাদ,
সব মুছে দাও, কাছে এনে নাও
প্রেমভরে তারে টানি',
পিচ্ছিল পথে থেমে যাক্ তার
পতনের অভিযান॥

নিজেরে ভাবিয়া অধম পামর
কেন সে করিবে মিথ্যার ঘর?
পাপাসক্তি ও নীচ লালসার
করি' নীড়-নির্ম্মাণ
কেন সে করিবে অনন্তকাল
নিজেরে অসম্মান?

(২৩৩)

সকলের মাঝে তোমার শক্তি
প্রকট হউক হে, প্রকাশ হোক্,
সবাই সবারে আপন বলিয়া
জানিয়া লো'ক, চিনিয়া লো'ক।

সবাই বাঁচুক সকলের লাগি',
সবাই সবার সাধনার ভাগী,
সকলের তরে সকলেই ত্যাগী,
এ ধরণী হোক্ পুণ্যলোক,
রচিব শাস্ত্র ত্রিলোকোদ্ধারী—
প্রতিটি জীবন একটী শ্লোক॥

বঞ্চনা আর লাঞ্ছনা যত
অঙ্কুরে সব হয়ে যাক্ হত,
মানুষ বাঁচুক মানুষের মত
চিরনির্ভয় বিগতশোক,
আননে আননে ফুটুক সবার
পুণ্য তোমার দিব্যালোক॥

(২৩৪)

শত বরষের লাঞ্ছনা দিয়া
যাদের করিলে পর,
তাদেরি লইয়া বাঁধিতে হইবে ঘর,
করিয়া আপন দিয়া প্রাণ মন
স্নেহ অবিনশ্বর॥

দুখরাশি যত দিয়াছ তাদের শিরে
সকলের তরে আজি অকাতরে
ভাসিবে নয়ন-নীরে,
সকলের ব্যথা ঘুচাইয়া দিতে
আগাইতে হবে নির্ভীক্ চিতে,
নির্ম্মল করি' নির্ম্মম তার
নিঠুর হৃদয়টীরে।
কাণে শুনাইয়া অভয়-মন্ত্র
শুদ্ধ করিয়া জীবন-যন্ত্র
জাগাইতে হবে কপটতাহীন
নিষ্কাম নির্ভর॥

সত্যের ছোঁয়া লাগি
ঘনান্ধকারে পরাণ উঠিবে জাগি;
নিজেরে খুঁজিবে বিশ্বের মাঝে,
নিজেরে লাগাবে বিশ্বের কাজে,
সবাই হইবে সবার আপন;
এ বিশ্ব-চরাচর
হইবে স্নিগ্ধ, হইবে শান্ত,
হবে চিরসুন্দর॥

(২৩৫)

যত দূরে যাই, তত কাছে পাই,
একি বিচিত্র খেলা
দুঃখের মহা-ঝঞ্ঝার মাঝে
তব আনন্দ-মেলা॥
উত্তাল যত তরঙ্গ-রাজি
তুষার-কিরীটে সুন্দর সাজি'
মহাসমুদ্রে ভাসাইয়া দিল
কত শত কোটি ভেলা,
উল্লাসে প্রাণ উঠিল নাচিয়া
মৃত্যুরে করি হেলা॥

দুর্ব্বল মন হইল সবল,
জটিল গ্রন্থি হইল সরল,
মহাকালকূট অসহ গরল
হল অমৃতের ডেলা,
তোমাতে আমাতে নিরালা নিভৃতে
মিলনের হ'ল বেলা॥
তুমি যে আমার, আমি যে তোমার,
একথা কেহ না জানে,
তবু আমি তাই বলিয়া বেড়াই
জীবনের প্রতি গানে;
কেন গাহি গান জানি না কারণ,
মানি না কখনো কাহারো বারণ,
একতানে গাহি একতারা হাতে
মহানারদের চেলা,
অজানিতে কবে নিজেরে নীরবে
হয়ে গেছে দিয়ে-ফেলা॥

(২৩৬)

চোর চিরকাল চিহ্ন রাখিয়া যায়,
পুলিশেরা তারে চিহ্ন দেখিয়া ধরে।
তুমি যে আমার চিত্ত হরিলে হায়,
তোমারে ধরিব বল গো কেমন ক'রে?

নিদ্রিত আমি ছিলাম তাহা ত' নয়,
নিদ্রারে আমি আগেই করেছি জয়।
জিজ্ঞাসা করি করিয়া শত বিনয়,
কেমনে পশিলে আমার বদ্ধ ঘরে?

দেখিয়া আমার রুদ্ধ দুয়ারখানি,
কৌশল কি যে করিলে নাহি ত' জানি।
কখন যে আমি হইনু বদ্ধপাণি,
অন্তর চলি গেল যে দূরান্তরে!
খুঁজিব, খুঁজিয়া বাহির করিব তারে,
জনমে জনমে লক্ষ যুগান্তরে॥

(২৩৭)

আমি যে আমারে হারিয়ে ফেলেছি
তোমার কাজে,
তুমি ত' নিজেরে লুকিয়ে রেখেছ
আমার মাঝে॥

তোমারে খুঁজিতে যেখানেই যাই,
কোথাও যে নাই, কোথাও যে নাই;
হঠাৎ কেমনে ধরা দাও হরি
মোহন সাজে,—
কর্ম্মের মাঝে তোমার মোহন
মূরতি রাজে॥

নিঃশ্বাসে আর প্রশ্বাসে তুমি
আছ হে হরি,
লীলা-চঞ্চল নৃত্য-ছন্দে
চল বিহরি',
এত কাছে আছ দেখে আমি ওগো
মরি যে লাজে॥

(২৩৮)

চিরদিন আমি তোমারেই শুধু
চাহিয়াছি, আরো চাই
জীবনের মধু-চক্রের মধু
তুমি ছাড়া কেহ নাই॥

নিজগুণে কেড়ে নিলে প্রাণ মম,
তুমিই আমার ধ্যান;
তুমিই আমার পরশ-রতন,
তুমিই আমার জ্ঞান;
ভক্তির সুধা-নির্ঝর আমি
তোমাতেই শুধু পাই॥

দুর্ল্লভ এই মানব-তনুতে
তুমি বাহি দিলে কর্ম্ম,
বিশ্বের সবে আপন করিতে
তুমি শিখাইলে ধর্ম্ম,
অপূর্ব্ব তব কলা কৌশল
অন্তরে মোর বাড়াইল বল,
সবারে আনিয়া বক্ষে টানিয়া
গদগদ হ'য়ে যাই॥

বিশ্বের তুমি অন্তরঙ্গ
নিজগুণে দিলে আমারে সঙ্গ,
অনাত্মীয়েরা হইল আপন,
দূরেরা হইল ভাই;
তোমাতে সবারে, সবাতে তোমারে
অনুদিন আমি পাই॥

প্রাণভরা মোর কত আনন্দ,
ভুলিয়া গিয়াছি ভেদের দ্বন্দ্ব,
অন্তরে জাগে কত যে ছন্দ—
সীমা-পরিসীমা নাই;
মিলন-মলয়-মারুত মন্দ
দিকে দিকে দেয় সুরভি গন্ধ,
কত উল্লাস সারা দেহ-মনে—
কেমনে কারে বুঝাই॥
ভুলিয়া ত্রিতাপ ত্রিকাল ত্রিলোক
অন্তর মোর অভয় অশোক,
একতারা নিয়া এক মনে তাই
তব গুণ-গাথা গাই॥

(২৩৯)*

আমি তোরই হ'য়ে ছিনু চিরকাল,
আমি তোরই হ'য়ে আছি,
তোরই নয়নের আলোকে পলকে
আমি মরি, আমি বাঁচি॥

* সঙ্গীতগ্রন্থ "মন্দিরে" একটী সঙ্গীত ছাপা হইয়াছে, "যখনি কাঁদিবি আকুল পরাণে তখনি যে আমি তোর।"(সঙ্গীত-সংখ্যা ৯৯)। উহা রচনার তারিখ ৪ঠা মাঘ ১৩৩৫, স্থান পুপুন্‌কী আশ্রম।

তোরই দুঃখের ক্রন্দনে
জড়াই ব্যথার বন্ধনে,
তোরই আনন্দে উঠি উল্লাসি'
দুবাহু তুলিয়া নাচি॥

তোরই আঁখি-ঝরা জলধারে,
ভাসি ডুবি আমি বারে বারে,
কোটি জনমের অতীত অবধি
তোরই কাছে প্রেম যাচি॥

তোরই হাসিমুখে আমার আনন
সাজে যেন ঋতুরাজের কানন,
তোর অবসাদে আমি হয়ে থাকি
সাঁঝের তামসী প্রাচী॥

(৯ই মাঘ, ১৩৩৫, পুপুন্‌কী)

কাছাকাছি সময়েই আরও কয়েকটী গান রচিত হইয়াছিল। দৈবক্রমে সেই পুরাতন জীর্ণ কাগজগুলি পাওয়া গেল। ভুমিকায় লেখা আছে,—"মাঝে মাঝে ভগবান ভক্তের সাথে কথা কহেন। ভক্ত তাহা স্পষ্ট শুনিতে পায় এবং নিজের কণ্ঠেই ভগবানের বাণী গায়।" তাহাতে "যখনি কাঁদিবি আকুল পরাণে" ছাড়াও যে কয়টী পাওয়া গেল, তাহা তারিখ সহ এখানে মুদ্রিত হইল। ২৪৪ নং গান ব্যতীত অপর গানগুলি স্বর্গীয় খগেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তীকে লিখিয়া পাঠান হইয়াছিল।

(২৪০)

আমি যে তোর হয়েই আছি
স্বপন কিম্বা জাগরণে,
দেখ না খুঁজে সরস প্রাণে
অধীর আকুল হৃদয়-মনে॥

যেই আমি ঐ সাগর-জলে,
সেই আমি তোর হৃদয়-তলে;
যেই আমি ঐ মলয়-বায়ু,
সেই আমি তোর শ্বাসের সনে॥

যেই আমি ঐ ফুলের মধু,
সেই আমি তোর প্রাণের বঁধু;
ভ্রমর তারে পায় রে ক্ষণিক,
আমি যে তোর প্রতিক্ষণে॥

যেই আমি ঐ অরুণ-ভাতি,
সেই আমি তোর পথের সাথী,
সেই আমি তোর আঁখির আলো,
জীবন আমি তোর জীবনে॥

(উষা, ২ মাঘ, ১৩৩৫, পুপুন্‌কী)

(২৪১)

বিষম দাগা দিলাম বুকে
তাই কি হলাম পর?
তোর সাথে মোর প্রেম যে নিত্য
সত্য, অনশ্বর॥

যতই রে তুই দুঃখে রবি,
ততই যে তুই নিকট হবি;
ততই আমার কাছে ব'সে
বাঁধবি রে তোর ঘর॥

কাঁদ্‌বি যতই গভীর ত্রাসে,
আস্‌বি ততই বুকের পাশে;
ততই যে তুই চাইবি আমায়,
বইবে যতই ঝড়॥

অভিমানের নাই প্রয়োজন,
ব্যথাই যে তোর আসল ভজন,
ব্যথাই যে তোর ফুলের মালা
ব্যথাই শাপে বর॥

(রাত্রি, ১২ মাঘ, ১৩৩৫, পুপুন্‌কী)

(২৪২)

অচিন্‌ পথে চলিস্‌ যখন,
আমিই যে তোর পথের সাথী;
তিমির যখন ঘনায় ভীষণ,
আমিই যে তোর হাতের বাতি॥

অন্ধকারের অবিশ্বাসে
চিত্তে যখন বিষাদ আসে,
আমিই তখন জাগাই জীবন,
জ্বালাই আশার উজল ভাতি॥

মনের সকল কলুষ-কালি
প্রাণের স্রোতে দে আজ ডালি,
প্রেমের খেলা খেল্‌ব রে আজ
দুই জনাতে দিবস-রাতি॥

(উষা, ১৩ মাঘ, ১৩৩৫, পুপুন্‌কী)

(২৪৩)

ভাবিস্‌ না তুই, ভুল ক'রে যদি
অপথে বিপথে যাবি
বাহিরে, ভিতরে নিকটে বা দূরে
আমারেই তুই পাবি॥

আমি হ'য়ে তোর খেলা-সাথী
করিব হরষে মাতামাতি,
ঋণী হ'য়ে দিব ঋণশোধ, পুনঃ
প্রাপ্য করিব দাবী॥

আমারে লইয়া এ সংসারে
জনম-মরণ বারে বারে,
বৃথা কেন তোর উদ্বেগ ঘোর
অকারণে ভাবি' ভাবি'॥

উন্নতি আর অবনতি তোর
সবই ত' আমার হাতে;
কারে হারাইলি, কারে বা পাইলি
হিসাব আমারি সাথে;
সুখ-সম্পদ-ভাণ্ডার যত—
আমার কাছে ত' চাবি॥
(রাত্রি, ১৩ মাঘ, ১৩৩৫, পুপুন্‌কী)

(২৪৪)

ভয় কি রে তোর?
আমিই আছি সাথে।
আমিই তোরে তুল্‌ব টেনে
আমার সবল হাতে॥

আমার কোলেই দিব ঠাঁই
যেখানে শোক-দুঃখ নাই,
নিজের হাতেই নিবারিব
সব অনর্থ-পাতে॥

গহন তিমির কর্‌ব দূর,
কর্‌ব আলো হৃদয়-পুর
নিত্যানন্দ-ধাম রচিব
এই দুখের ধরাতে॥

ঘুচাব সব ব্যথার ভার,
মুছাব সব আঁখির ধার
টলিস্ না তুই কোনও বিঘ্নে,
টলিস্ না বাধাতে॥

(২৪৫)

ভাবিস্ মনে আমি তোরে
ভুলেই বুঝি গেছি,
আরে বোকা, তোর কাছে যে
সবকিছু বিকেছি॥
প্রাণ যে আমার তোরই পাশে
বেড়ায় শ্বাসে ও প্রশ্বাসে,
বুকটা আমার তোর বুকের ঐ
স্পন্দনে রেখেছি॥

তোরই চোখের দীপ্তিতে
জ্বালাই বাতি মোর চিতে,
তোর মুখে ঐ হাসির ছটায়
জগৎকে ডেকেছি!

তোর বেদনায় মোর বেদনা
তোর সুখে সুখ মোর;
যখনি তোর ভাঙ্গবে রে ঘুম,
তখনি মোর ভোর;
তোকে দিয়েই আমি আমার
সবখানি ঢেকেছি॥

বলে বলুক তোরেই ভক্ত
আমায় ভগবান্,
আমি যে তোর চোখের জলেই
পেয়েছি মোর প্রাণ;
তোর নয়নের বাদল-ধারা
কর্‌ল আমায় আপন-হারা,
তুই ছিলি তাই আমি আমার
স্বরূপকে চিনেছি॥

(২৮ আষাঢ়, ১৩৩৬)

(২৪৬)

তোমার চরণে আমি নিজেরে করিয়া দান
নিঃস্ব হইয়া যেতে চাই;
এমন করিয়া দাও, নিখিল ভুবনে যেন
আমার কিছুই নাহি পাই॥
আমার আমার ভাবি' যাহাতেই করি ভর
বাড়ে শুধু উদ্বেগ, বাড়ে ভয়, বাড়ে ডর,
আপন ভাবিতে গিয়া সব হয়ে যায় পর,
সোণার খনিতে মিলে ছাই;
যত বেশী ক'রে চাই, ততই শুধু হারাই,
দিকে দিকে শুধু "নাই—নাই"॥

শূন্য শুষ্ক এই ধরণীর মাঝারে
নিজেরে বিকায়ে দিনু বাসনার বাজারে,
ঘুরি' কত চোরাপথ পূরাইতে মনোরথ
বাড়িল কেবল বাসনাই;
সারা দেহমন-জোড়া শুধু বাসনার ফোড়া
অনিবার মারিতেছে ঘাই॥

কোথায় দয়াল প্রভু করুণা-নয়নে চাও,
আমার আমিরে তুমি বিনাশ করিয়া দাও,
রিক্ত করিয়া মোরে বিষম-তমসা-ঘোরে
চরণে কণিকা দাও ঠাঁই,
নিজেরে ভুলিয়া যেন তোমার চরণ-কোণে
একেবারে লীন হ'য়ে যাই॥

(২৪৭)

কণ্ঠ আমার কি গান গাহিবে, বল্!
তিনিই আমার সকল ভরসা,
তিনিই আমার বল॥

ঝঞ্ঝা যখন দুরন্ত গর্জ্জনে
চাহে বিব্রত করিবারে মোর মনে
তখনো আমার বিশ্বাস রহে
অটুট অচঞ্চল।
সাধ্য কি তার, একটী কণাও
মোরে করে দুর্ব্বল!

বিঘ্ন-বিপদ তুচ্ছ করিয়া দিয়া
আমি করি ঘর আমার প্রভুরে নিয়া,—
শত জনমের দুঃখের রাশি
ফুলে ফুলময় প্রাণভরা হাসি,
নিখিল এ ধরা উল্লাসে ভরা
আনন্দ-উচ্ছল॥

তাঁহারে চাহিয়া সকলি পেয়েছি আমি,
তাঁহারে পাইয়া ভুলিয়াছি ভব-ভয়,
মধুমাখা নাম জপিতেছি দিবাযামী,
দুঃখ বেদনা আমার জন্য নয়।
আমার কণ্ঠ তাই গাহে তাঁর গান
দিয়া তনুমন, দিয়া আত্মা ও প্রাণ,
অন্তর দিয়া অন্তরে আমি
তাঁরে পাই অবিরল।

(২৪৮)

কত রকমে কত জনেরে
কাছে আনিতে চাই,
তোমারে কাছে পাইনি ব'লে
কাহারেও না পাই॥
নিকটে যত টানিয়া আনি,
হৃদয়ে তত আঘাত হানি'
দূরে সরিয়া যায় যে তারা—
মায়া-মমতা নাই;
লাভের ঘরে রহিয়া যায়
কেবলি বেদনাই॥
তুমি আজিকে আপন হও
তোমার নিজ গুণে,
আর কত বা কাটাব কাল
মাস-বরষ গুণে?
আমারে তব আপন কর,
অহমিকার দম্ভ হর,
করুণা করি' চরণে তব
দাও কণিকা ঠাঁই,
তোমারে পেলে সকলি পাব—
আর ভাবনা নাই॥

(২৪৯)

তোমারে একা বাসিলে ভাল
সবারে বাসা হয়,
সে কথা মম বুঝিতে যেন
ভ্রান্তি নাহি রয়॥
একক শুধু তোমারি মাঝে
বিশ্ব-কোটি লুকিয়ে আছে,
তোমারে দিলে প্রাণের প্রীতি
সবাই তাহা পায়,
আমার যত প্রেমাঞ্জলি
দিব তোমারি পায়।
তব চরণ-পরশ লভি'
জীবনে আমি লভিব সবই,
আলো-আঁধারে চেতনে-জড়ে
ঘটিবে সমন্বয়॥
তুমি তোমাতে লইয়া মোরে
রবি-কিরণ সম
ছড়াও মোরে, সফল করি'
জীবনটুকু মম,
ভুবন-ভরা সবার বুকে
পরশ দিয়া পরম সুখে
সবার মাঝে তোমারে লভি'
তোমাতে পাব লয়॥

(২৫০)

আমি যে সদা গাহিতে চাহি
তোমারি গুণ-গান,
তোমার কথা ভাবিতে গেলে
নাচিয়া ওঠে প্রাণ॥
প্রণব-মধু-ঝঙ্কারে
তোমারে স্মরি বারে বারে,
প্রাণ-যমুনা-সলিল যেন
বহি' চলে উজান,
নীপদ্রু-মূলে ধ্বনিয়া ওঠে
মধু-মূরলী-তান॥
উছল-ছল-উচ্ছ্বাসে
ডুবিয়া যায় কথা,
ডুবিয়া যায় সুখ ও দুখ
হরষ তথা ব্যথা,
দ্বন্দ্বাতীত জ্ঞানের শশী
সহসা মম মরমে পশি'
মলিন যত বাসনা-চয়ে
করিয়া অবসান
ভুবন-খানি আপন-করা
মমতা করে দান॥

(২৫১)*

আকাশখানা হঠাৎ যে ওই
ফর্শা হ'য়ে গেলো রে,
দূর হ'ল রে রাতের অন্ধকার;
যেথায় যত পাখীর ছানা
সবাই ডানা মেলো রে,
ভয় করিবার নাই ত' কিছু আর॥

দিগ্‌দিগন্ত কাঁপাক্ তোদের
মধুর কণ্ঠ-কাকলি,
জাগিয়ে দিয়ে ঘুমন্তেরে
তুলুক্ সবায় আকুলি',
নূতন আশায় পূর্ণ করুক
হতাশ বিবশ প্রাণগুলি,
পূর্ব্বদিকে খুল্‌ল আলোর দ্বার;
চল্, ছুটে চল্, কর্‌তে হবে
নিত্য-নূতন দেশের আবিষ্কার॥

* শিলচরে অনুষ্ঠিত কাছাড়-জেলা-অখণ্ড-যুব-সম্মেলনকে লক্ষ্য করিয়া রচিত।

দেশ-বিদেশে আত্মীয় তোর
সকল দেশই স্বদেশ তোর,
বিশ্বজোড়া সবার প্রাণে
ফেল রে বেঁধে প্রেমের ডোর;
তোদের প্রেমের নাই কোনো ছেদ,
উচ্চ-নীচের নাই ভেদাভেদ,
একক মুক্তি চাস্ না তোরা—
সবায় দিলি দিব্য অধিকার
সবার সেরা সাধন-তন্ত্রে,
সবার আত্মা পায় যাতে উদ্ধার॥

(২৫২)

নূতন পৃথিবী গড়িতে চাই রে,
নূতন মানব করিব সৃষ্টি;
আত্ম-অহঙ্কারে প্রমত্ত
অন্ধেরে দিব দিব্য দৃষ্টি॥

উষ্ণ ঊষার মরুভূমি-বুকে
হাসি ফুটাইব সকলের মুখে,
পিপাসিত কোটি শুষ্ক ওষ্ঠে
করিব নিয়ত অমিয়-বৃষ্টি,
ক্ষুৎ-ক্ষাম-হত দৈন্যক্লিষ্টে
প্রাণ ভরি' দিব তৃপ্তি-পুষ্টি॥

চির-দুর্ব্বলে করিব সবল,
পদমর্দ্দিতে উন্নত,
অবনত শির ঊর্দ্ধে তুলিব
হোক্ না যতই অধোগত,
দানিব কর্ম্ম, দানিব অন্ন,
দানিব শক্তি, দানিব তুষ্টি;
অতীত যাহার কিছুই ছিল না,
গৌরবময় দানিব কৃষ্টি॥

(২৫৩)

দুর্ব্বল জনে দুর্গতগণে
আশ্বাস করি' দান
বিশ্বাস দাও নির্ভরে কর
শঙ্কাবিহীন প্রাণ॥

ভীরু কাপুরুষ রহিবে কেন রে আর?
মিথ্যারে করি' লণ্ডভণ্ড,
বজ্র-বাহুতে ধরি' কোদণ্ড,
নির্ভয়ে হোক্ রণ-সজ্জিত
ঘুচাতে ধরার ভার;
জীবন লভিতে জীবন সঁপিতে
হোক্ সবে আগুয়ান॥

না ম'রে বাঁচার মিথ্যা ভ্রান্তি যত
একটী নিমেষে হয়ে যাক্ অপগত,
ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়া কেহ আর
রহিবে না বিব্রত;
রক্ত-রেখায় রচিবে তাহারা
মহাজীবনের গান,
যে গানে মরারা উঠিবে বাঁচিয়া
খঞ্জেরা সবে উঠিবে নাচিয়া,
চির-পদানত অধম পতিত
লভিবে সমুত্থান॥

মরিয়া আজিকে অমর হইতে হবে,—
ডাক দিয়া আনি' শুনাও এ বাণী
যেথায় যে আছে ভবে;
মৃত্যুর মাঝে অমৃতের খনি
করি' অনুসন্ধান
বাড়াইয়া দে রে মরজীবনের
কল্পনাতীত মান॥

(২৫৪)

মিষ্টি-মধুর প্রাণটুকু মাঝে
বজ্র-বহ্নি চাই,
শক্তিহীনের এই ধরণীতে
ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই॥

দুর্ব্বল তোরা থাকিস্ না আর,
ভয়-ভীতি সব কর্ চূরমার,
ওরে বীর, ওরে রণ-দুর্ব্বার,
সমগ্র দুনিয়াই
শক্তিমানের পূজায় ব্যস্ত,
এই ত' দেখিতে পাই॥

পরের বিত্ত কাড়িবার তরে
নহে রে শক্তি তোর,
সবার লাগিয়া প্রাণবলি দিয়া
বাড়ুক প্রাণের জোর,
কল-কল্লোলে চলে উচ্ছ্বাস
মৃত্যু-বরণে পরমোল্লাস
বিনাশিতে ভয়, বিনাশিতে ত্রাস,—
এই ত' দেখিতে চাই;
মরিয়া মরিয়া হইবি অমর,
ভেবে বলিহারি-যাই॥

(২৫৫)

মৃত্যুরে কর জয়,
দূর কর প্রাণ-ভয়
বিশ্ব প্রভুর মঙ্গল-নামে
চিত্তটী কর লয়॥
প্রসারিয়া বাহু শনি-কেতু-রাহু
ঘটাতে বিপর্য্যয়
কভু পারিবে না, কভু করিবে না
একটী কণাও ক্ষয়,—
সেই খানে ওরা বড় দুর্ব্বল
তুমি যেথা নির্ভয়॥

দ্বন্দ্ববিহীন কুণ্ঠাবিহীন মনে
দুঃখী জনেরে বুকে বাঁধি লও
প্রীতির আলিঙ্গনে,
মহামিলনের আনন্দ-কল্লোলে
মৃত্যু যাইবে নিজের স্বভাব ভুলে,
সুধাস্বাদনে জীবনে মরণে
ঘটিবে সমন্বয়।

(২৫৬)

প্রাণভরা আনন্দ নিয়া
যা ছুটে ঐ তুচ্ছ গ্রামে,
কর্ সুশীতল সবার হিয়া
বিশ্বপ্রভুর পুণ্য-নামে॥
ছোট-বড়র ভেদবিচারের
দে মিটিয়ে অনন্ত জের,
সবাই মিলে কর্ রচনা
মর্ত্ত্য মাঝে স্বর্গ-ধামে॥

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

কেউ ছোট নয় কেউ বড় নয়—
সবাই সবার আপন জন,
সবাই সবার নয়ন-মণি,
সবাই সবার হৃদয়-ধন,
সমস্বরে গাও হরিনাম
স্নিগ্ধ মধুর প্রেমাভিরাম,
একের মাঝে ডুবে সবাই
পূর্ণ কর মনস্কামে॥

(২৫৭)

সৌম্য শান্ত কাপট্যহীন স্নিগ্ধ মনে
মিলিব রে আজি, মিলিব তোদের সবার সনে॥
কে ছোট, কে বড় না করি' বিচার,
বাধা-ব্যবধান করি' চূরমার,
বাঁধিব সবারে অসীম অপার আলিঙ্গনে,—
বিতরি' শক্তি, বিতরি' শৌর্য্য,
বিতরি' শান্তি, বিতরি' বীর্য্য,
বিতরি' তৃপ্তি মহা-সাধনার সঞ্জীবনে॥

জানিয়া সবারে চির-আপনার,
ঘুচাব সবার আঁখির আঁধার,
মুছাব সবার নয়নের ধার মৃত্যুপণে;
সৃজিব পুণ্য প্রেম-পারাবার প্রতিক্ষণে॥

ধন্য করিব দৈন্য-ক্লিষ্ট জীবনগুলি
আঁকিয়া নূতন জীবনালেখ্য ধরিয়া তুলি,
মিটাইয়া যত কলহ-বিবাদ
পূরাব সবার শত মনসাধ,
মুছাইয়া দিব সকল বেদনা হৃদয় খুলি',—
মিলাইয়া দিব অগণিত কোটি দুঃস্থ জনে;
মিলনানন্দে মাতাইব যত দুঃখিগণে।

উড়াব নূতন বিজয়-কেতন আকাশ ব্যেপে,
মহাকলরবে বিশ্বভুবন উঠিবে কেঁপে,
উল্লসি' উঠি সবার হৃদয়
অবসন্নতা করিবে বিলয়,
মহা-আনন্দে হবে হোরিখেলা বৃন্দাবনে,
দিব্য জীবন লভিয়া প্রেমের উদ্দীপনে॥

(২৫৮)

দিকে দিকে কর
প্রচার তাঁহার নাম,
দগ্ধ ধরণী
হোক অনিন্দ্য ধাম॥

সবাই সবারে
জানুক আপন ব'লে
সবাই সবারে
টানুক প্রেমের বলে,
পরিহরি' পাপ,
প্রতারণা আর ছলে
লভুক সবাই
চিত্ত বিগতকাম।
বিরাজিত হোক
সক্‌লের মাঝে আজি
চির সুন্দর
প্রেম পরমাভিরাম॥

উন্নত হোক্
সবার নিম্ন মন,
জাগ্রত হোক্
ধনী তথা নির্ধন,
দুঃখ যাহার
ঘিরিল সারা জীবন
তার তরে হোক্
শাশ্বত প্রাণারাম;
সবাই সবারে
করুক চির-আপন,
বুকে টেনে নিক্
বিধি যার প্রতি বাম॥
সকলের সাথে
করিতে পরিশ্রম
সকলের হোক্
আনন্দ অনুপম,
জানি' জীবসেবা
করণীয় প্রিয়তম
মাটিতে ফেলুক
সারা শরীরের ঘাম,
ব্রত-সাধনায়
নির্ভীক নির্ম্মম
ফল-প্রত্যাশা
ছাড়ি' হোক্ নিষ্কাম।

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

(২৫৯)

তুমি যে সাম্‌নে এসে দাঁড়াবে মোর
গান ফুরালে,
সে কথা আমায় এখন পষ্ট ক'রে
নাই জানালে॥

দিবারাত তোমার আশায়
গাহি গান করুণ ভাষায়,
বাণী মোর ছন্দে বেড়ায়
নৃত্য-তালে,—
সে কেবল রইলে ব'লে
অন্তরালে॥

প্রকাশের কোন্ প্রয়োজন?
তোমাতেই চিত্ত লগন।
তোমার ঐ চরণ-রেখা জয়ের টীকা
শুভ্র ভালে—
সুগোপন পরশ দিয়ে
প্রাণ জাগালে॥

(২৬০)

মরিবার ক্ষণকাল আগে
কহিয়া যাইব কাণে কাণে,
কি মানে আছিল মোর গানে॥

কি কথা ভাবিয়াছিনু,
কারে প্রাণ দিয়াছিনু,
কার লাগি' ভাসিতাম
নয়নের বানে॥

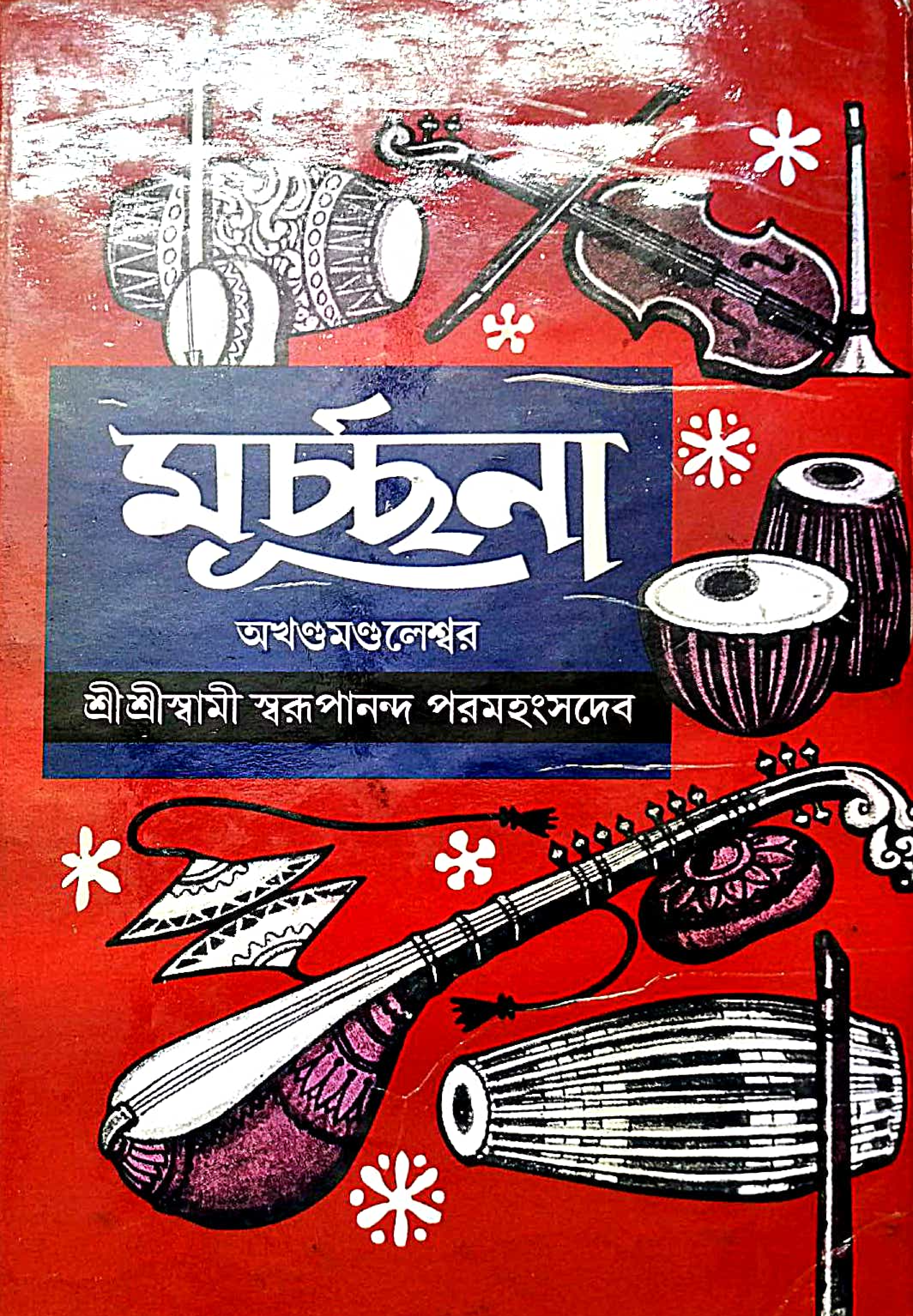
এখন যা-কিছু করি
যাব সবি পরিহরি',
লাজ-ভয় পাসরিয়া
তারে নিব প্রাণে,
যে ছিল অনাদি হ'তে
আমার ধেয়ানে॥

—ঃ সমাপ্ত ঃ—

মূর্চ্ছনার

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD

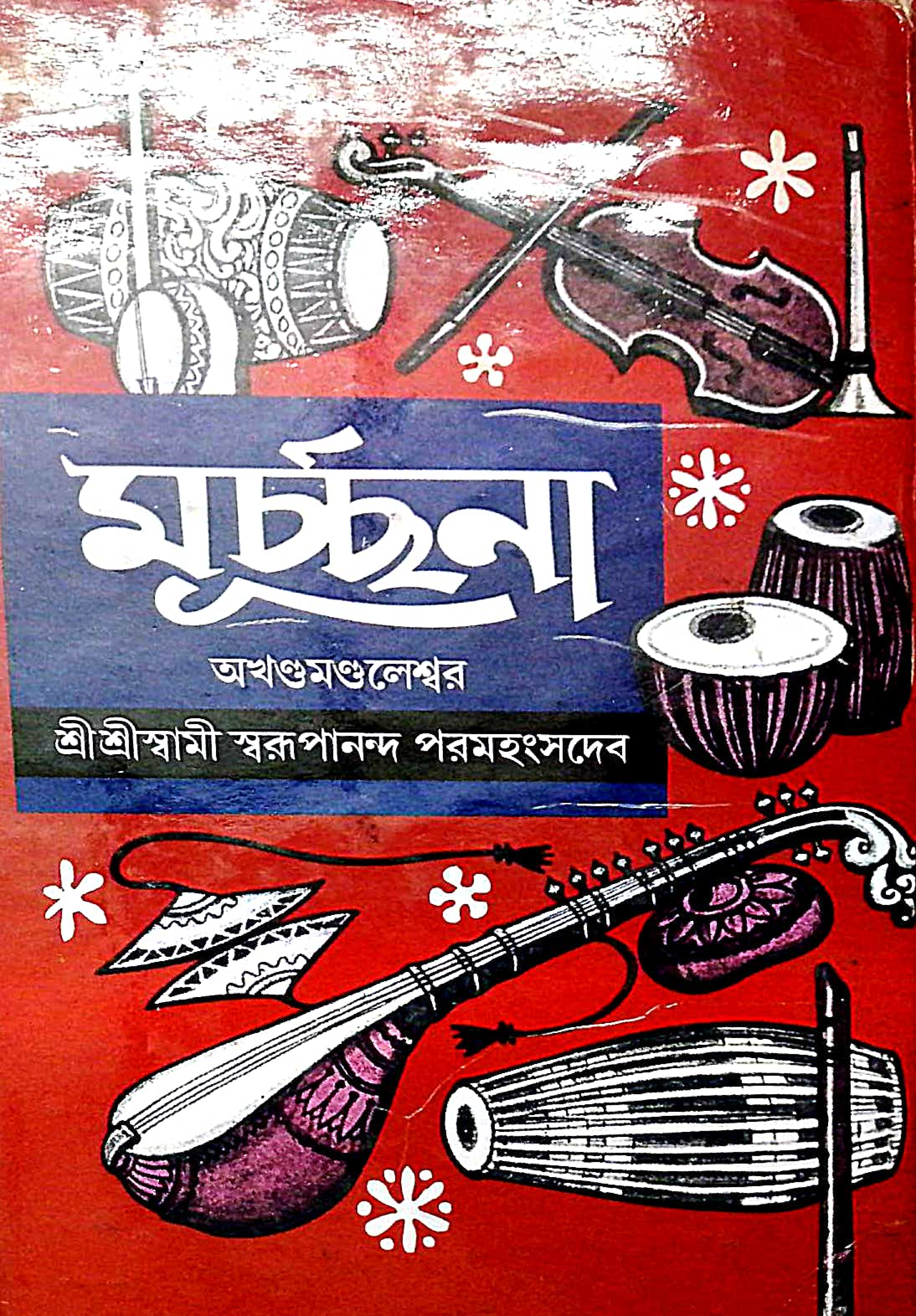


মূর্চ্ছনা

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব


মূর্চ্ছনা
অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব
মূর্চ্ছনা
অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব
মূর্চ্ছনা
অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব
COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD
COLLECTED BY MUKHERJEE TK, DHANBAD


মূর্চ্ছনা
অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব